INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

19th June, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 19th June, 1967.

Present.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Deputy Speaker, Chief Minister, four Ministers, Dy. Minister, and twenty three Members.

Mr. Speaker—Any member who has not made Oath may kindly do so.

Shri S. L. Singh. Chief Minister :—Hon'ble Speaker, Sir, three nominated members are present here. They are Smti. Renu Chakraborty, Rajkumar Kamaljit Singh and Shri Naresh Roy. They will take Oath to-day.

Out of three Members—Smti Renu Chakraborty and Rajkumar Kamaljit Singh took Oath.

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy is absent to-day.

Next item—Starred Questions. To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 102 (postponed).

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 102.

Question	Answer
1) Whether the Government have instituted cases against certain contractors viz. Santi Barman and Ashutosh Das of Agartala, N. N. Das of Udaipur etc. for employing Pakistani labourers in the construction work of Ambasha—Bagafa Road ;	Yes.
2) If so, the year in which the cases are instituted ;	In the year 1965.
3) and the present position of the cases ;	The cases are pending in the Court.

SUPPLEMENTARY

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তখন কয়জন লেবারকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—৮৯ জনকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছিল।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন পুলিশ তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট'এ কি লিখেছিলেন ?

শ্রী এস. এল, সিংহ ঃ—আমি আগেই বলেছি যে the cases are pending in Court.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের বিরুদ্ধে কেস্ ইনষ্টিটিউট করা হয়েছিল, সেইসব কনট্রাকটারদের এখন কাজ দেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—টেণ্ডার দিলে, টেণ্ডার যদি এক্সসেপ্টেড হয় তাহলে কাজ পাবে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত কনট্রাকটারদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে, সেই সমস্ত কনট্রাকটার এখন কাজ করছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—টেণ্ডার দিলে সেই টেণ্ডার যদি এ্যাক্সসেপ্টেড হয়, তাহলে তারা কাজ পেয়ে থাকে। অতএব এখন তারা কাজে আছেন কিনা সেটা জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—এই সমস্ত কনট্রাকটার পাকিস্তানী লেবারার দিয়ে কাজটা করিয়েছিল একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করছেন এবং এটা আমাদের ত্রিপুরার নিরাপত্তার পক্ষে ডেঞ্জার একথা নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করবেন এ সত্বেও তাদের কি জন্য আজ পর্যান্ত ব্ল্যাক লিষ্টেড করা হচ্ছে না কেন বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—The cases are subjudiced, so I can not tell about these.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যাদের ধরা হয়েছিল সেই সমস্ত আসামী এখনও কি ত্রিপুরাতে আছে না তাদের জামিন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—জামিন যদি বেলএবল্ হয় তাহলে জামিন পাবে তার যদি নন বেলএবল্ হয় তাহলে জামিন পাবে না।

It depends on the decision of the Court

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে যে যারা আসামী তাদেরকে বেইল্ দেওয়া হয়েছে কি না ?

Shri S. L. Singh :— I want notice of it.

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সব কণ্ট্রাকটাররের বিরুদ্ধে কেস্ করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে চার্জসীট ফর্ম করা হয়েছে কিনা এবং যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কি ধরণের চার্জসীট ফর্ম করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কেস্ টার প্রিলী-মিনারী হিয়্যারিং হয়েছে কি না?

শ্রীএল, এল সিংহ—চার্জসীট হলে পরে যা হয় তা নিশ্চয়ই হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন চার্জসীট কবে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ—চার্জসীট ২৯. ৪. ৬৪ এ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন চার্জসীটে কি কি লেখা আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এম, এল, এ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সদর মনতলা কলোনীর উদ্বাস্তু শ্রীশচীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, ললিত দে, মোহনলাল সাহা, সুধীর চন্দ্র সাহা এবং বীরেন্দ্র সাহাকে যে জমিতে সরকার পুনর্বাসন দিয়াছেন তাহা মনতলা চা বাগান কর্তৃপক্ষ নিজেদের বলিয়া দাবী করিতেছেন, ইহা সরকার অবগত আছেন কি?	হ্যাঁ। পুনর্বাসন বিভাগ কর্তৃক উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র সর্বশ্রী শচীন্দ্র লাল ভট্টাচার্য, ললিত মোহন দে. এবং সুধীর চন্দ্র সাহাকে এলটমেণ্টকৃত কতক জমি। সর্বশ্রী মোহন লাল সাহা ও বীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা নামে কোন উদ্বাস্তু এ কলোনীতে নাই।
খ) যদি অবগত থাকেন, তবে ঐ সম্পর্কে তাহারা কি করিতেছেন?	সর্বশ্রী শচীন্দ্র লাল ভট্টাচার্য, ললিত মোহন দে, এবং সুধীর চন্দ্র সাহাকে এলটমেণ্টকৃত ভূমি চা বাগানের নামে দখল বলিয়া যে রেকর্ড করা হইয়াছে, মনতলা চা বাগানের ম্যানেজারের লিখিত আপত্তি মূলে এরূপ করা হইয়াছে। ভূমি চাষের আনুষ্ঠানিক কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
গ) ঐ জমি রিকুইজিশন করিয়া উদ্বাস্তুদের দেওয়ার কথা তাহারা চিন্তা করিয়াছেন কি?	প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দখল বৈধকরণের জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মনতলা চা বাগানের জমি, পুনর্বাসনের জন্য সরকার পুনঃ জরীপ করতে রাজী আছেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যাদেরকে জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ঐ জমিতে বসানোর স্বপ্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, ত্রিপুরার অনেক চা বাগান খাস জমি দখল করে আছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেকের কথা বলতে পারব না পাটিকুলার মোহনপুর মনতলা চা বাগানের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এই জায়গাতে উদ্বাস্তু ভাইদিগকে যাতে আইনানুগ ভাবে বসাতে পারি তার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে, একথা আমি বলেছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনীশিকান্ত সরকার এম, এল, এ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৫২ সনে যে সকল উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুব হইয়াছে তাহারা সেই সম্পত্তি দিয়া কৃষি ঋণ পায় কি না?	হ্যাঁ। সাধারণতঃ পাইয়া থাকেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পর্চা বা নামজারীর কাগজ পায় নাই, তার জন্য কোন কৃষি লোন পাচ্ছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ—পর্চা পাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব যাহারা চার আনা দিয়ে পরচা নেবেন তাহারাই পর্চা পাবেন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে সমস্ত পর্চা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে লেখা আছে দশ বছরের মধ্যে হস্তান্তর যোগ্য এর ফলে অনেকে ঋণ পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে দশ বছর অহস্তান্তর যোগ্য কথাটা তুলে দেওয়ার জন্য চিন্তা করছেন কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হস্তান্তরের অযোগ্য হলেও এখানে লেখা আছে যে সরকারের কাছে আবদ্ধ রেখে ঋণ পেতে পারে।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন উদয়পুর সাবডি-ভিশানে কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে এস, ডি, ও অফিসে। কিন্তু এস, ডি, ও বলছেন যে আমরা ঋণ দিতে পারব না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি এই সম্বন্ধে নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কৃষি ঋণ পেতে হলে কি কি করতে হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কৃষি ঋণ পেতে হলে জমি সরকারের নামে কোবলা করে দিতে হয় কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদ্বাস্তুদের কৃষি ঋণ মঞ্জুর এবং এবং সেই সম্পত্তি দিয়া কৃষি ঋণ পায় কি না, সেই মর্মে আমি জবাব দিয়েছি। সমস্ত কৃষি ঋণ সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা, এম, এল, এ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— ২১২

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশচান নাম্বার ২১২।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ধর্ম্মনগর তিলথই এর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ নিখোঁজ বলিয়া ধর্ম্মনগর থানায় কোন সংবাদ পৌঁছিয়াছে কি?	হঁ্যা
খ) যদি সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে তবে পুলিশ ঐ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?	হঁ্যা।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কৃষ্ণচন্দ্র এর বড় ভাই শ্রী গুরুচরণ দেবনাথ এই সম্পর্কে পুলিশের নিকট কোন অভিযোগ করেছে কি না এবং ঐ অভিযোগে দেবনাথকে হত্যা করা হয়েছে এই রকম সন্দেহ করা হয়েছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইহা সত্য নহে। তার কারণ হয় এই—On the 8th December, 1966, one Shri Guru Charan Nath, S/o Late Ram Kumar Nath of Tilthai, P. S. Dharmanagar reported to the Dharmanagar P. S. that his brother Shri Krishna Chandra Deb Nath was found missing

since 7-12-66 evening. But he could not suspect any foul play in this connection. কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয় সদস্য যে কথা এখানে বলেছেন যে তাকে হত্যা করা হয়েছে, সেটা সত্য নয়। কারণ সেই জায়গাতে হত্যা সম্বন্ধে তিনি কোন কিছু বলেন নি।

The above information was entered in Dharmanagar P. S. G. D. entry No. 25 dated 8-12-66 and investigation was started. On 4.1.67 Shri Guru Charan Nath again reported to the P. S. that he suspected foul play in the disappearance of his brother but could not give any clue. The above information was also entered in Dharmanagar P.S.G.D. entry No. 117 dated 4.1.67 In view of the circumstances of the disappearance it was suspected that a cognizable offence had been commited and accordingly investigation u/s 157 Cr. P. C. was started. All Police Stations in Tripura have been informed about the disappearance of Shri Krishna Debnath through Radiogram. The investigation is still proceeding. It was also learnt on investigation that on 7-12-66 Shri Krishna Debnath went to the house of Shri Narendra Nath of Tilthai and returned from that house the same evening. As no clue about Shri Krishna Deb Nath has been found so far, no scientific measures in the course of investigation could be adopted.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath, M.L.A.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 220

Shri S. L. Singh—Question No. 220

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরায় ১৯৬৫ইং এপ্রিলের পর পাকিস্তান হইতে with passport, without passport or without migration—যে সমস্ত উদ্বাস্তু এ রাজ্যে আগমন করিতেছেন তাহাদের নাম উদ্বাস্তু হিসাবে রেজিষ্টারী করার কোন বিধান আছে কি না ?	ত্রিপুরায় ১৯৬৫ইং এপ্রিলের পর পাকিস্তান হইতে with passport ; without passport or without migration যে সমস্ত উদ্বাস্তু এ রাজ্যে আগমন করিতেছেন তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করার ব্যবস্থা আছে।
খ) উপরোক্ত উদ্বাস্তুগণের পুনর্ব্বাসনের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	বিবেচনাধীন।

প্রশ্ন	উত্তর
গ) উপরোক্ত উদ্বাস্তুগণের সংঙ্গে পাক-মুদ্রা, সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও প্রভৃতি আসবাব সরকার কি করেন ?	এ পর্যন্ত যে সকল উদ্বাস্তু এই অফিসে নাম রেজিষ্টারী করার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন তাহাদের সংগে কোন পাক মুদ্রা, সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও প্রভৃতি আসবার পত্র ছিল বলিয়া কেহই জানান নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সার্বডিভিশানগুলিতে সেই সমস্ত উদ্বাস্তুদের নাম রেজিষ্টারী করার বিধান আছে কি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ—যে কোন সাবডিভিশান থেকে সদরে এসে নাম রেজিষ্টারী করতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সাবডিভিশানেল হেডকোয়ার্টারে বা রিলিফ অফিস যেখানে আছে, সেখানে নাম রেজিষ্টারী করা চলে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সদর ছাড়া আর কোথাও নাম রেজিষ্টারী করা চলে না, ইহা আগেই আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১৯৬৫ইং এপ্রিলের পর সেই সমস্ত সাবডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে বা রিলিফ অফিসে নাম রেজিষ্টারী না করার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সদরে এসে তাদেরকে নাম রেজিষ্টারী করতে হয়, ইহাই হল বিধান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যারা বিনা পাসপোর্ট বিনা মাইগ্রেশান সার্টিফিকেটে এখানে আসেন, সরকার তাদের হিসাব কি ভাবে রাখেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—যাহা রিপোর্ট করা হয় তাহাই রাখা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ পন্থ লোকসভায় একথা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে আর নূতন উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের কোন সুযোগ নাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ত্রিপুরাতে যে অবস্থা আছে, সেই অবস্থায় নূতন ভাবে কোন পরিকল্পনা আমাদের হাতে নেই যাতে আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন দিতে পারি। কিন্তু অবস্থার পুনর্বিবেচনায় যদি অন্য কোন প্রদেশ না নেয়, তাহলে উদ্বাস্তুদিগকে ক্যাম্পে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রেখে মারার জন্য ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি না। অতএব তখন সেই সমস্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ১৯৬১ সনে কৈলাশহর এবং অমরপুরে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চার হাজার উপজাতি ত্রিপুরাতে

আশ্রয় নিয়েছিল, তখন সরকার কি মিঃ পন্থের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের জোর করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৬৫ইং এপ্রিলের পরে। এই প্রশ্নে ১৯৬১ সনে কি হয়েছে না হয়েছে সেই প্রশ্ন আসতে পারে কি না ?

Mr. Speaker :— Yes, the original question was after April, 1965, so the question beyond 1965 can not be allowed here.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১৯৬৫ ইং এপ্রিলের পূর্বে সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও নিয়ে আসলে পরে এখানে কনফিস্‌কেটেড হোত না, ডিক্‌ল্যারেশান দিলে পরে সেগুলি এ্যাক্‌সেপ্ট করা হোত, এখন সে বিধান আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নানুসারে দেখা যায় যে একটা ডিক্‌ল্যারেশান দিতে হোত। তাহলে পরে একটা বিধান ছিল অতএব সেই বিধান এখনও বলবত আছে। তবে কতকগুলি মূল্য আছে যে মূল্যতে কাস্‌টম সেটা ধরতে পারে। যেমন একটা রেডিও যদি রাখা হয় তাহলে তার লাইসেন্স করাতে হয়, উইদআউট লাইসেন্স সেটা রাখা চলে না, তারপর সাইকেলও লাইসেন্স ছাড়া রাখা চলে না। অতএব এই সমস্ত কার্যাদি যদি না করেন তাহলে সেটা আটক রাখতে পারেন, এই আইন এখনও বলবত আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা উইদ আউট পাসপোর্ট, উইদ আউট মাইগ্রেশানে এসেছেন তারা কোথায় কোথায় অবস্থান করছেন এবং তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৯৬৫ ইং এপ্রিলের পর পাকিস্তান হইতে পাসপোর্ট সহ কোন উদ্বাস্তু এ রাজ্যে আসিয়াছে বলিয়া কোন খবর এই অফিসের জানা নাই। তবে পাসপোর্ট অথবা মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট ছাড়া ২০।৫।৬৭ ইং পর্যান্ত ৩৬৫৫ পরিবারে ১৯৫২৪ জন উদ্বাস্তু এ রাজ্যে আসিয়া পুনর্বাসন বিভাগে নাম রেজিষ্টারী করাইয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কিসের ভিত্তিতে তিনি এই সংবাদ পরিবেশন করলেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— নাম রেজিষ্টারী যে করে হচ্ছে তার ভিত্তিতেই বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, নাম রেজিষ্টারী কি শুধু আগরতলাই হয়, না প্রত্যেক সাবডিভিশানই থেকেই নাম রেজিষ্টারা করার বন্দোবস্ত আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রত্যেক জায়গা থেকেই নাম রেজিষ্টারী করতে পারেন এবং যাহারা নাম রেজিষ্টারী করছেন তাদের নামই আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী কি একথা স্বীকার করবেন নাম রেজিষ্টারী ছাড়াও বহু নূতন লোক আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তা থাকতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে খোঁজ খবর করা হবে কিনা কোথায় তারা বাস করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—যখনই দরকার হবে তখনই করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—সরকার কি এই সম্পর্কে খোঁজ খবর করার দরকার মনে করেন না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—খোঁজ খবর করা হয়, তবে যারা নাম রেজিষ্টারী করেছেন তাদের সম্বন্ধে করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সাবডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারের রিলিফ অফিসে নাম রেজিষ্টারী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বর্তমানে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে চান যারা স্বেচ্ছায় এসে তাদের নাম রেজিষ্টারী করাবে তাদের নাম রেজিষ্টারী করা হবে আর যারা স্বেচ্ছায় আসবে না তাদের নাম রেজিষ্টারী করা হবে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এমন কোন কথা বলা হচ্ছেনা। যাহারা আসেন তাহারাই প্রধানতঃ পেয়ে থাকেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে চান, যারা নাম রেজিষ্টারী করিয়েছে তারা ছাড়া আর নূতন কেউ নেই ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি।

Mr. Speaker :—Shri Sunil Ch. Dutta M. L. A.

Shri Sunil Ch. Dutta :— 254.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 254.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিগত ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ ইংরাজী সনে ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা কত ?	বিগত ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ ইংরাজী সনে ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৬৩ ইং	৫৭২৯ পরিবার।
১৯৬৪ ইং	২৪২৫১ ,,
১৯৬৫ ইং	২৫৩৪ ,,
১৯৬৬ ইং	২৮৬ ,,
মোট :—	৩২৮৪০ ,,

৭। চলিত ১৯৬৭ ইং সনে এ পর্যন্ত কত উদ্বাস্তু পরিবার ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে?	চলিত সনে (৩১. মে পর্যন্ত) ৯৫১টি উদ্বাস্তু পরিবার ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—১৯৬৩ সন হইতে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের সরকার থেকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৯৬৩ সন হইতে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত মোট ৩২৮৪০ পরিবারের মোট ১,৪১,১০৮ জন উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছে তন্মধ্যে ৪৭২৬ পরিবারে ২০৫৩১ জন উদ্বাস্তুকে ত্রিপুরার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে পুনর্বসতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বাকী ২৮১১৪ পরিবারের মধ্যে ১৫৯৯৭ পরিবার এখানে সম্পত্তি করিয়াছেন। ৮৫৭ পরিবার বিভিন্ন শিবিরে ও ১১৪৬০ পরিবার শিবিরের বাহিরে বাস করিতেছেন।

শিবিরে যাহারা বাস করিতেছেন তাহারা ভারত সরকারের অনুমোদিত হারে সাহায্য পাইতেছেন। যাহারা ১৯৬৭ ইংরাজী সনের ১লা জানুয়ারী মাস হইতে সম্পত্তি এখানে ক্রয় করিয়াছেন তাহারা বলদ ক্রয়ের জন্য পরিবার পিছু ৩০০ টাকা ঋণ এবং বীজ ধান ও সার ক্রয়ের জন্য ৭০ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন। যাহারা সম্পত্তি ক্রয় করেন নাই এবং যাহারা শিবিরেও বাস করিতেছেন না তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোন প্রকার সাহায্য পাইতেছেন না। এবং যাহারা ১৯৬৬ ইংরাজী সনে সম্পত্তি এখানে করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের জন্য কোন প্রকার ঋণ বা সাহায্য মঞ্জুর করেন নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—যে ৪৭ পরিবার বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হয়েছে সেটা কোন্ কোন্ প্রদেশে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : -মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ক্যাশ ডোল যে দেওয়া হয় সেটা পরিবার প্রতি অথবা লোক প্রতি কত টাকা দেওয়া হয় এবং এই ক্যাশ ডোল বাবদ কত টাকা কিংবা সরকার ব্যয় করিয়াছেন?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৭-৬৮ আর্থিক সন পর্যান্ত ক্যাশ ডোল বাবদ মোট ১১,৮৪,৪২৭ টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিনিময় করে এই রাজ্যে এসেছেন তাদের উদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য করা হয় কিনা? যদি করা হয়, তাহলে তাদের সংখ্যা এর মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাহারা এখানে সম্পত্তি করেন এবং তাদের নাম রেজিষ্টার করেন তারাই সেই অনুসারে গণ্য হবেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী : ১৯৬৪ ইংরাজীতে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে এবং যারা কৃষি ঋণ বা ক্যাটল লোন পাওয়ার জন্য দরখাস্ত অলরেডি অফিসে দিয়েছে তাদের ক্যাটল লোন দেওয়ার কোন সুবিধা আছে কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এর উত্তর আমি অলরেডি দিয়েছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোন রকম সাহায্য তারা পাচ্ছেন না। ১৯৬৩ সনে সম্পত্তি এখানে যারা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য কোন প্রকার ঋণ বা সাহায্য মঞ্জুর করেন নাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ঃ—১৯৬৪ ইংরেজীতে যে সকল উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন যাদের নাম রেজিষ্টারীভুক্ত করা হয়েছে এবং যারা আংশিক ক্যাটল লোন পেয়েছে এবং যারা পায় নাই তাদের পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি আগেই কত পরিবার এই লোন পাইয়াছে তাহাদের নাম বলিয়াছি। যাহারা ১৯৬৪ ইংরাজী সনে এখানে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহারা বলদ ক্রয়ের জন্য পরিবার পিছু ৩০০ টাকা ঋণ এবং বীজ ধান ও সার ক্রয়ের জন্য ৭০ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন। যাহারা সম্পত্তি এখানে করেন নাই এবং যারা শিবিরেও বাস করিতেছেন না তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোন প্রকার সাহায্য পাইতেছেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানে উদ্বাস্তু শিবির কয়টা আছে এবং কোন্ কোন্ বিভাগে আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—উদ্বাস্তু শিবির বর্তমানে আগরতলায় আছে এবং কুমারঘাটে একটা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন শিবিরে কতজন উদ্বাস্তু আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা, এম, এল. এ

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৮৯।

QUESTION	ANSWER
1. Procedure followed in regularising settlement operation in cases of lands of those migrants who exchanged properties with muslims who left Tripura during recent years.	The procedure followed in recording the transfer of lands is that on receipt of an application u/s 40 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 with a Court fee of Rs. 1.00 only from the immigrants mutation is granted on verification of necessary documents and physical possession and the records are corrected.

QUESTION	ANSWER
2. Whether this work of regularisation could be expedited and the cost involved could be reduced ?	Procedure for disposal of mutation cases is comparatively simple and only the minimum time required in following the provision of Section 40 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 and the Rules made thereunder is taken. Mutation involves a nominal cost in the form of a Court fee Stamp of Re 1/- only in each case as per provision of item 6 of Schedule V (part A) to the Tripura Land Reveuue & Land Reforms Rules, 1961. No further reduction of cost involved is possible under the Rules

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননায় মন্ত্রা মহোদয় কি বলতে পারেন, এক্সচেঞ্জ ডীড্‌স দিয়ে নামজারা করার কোন সুবিধা আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—Transfer of lands is that on receipt of an application under Section 40 of the Tripura Land Revenue Act therein.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরার সমস্ত রেকর্ডসগুলি আগরতলাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মঃফস্বলের সমস্ত নবাগতদের আগরতলায় এসে নামজারা করতে হয় অতএব এটা ব্যয়সাপেক্ষ এবং তারা যাতে তাড়াতাড়ি এবং কম খরচে নামজারী করতে পারে তার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকার অলরেডি অবস্থা বিবেচনায় ষ্ট্যাম্প ফী করেছেন এক টাকা। আগেই বলা হয়েছে যে এটা আর কমানো সম্ভব নয়। তবে এই যে কথাটা উনি বলেছেন, সেই সমস্ত জায়গাতে যারা ট্রান্সফার করছেন প্রোপার্টি, সেখানে যে লোক থাকেন, তারা সেই জায়গা থেকে সকও ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে যাতে সেটা হতে পারে তার বিধিব্যবস্থা করে থাকেন। অতএব সরকার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা .বলতে পারেন, সেটেল-মেন্টের যাবতীয় রেকর্ডসগুলি আগরতলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং নাম জারী যদি করতে যায় মফঃস্বলে সেটেলমেন্টের যে ষ্টাফ থাকে তাদের কাছে রেকর্ডগুলি থাকে না এবং স্বভাবতঃই আগরতলা তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আগরতলা না এসে স্থানীয় ভাবে নামজারী করার.ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কতকগুলি ষ্টেজ আছে, যখন স্থানীয় ব্যাপারে তদন্ত হবে সেখানে লেখা আছে—The viliage accountant within three months from the date of such acquisition and the village accountant shall give at once a written

acknowledgement in the prescribed form for such report to the person making it.

The village accountant shall enter the substance of every report made to him under sub-section (2) in the register of mutations and also make an entry therein respecting the acquisition of any right of the kind mentioned in sub-section (3) which he has reason to believe to have taken place and of which a report has not been made under the said sub-section and at the same time shall post up a complete copy of the entry in a conspicuous place in the village and shall give written intimation to all persons appearing from the record of rights or the register of mutations to be interested in the mutations and to any other person whom he has reason to believe to be interested therein.

Should any objection to an entry made under sub-section (3) in the register of mutations be made either orally or in writing to the village accountant, he shall enter the particulars of the objection in the register of disputed cases and shall at once give written acknowlengement in the prescribed form for the objection to the person making it.

The objections made under sub-section (4) shall be decided on the basis of possession by the competent authority and orders disposing of objections entered in the register or disputed cases shall be recorded in the register of mutations by the competent authority.

After the entries in the register of mutations have been tested and found correct, the entries shall be transferred to the record of rights and shall be certified by such officer as may be prescribed in this behalf.

The time required for disposal of mutation cases depends on the merits of each case i. e. in cases where there is no dispute these are disposed of earlier than those in respect of which there are disputes. Early disposal of the cases also depends on the timely appearance of the parties to the comptent authority with necessary documents.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, please lay your statement on the table of the House.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, সেটেলমেন্ট'এর যে সমস্ত কথা উনি বলেছেন, সেই ষ্টেজগুলি সমস্ত পার হয়ে গেছে এবং নবাগতদের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই বর্ত্তমানে তাদের পক্ষে নামজারা করতে গেলে তাদের আগরতলা দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এবং এর ফলে তাদের অনেক টাকা পয়সা ক্ষয় ক্ষতি হয়, একথা তিনি স্বীকার করেন কি না? জরীপের বিভিন্ন ষ্টেজের সময় তারা ছিল না এবং এর পর তারা এসেছে। ষ্টেজ বাই ষ্টেজ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

শ্রীএস. এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্নোত্তরে আগেই বলেছি যে আইনানুগ যাহা আছে তাহার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। যদি কোন ডিসপুট থাকে তাহা হইলে হায়ার অথারিটি আছেন, সেখানে তাকে যেতে হবে। অতএব মনে হয় মাননীয় সদস্য আইন কানুনের কোন বালাই আছে বলে মনে করেন না, চিন্তা করেন না বা জানেন না, সেই জন্যই বার বার একথাটা বলা হচ্ছে। আমি পড়েও শুনিয়েছি সেটা—যেখানে ডিসপুট থাকে সেখানে হ্যাচারেলি দরকার হলে তাকে সুপ্রীম কোর্টেও যেতে হতে পারে। রিট পিটিশান করতে পারে। এখন রিট পিটিশান করলে পরে আজ যদি তেলিয়ামুড়া এবং চড়িলাম এরিয়াতে যান তাহলে আমার আপত্তি নেই, উনি সেটা করতে পারেন। জুডিশ্যাল কোর্ট সুতারপারা বসান হবে সেটা আমি বলতে পারি না, It depends on the authority of the Court.

অতএব আমি সেই অনুসারে সমস্ত কথা বলেছি এবং বিশদভাবে বর্ণনা করেছি এবং উদ্বাস্তু ভাইয়েরা যারা আছেন তারা সেই ভাবে তা করিয়ে নিচ্ছেন। আমি যতটুকু জানি এই সম্বন্ধে, এই রকমের কোন কিছু অভিযোগ পাই নাই। যদি দরকার হয় সেটেলমেন্ট অফিসার ঘটনা স্থলে যেয়ে সেটা তিনি ডিসপোজড্ করেন।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ল্যাণ্ড রিফরমস এবং ল্যাণ্ড রেভেনিউ এ্যাক্ট অনুসারে কতজন ভিলেজ এ্যাকাউন্টটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আই ওয়ান্ট নোটীশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

প্রশ্ন—	উত্তর—
ক) গত ৬।৩।৬৭ তারিখে আগরতলা অরুন্ধুতি নগর পুলিশ লাইনে শ্রী হরেন্দ্র চৌধুরী নামক একজন আর্মড পুলিশ আত্মহত্যা করিয়াছেন কি ?	হ্যাঁ।
খ) যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, উহার কোন কারণ সরকার তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন কি ?	হ্যাঁ।
গ) ইহা কি সত্য যে উক্ত শ্রী চৌধুরীর বেতন সরকার কয়েকমাস আটক রাখায় তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয় ?	না।

প্রশ্ন	উত্তর
ঘ) যদি ইহা সত্য হয় তবে কি কারণে তাহার বেতন আটক রাখা হয় ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ঐ আর্মড পুলিশের স্ত্রী সরকারের নিকট কোন অভিযোগ করিয়াছেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন কর্তার প্রশ্ন হল—যে এই আত্ম হত্যা করিয়াছেন কি ? উত্তরে বলা হয়েছে—হাঁ। তারপর বলা হয়েছে যদি আত্ম হত্যা করিয়া থাকেন উহার কোন কারণ সরকার তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন কি ? তার উত্তরে বলা হয়েছে—হাঁ। ঘ) নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে বেতন আটক রাখা হয় নাই। তারপর এখন সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চানে উনি যা বলেছেন আমি বিশদভাবে তা এখানে জানিয়েছি। অতএব আরও যদি ফাদার ডিটেল্‌স জানতে চান তাহলে উনি জানতে পারেন।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন মিঃ চৌধুরীর স্ত্রী যদি কোন অভিযোগ করিয়া থাকেন, তার মর্ম কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— তার স্ত্রী কোন অভিযোগ করেছে বলে আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নিশিকান্ত সরকার।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

প্রশ্ন—	**উত্তর—**
১) সুখ সাগর জলায় মাতারবাড়ী (চন্দ্রপুর) মৌজার রিফিউজী কলোনীর রিফিউজীগণকে যে জমি এলটমেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ?	হাঁ।
২) যদি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পরচা পাওয়া গিয়াছে কিনা ?	হাঁ, যে সকল ক্ষেত্রে এলটিগণ পরচা নিতে চাহিয়াছে।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :— ইহা কি সত্য নহে যে মাতারবাড়ী কলোনীর এগারটি পরিবারকে সুখ সাগর জলায় জমি এ্যালটমেণ্ট করা হয়েছিল, তাহারা পরচা পায় নাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— প্রশ্নে বলা হয়েছে যে সুখ সাগর জলায় মাতারবাড়ী মৌজার রিফিউজী কলোনীর রিফিউজীগণকে যে জমি এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ? আমরা বলিয়াছি—হাঁ, বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন—যদি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পরচা পাওয়া গিয়াছে কিনা ? বলা হয়েছে—হাঁ। যে সকল ক্ষেত্রে এলটিগণ পরচা নিতে চাহিয়াছেন তাহারা পাইয়াছেন।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :— যাহারা পরচা নেন নাই, এখন পরচা পাবে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— পরচা নিতে গেলে তাদেরকে চার আনা দিতে হবে।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যদি পরচা হয়ে থাকে তাহলে চার আনা ফী লাগে। আর না হয়ে থাকলে চার আনা দিলে পরচা পাওয়া যাবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— পরচা হলেই পরচা পাবে, পরচা না থাকলে পরচা কোথা থেকে পাবে ?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট বর্তমানে কি ত্রিপুরায় বলবৎ আছে,	না।
খ) যদি উক্ত এ্যাক্ট বলবৎ না থাকে তাহা হইলে ত্রিপুরা হইতে পাকিস্থানে গরু, মহিষ ইত্যাদি পাচার করার অপরাধে ক্যাটল স্মাগলিং কেস্ হওয়ার কোন অন্তরায় ঘটবে কি, কোন আইনের	ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট বলবৎ না থাকায় অসুবিধা হইলেও ক্যাটল স্মাগলিং কেস্ হওয়ার অন্তরায় হয় নাই।
গ) বলবৎ না থাকার পর ক্যাটল স্মাগলিং কেস্ কোন আইনের কোন ধারায় কতগুলি কেস্ ত্রিপুরায় হইয়াছে এবং ফলাফল কি ?	ফৌজদারী কার্য বিধির ৫৪ ও ৫৫০ ধারা মতে কেস্ এর সংখ্যা ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ৫৪ ধারা হল সাসপেক্টেড পার্সনকে এ্যারেষ্ট করা আর ৫৫০ হল ষ্টোলেন প্রোপার্টিকে সীজ করা কিন্তু বিচার কোন ধারায় হয়, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—যখন চার্জ্জসীট হবে সেই সার্জ্জসীটের উপর বিচার'এর ধারা নির্ভর করবে। অতএব যখন পুলিশ যান, মানুষকে এ্যারেষ্ট করেন তখনই সাজা হয়ে যায় না। কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্যাটল স্মাগলারকে তারা ধরে এবং সেই ঘটনার উপর নির্ভর করে চার্জ্জসীট দেওয়া হয়। আমি আগেই বলেছি যে অসুবিধা আছে ঠিকই তবে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই যে কেস্ করা যায় না। কেস্ করা চলে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, আমি বলছি ৫৪ বা ৫৫০ সি, আর, পি, সি'তে কোন বিচার হয় না, বিচার কোন ধারায় হয়? আর যদি সার্জ্জসীট না এসে থাকে তা হলে দীর্ঘদিন'এর মধ্যে চার্জ্জসীট না আসার কারণ কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—সেটা তদন্তাধীন থাকে, আসামী কখনও পলায়িত থাকে, লুক্কায়িত থাকে, তাদের যাওয়া যায় না- অতএব চার্জ্জসীট হলে পরে তার উপর নির্ভর করে কেস্ করা চলে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ৫৪, ৫৫০ এইসব ধারায় চার্জ্জসীট দেওয়ার বিধান আছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—৫৪ ধারায় চার্জ্জসীট দেওয়া চলে। তবে অসুবিধা আমাদের বিরাট আছে জানি, সেটা জেনেই আমরা অগৌণে সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থে আইন আনার চেষ্টা করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দীর্ঘদিন এই ভেকুয়াম থাকার কারণ কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এ্যাসেম্বলীর সেশান ছিল না। একটা আইন ষ্টাট করতে হবে এবং সেই অনুসারে এক্সপার্ট সকে দেখিয়ে আমাদের তা করতে হয়। তারপর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদন লাগে এবং এই সমস্ত কার্যের জন্য এই বিরাট একটা গ্যাপ তৈরী হয়েছে, বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনস্বীকার্য।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তা হলে অবিলম্বে সেই আইন ত্রিপুরায় প্রযোজ্য হবে?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—অবিলম্বে সেই আইন আপনাদের সামনে উপস্থিত করব আপনাদের অনুমোদনেব পব আশা করি সেটা চালু করে ত্রিপুরার অসুবিধা যা আছে সেটা দূরীকরণ করতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কবে পর্যন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউর্নিটি এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে চালু ছিল?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আগেই বলা হয়েছে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সেটা ত্রিপুরায় বলবৎ নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কবে থেকে নাই?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—২৫শে জানুয়ারী ১৯৬৬।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে চান, এই এ্যাক্ট যখন বলবৎ ছিল, ত্রিপুরাতে কোন ক্যাটল স্মাগলিং হয় নাই?

Mr. Speaker :—Hon'ble Member Question Hour is over. There is one Unstarred Question—Question No. 224 asked by Shri Monoranjan Nath, M. L. A. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the unstarred Question.

(Replies to the starred & unstarred questions are shown in Apendix 'A' & 'B')

CALLING ATTENTION

I have recived Calling Attention Notice from Shri Abhiram Deb Barma M. L A. on the subject—গত ১১ই জুন ধর্ম্মনগর শহরে ডাঃ পি, বি, রায়ের অর্ধ নির্মিত একটি দেয়াল চাপা পড়িয়া তিনজন শ্রমজীবি নরনারীর মৃত্যু ও বহুলোকের জখম হওয়ার মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Abhiram Deb Barma to-day. Shri Abhiram Deb Barma will now please read his Calling Attention, Notice.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ফুডের উপর আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে নোটীশে জানিয়ে দেন যে সেটা ডিস্ এলাউ করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হল ...

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, I have already given my ruling.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— ইয়েস ইয়েস, আপনার রুলিং আমি পেয়েছি, সেইজন্যই বলতে চাই যে ত্রিপুরার মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চাউলের দাম আজকে ১১০ টাকা থেকে ১১৫ টাকার উর্দ্ধে উঠে গেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের অনশনে মৃত্যু ঘটছে অথচ এই এ্যাসেমলীর মধ্যে এই মোশান মুভ করতে দেবেন না...

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— On point of order Sir, when the Speaker has given his ruling on specific question, no Member can raise any other point at that time. So I would request Sir, not to record all these discussions into the proceedings of the House.

(Interruption)

Mr. Speaker :— That is unmannerly conduct on the part of a Member to stand on the desk. I would request the Hon'ble Member to take his sit.

(Interruption)

Mr. Speaker :— The House is adjourned for five minutes.

12-15 (after five minutes' adjournment).

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notice from Shri Abhiram Deb Barma, M. L A. on the subject—

'গত ১১ই জুন ধর্ম্মনগর শহরে ডাঃ পি, বি, রায়ের অর্দ্ধ নির্মিত একটি দেয়াল চাপা পড়িয়া তিনজন শ্রমজীবী নরনারীর মৃত্যু ও বহু লোকের জখম হওয়ার মর্মান্তিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে ।'

I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Minister will make a statement on Friday next.

INTIMATION REGARDING PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILL.

Mr. Speaker:— The Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967) received the Assent of the President on the 9th May, 1967.

This is for information of all Members.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :— I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 26th June, 1967.

I call on Shri Monoranjan Nath designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Monoranjan Nath, Dy. Speaker : – Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker :— The question before the House is that—

"This House agrees to the allocation of time proposed by the Committee."

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker :— I think Ayes have it. Ayes have is, Ayes have it.

The Motion in carried.

Laying on the table of the House.

Mr. Speaker : - Next item in the List af Business is laying of the following rules on the Table of the House.

i) The Tripura Tourist Vehicles Rules, 1967 ; and

ii) The Tripura Khadi & Village Industries Board Rules, 1967 were laid on the Table of the House in the last Session and these will remain laid on the Table as follows :—

i) The Tripura Tourist Vehicles Rules 1967—6 days.

ii) The Tripura Khadi Village Industries Board Rules 1967—13 days.

This is for information of all the Members.

IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE HOUSE ON THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES ADMINISTRATION OF ADMONITION TO SHRI BIRESH CHAKRABORTY, EDITOR 'TRIPURA WEEKLY'

Mr. Speaker :—It is now 12-20, I have been informed by the Secretary that Shri Biresh Chakraborty, Editor. 'Tripura Weekly' is present. I shall now ask Marshal to bring Shri Chakraborty to the Bar of the House. After presenting Shri Chakraborty to the Bar, Marshal will take the Mace and then stand there with Shri Chakraborty on his left with the Mace in his shoulder.

(Shri Chakraborty has presented himself in person in the Bar of the House).

Mr. Speaker :– Shri Biresh Chakraborty, the House has adjudged you guilty of committing a gross breach of privileges of the House, the Speaker and the Members of the Tripura Legislative Assembly for publishing in the issue dated the 14th July, 1965 of the 'Tripura Weekly' of which you are the Editor, a libellous despatch, under the heading "BIDHAN SABHAR BARSHA ADHIBESHAN" That despatch, in its tenor and content cast reflections on this House, the Speaker and the Members of the House. As Editor, you had a high responsibility to exercise utmost caution and discretion in commenting on the speech and conduct of the Hon'ble Members of the House in their capacity as such, yet you published words calculated to bring the House, the Speaker and the Members into odium, contempt and redicule. In the name of the House, I accordingly admonish you for committing a gross breach of Privilege and contempt of the House. I now direct you to withdraw".

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কিছু না বলেই চলে গেলেন।

Mr. Speaker :—He has departed according to procedure of the House.

Shri Tarit Mohan Das Gupta : --He has nothing to say because he has been admonished.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is private Members' Resolution. I would call on Shri Nishi Kanta Sarkar to move his Resolution that—

"এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে নির্দ্দেশ দিতেছে যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার উৎপাদক ও অনুৎপাদক রায়তদের ভূমিরাজস্ব ১৯৬১ ইং সন পর্য্যন্ত মকুব করা হউক"।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজল্যুশান হচ্ছে "এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে নির্দ্দেশ দিতেছে যে, ত্রিপুরার বর্ত্তমান দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার উৎপাদক ও অনুৎপাদক রায়তদের ভূমি রাজস্ব ১৯৬১ ইং সন পর্য্যন্ত মকুব করা হউক।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় আমি যে রিজল্যুশান এনেছি তার পক্ষে আমি দুই একটি আবেদন রাখছি। প্রথম হল আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জিনিষপত্রের দামের কথা চিন্তা করে এবং তাছাড়া এখান থেকে যারা চলে গেছে তারা খাজনা অনেক বাকী রেখে গেছে আর যারা এখানে নুতন করে আসছে পাকিস্তান থেকে তারা খুব অল্প সম্পত্তি নিয়েই এখানে আসছে।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member I have also received an amendment from Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. on the Resolution

মিঃ স্পীকার :— that প্রস্তাবের দ্বিতীয় লাইনের 'পরিপ্রেক্ষিতের পর বাকী অংশ বাদ দিয়া নিম্নলিখিত অংশ জুড়িয়া দিতে হইবে।

(ক) ত্রিপুরার রায়তদের গরীব অংশের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হউক।

(খ) রায়তদের অন্যান্য রাজস্বের হার বর্ত্তমান হারের অর্দ্ধেক করা হউক।

(গ) ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত সকল রায়তদের বকেয়া ভূমি রাজস্ব সম্পূর্ণ মকুব করা হউক।

I have given consent to the amendement to be moved. Hon'ble Member, you may please continue your speach.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি খাজানা মকুবের জন্য যে হাউসের সামনে প্রস্তাবটি রাখছি তার কারণ হল এই যে যারা উৎপাদক তাদের বেলায় আমরা দেখছি যে যারা এখানে পাকিস্তান থেকে আসছে তারা খুব কম সম্পত্তি ও—চার পাচকানি করে জমি—

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—On point of order—
মেইন রিজল্যুশান মোভ করার পর এ্যামেণ্ডমেন্ট মোভ করা হবে স্যার।

Mr. Speaker :—Yes, he has already moved his resolution.

Shri P. R. Das Gupta :—Yes, but he can not deliver any speach because there is an amendment.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় প্রপার প্রসিডিউর হবে এই, যে এমেণ্ডমেন্ট যদি থাকে, ওরিজিন্যাল রিজলিউশান মোভ করার পর, যিনি এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন, তাঁর ডিউ বক্তৃতার সময় তিনি তাঁর এমেণ্ডমেন্ট মোভ করবেন এবং তারপর both the resolution and the amendment will be discussed together · যখন নাকি ভোটের সময় আসবে তখন এ্যামেণ্ডমেন্ট'এর উপর প্রথম ভোট হবে তারপর মেইন রিজল্যুশানরে উপর ভোট নেওয়া হবে, এটাই হবে প্রসিডিওর। কারণ মেইন রিজল্যুশানটা যদি ফ্ললি মোভ না হয়, তার উপর ডিসকাশান না হয় তাহলে এ্যমেণ্ডমেন্ট তার পার্ট হতে পারে না।

Mr. Speaker :—Yes, I think, we are following the same procedure আমরা তাই ফলো করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের মধ্যে যেটা বরাবর চলে আসছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে রিজল্যুশান মোভ করা হয় তারপর যদি এ্যামেণ্ডমেন্ট থাকে তাহলে এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর ডিসকাশান হয় তারপর এ্যমেণ্ডমেন্ট যখন নষ্ট হয় তখন মেইন রিজল্যুশান আসে। এ্যামেণ্ডমেন্ট যদি থাকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। এই হচ্ছে প্রসিডিউর।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রিজল্যুশান মোভ করব অথচ আমি বক্তৃতা দিতে পারব না, এটার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

Whenever I have to move the resolution, I have got the authority to deliver speech on it. I cannot understand what would be the meaning of moving of the resolution without speech.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, রিজল্যুশানটা হাউসে পড়লে পরেই, এ্যামেণ্ডমেন্টের যে প্রস্তাবক তিনি তার এ্যামেণ্ডমেন্টটা পড়বেন অর্থাৎ হাউসে মোভ করবেন, তারপর এর উপর ডিসকাশন চলতে পারে।

Mr. Speaker ;—Discussion on both the resolution and the amendment will be taken into together, of course we have to put to vote the amendment first.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—He will first move the resolution then the amendment and then the speech. That would be the procedure.

Mr. speaker :—He will move his resolution and speak.

Shri S. L. Singh :— Without speech, how one Member can move the resolution ?

Shri P. R. Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, আমাদের House 'এ practicc ছিল সেটা হচ্ছে page 22, Rule 76. After a resolution has been moved, any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution.

Mr. Speaker :—Without speech resolution can not be moved.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—হাউসের মধ্যে প্রস্তাবটা পড়ে দেওয়া মানেই হল মোভ করা। তারপর সঙ্গে সঙ্গে এ্যামেণ্ডমেন্ট মোভ করা হবে। ডিসকাশান তারপর এক সঙ্গে হবে।

Mr. Speaker :—I have allowed the Mover of the resolution to speak on his resolution, That is my rulıng.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরায় খাজানা মুকুবের জন্য যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখছি তার পক্ষে দুই একটি বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ যারা এই রাজ্য থেকে অন্য রাষ্টে চলে গেছে তারা অনেক খাজনা বাকী রেখে গেছে। তারপর যারা এখানে আসছে তারা খুব কম পরিমাণ জমি পেয়েছে। তারা দুই চার কানি জমির উপর নির্ভর করে তাদের পরিবার চালাচ্ছে এবং বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তার উপর জিনিষ পত্রের দাম, মজুরের দাম, কৃষি যন্ত্রপাতির দাম, প্রত্যেকটা জিনিষের দাম তাদের ক্রয় ক্ষমতার অনেক উর্দ্ধে চলে গেছে। যে ফসল তারা পায় বা আশা করে, অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি প্রায় বছরই তাদের দুই তিনটি ফসলেব মধ্যে তারা হয়তো ভালভাবে একটা ফসলও তুলতে পারে না। তা ছাড়া ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে তাদের যে গরু, বিভিন্ন জিনিষপত্র কেনার দরকার হয়, এই অল্প সম্পত্তির উপর নির্ভর করে সেটা কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, মহাজনের কাছে তাদের যেতে হয়, তাতে মোটা টাকা সেখানে সুদ দিতে হয়, তা ছাড়া খাজানাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্ত্তমানে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাজনা মকুব করা সমীচীন মনে করি। কেন না গরু বা সম্পত্তি মহাজনের কাছে বিক্রী করে খাজনা দেওয়া তাদের খুবই কষ্টদায়ক, এই জন্যই আমি এখানে আবেদন রাখছি যাতে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত খাজনা মকুব করা হয়। আরেকটা আবেদন হচ্ছে এই যে যারা কৃষক আছে তারাত আছেই। যারা কৃষক নয়, অনুৎ-পাদক শ্রমিক, চাকুরী জীবি তারাও এই দ্রব্যমূল্যের দিনে নিজের পরিবার পোষণ করা বা রক্ষা করা তা করে, খাজনা যদি তাদের দিতে হয়, তাহলে তাদের বেশী সুদে; আমি দেখেছি কর্জ্জ করে টাকা এনে তা দিতে হয়, তা না হলে পরিবার প্রতিপালন করে খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠে। কাজেই আজকে আবেদন রাখছি যে কৃষককুল এবং কৃষক শ্রমিক, চাকুরী জীবিকে অন্ততঃ খাজনা মকুব করে দিলে পরে তারা অন্ততঃ সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবে। আমি দেখেছি যে খাজানা দেওয়ার বেলায় সংশিদ হচ্ছে, নালিশ হচ্ছে, কুরুপ হচ্ছে, কিস্তি হচ্ছে, কিছুতেই একটা না একটা কিছু বিক্রী না করে খাজনা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই হাউসের সামনে নজির রাখছি অন্যান্য রাজ্যে আমি শুনেছি এই দুর্দিনে খাজনা মকুব করে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার বেলায়ও আমি বলব যে বিভিন্ন দিক দিয়ে, অনাবৃষ্টি,

অতিবৃষ্টি, জিনিষপত্রের দাম, চতুর্দিক দিয়ে যে ভাবে ত্রিপুরার জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, তাতে আমি মনে করি অন্ততঃ ১৯৬৭ সন পর্যন্ত যদি তারা খাজনা মকুব পায়, তাহলে কিছুটা সোয়াস্তির নিশ্বাস তারা ফেলবে। আমি হাউসের কাছে আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমি যে রিজল্যুশানের পক্ষে দুই একটি যুক্তি দেখিয়েছি, তারা যেন এটা বিবেচনা করেন এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Is there any other member willing to participate in the discussion ? Now I call on Shri Bidya Chandra Deb Barma to move his amendment.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিজল্যুশানের উপর আমি একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে—

'প্রস্তাবের দ্বিতীয় লাইনের 'পরিপ্রেক্ষিতের পর বাকী অংশ বাদ দিয়া নিম্ন লিখিত অংশ জুড়িয়া দিতে হইবে।

ক) ত্রিপুরার রায়তদের গরীব অংশের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হউক।

খ) রায়তদের অন্যান্য রাজস্বের হার বর্ত্তমান হারের অর্দ্ধেক করা হউক,

গ) ১৯৬৭ সাল পর্যান্ত সকল রায়তদের বকেয়া ভূমি রাজস্ব সম্পূর্ণ মকুব করা হউক।'

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাবটি এনেছি এই কারণে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য একটা বিরাট দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করেছে, তার উপর যদি বকেয়া খাজনা দিতে হয়, তাহলে গরীব রায়তদের উপর একটা বিরাট চাপের সৃষ্টি হবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় বোধ হয় জানেন যে গত সেশানে ১২ হাজার পিটিশান এই রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং বকেয়া খাজনা মকুব করার জন্য সাবমিট করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে আমরা জানিনা। আমরা শুধু পিটিশানই করি নাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সভা সমিতির মারফতও আমরা একই দাবী সেখানে করেছি। কিন্তু এই রাজস্বের হার কমানোত দূরের কথা উপরন্তু নজরানা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এটা কারা করেছে, এটা করেছে দুর্নীতিপরায়ণ এক শ্রেণীর আমলা দ্বারা পরিচালিত সরকার ভূমি রাজস্ব আইন করে ভূমিব খাজনা ইত্যাদি বৃদ্ধি করেছেন। আমরা চতুর্থ নির্ব্বাচনের পর দেখছি যে আটটি কংগ্রেস বিরোধি রাজ্য গঠিত হয়েছে এবং সেখানে খাজনা মকুব করার জন্য তারা প্রস্তাব নিয়েছেন এবং পার্লামেন্টেও সাত দিন ব্যাপী তারা মিটিং করেছেন এবং এই ভূমি সংস্কার আইন পরিবর্ত্তন করার জন্য এবং বকেয়া খাজনা মকুব করার জন্য প্রস্তাব নিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরার বেলায়ও আমরা দেখছি যে এই প্রস্তাবটা যিনি এনেছেন তিনিও একজন কংগ্রেস সদস্য, তিনি যে এই জিনিষটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তার জন্য একটা রিজল্যুশান এখানে উত্থাপন করেছেন তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত এবং এই জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই প্রস্তাবটা বিধান সভার কংগ্রেস নেতারা কতটকু কার্য্যকরী করবেন সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে আমার যতটকু মনে হয় আজকে বৃদ্ধি খাজনা, নজরানা এবং রাজস্ব মকুব করা দরকার। শুধু বকেয়া খাজনা মকুব করাই নয়, যাদের বাৎসরিক আয় তিন

হাজারের নীচে তাদের অন্ততঃ খাজনা থেকে রেহাই দেওয়া প্রয়োজন। আজকে এই দুর্দিনের দিনে, সংকটের দিনে যদি খাজনা আদায় করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে নিশ্চিত জানবেন যে কৃষক বিদ্রোহ লেগে যাবে। সেই দিক দিয়ে কৃষকরা যাতে বিদ্রোহ না করে এই জন্য আমার সংশোধিত প্রস্তাব এখানে রাখছি, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—It has already been decided that discussion on both resolution and the amendment will go together. The Members willing to participate in the discussion will please give their names.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিবাবু যে বেসরকারী প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এই প্রস্তাব বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থার সংগে সম্পূর্ণ সংগতি রেখেই এখানে তিনি উপস্থিত করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে খাদ্যসংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি উর্ধগতিতে এগিয়ে চলছে তাতে কৃষকরা আজকে নিজেদের উৎপাদন দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথ দেখছে না। বিভিন্ন চাপের মধ্যে পড়ে আজকে কৃষককুল একটা সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে কৃষককুল, রায়তরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে। আজকে কংগ্রেস সদস্য হয়েও এখানে দেশের বর্তমান অবস্থায় গরীব কৃষক জনসাধারণের দুর্দিনে তিনি যে আশার বাণী এখানে উপস্থিত করেছেন, তার জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে তিনি কংগ্রেস সদস্য হয়েও আজকে জনসাধারণের এই দুঃখ দুর্দশার কথা অনুভব করতে পেরেছেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা এখানে একথাই প্রমাণ হয়ে যায় যে এখানকার কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সমাজ দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। দুর্বল হয়ে পড়ছে এই কারণে যে খাজনার হার রায়তদের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। দেশের এই সংকট মুহূর্তে বর্ধিত হারে খাজনা দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সাবডিভিশানের দিকে যদি তাকাই তাহলে পরে আমরা দেখি যে ১০ টাকার নীচে চাউল আজকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সব জায়গা আছে যে টাকা দিয়েও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আজকে গরীব কৃষকরা যে তাদের জমিতে ফসল উৎপাদন করে জীবিকার পথ করে নেবে এমন কোন অবস্থাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই আজকে এই দুর্দিনে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে সংগতি রেখে মাননীয় সদস্য নিশিবাবু যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাবাবু এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে আমি একথা বলতে চাই যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের রায়তদের যদি সর্বাংগীন উন্নতির কথা আমরা চিন্তা করি, তাদের জমিতে ফসল ফলাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি আমরা করতে চাই এবং আজকে এই উর্ধগতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে তাদেরকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে পরে তাদের খাজনা মকুব করা দরকার এবং তাদের অন্যান্য সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের বাঁচান দরকার। তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সমাজ বাঁচার তাগিদকে সামনে রেখে না খেয়ে আজকে মরবে না, আজকে তারা চাইবে বাঁচতে। এই অবস্থা যদি আমরা অনুভব না করতে পারি, তাহলে পরে কৃষককুল সংগ্রাম করার জন্য এগিয়ে আসবে, সেই দিক থেকে হাউসের চিন্তা করা দরকার। সকলেই আজকে বাঁচতে চায়। আজকে এই দুর্দিনে মানুষ

তিলে তিলে না খেয়ে মরতে চায় না। কাজেই আজকের এই প্রস্তাব, বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের কৃষক জনসাধারণ দ্রব্যমূল্যের চাপে পড়ে, খাজনার চাপে পড়ে নিশ্চিহ্নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, যাতে নিশিবাবুর বেসরকারী প্রস্তাব এবং তার উপর যে বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা যাতে পাশ হয়ে যায়, তার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Any member from right ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ভূমি রাজস্ব মকুবের জন্য, যে রিজলুশান হাউসের সামনে রেখেছেন এবং তার উপর যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে সেটা সম্বন্ধে এবং খাজনা মকুব সম্বন্ধে, ভূমি রাজস্ব মকুব সম্বন্ধে আমি হাউসের অবগতির জন্যে দু'একটি কথা এখানে বলব। সমস্ত লোকেরই ভূমি রাজস্ব মকুব করা চলে না। কারণ যারা বড়লোক আছেন তাদের খাজনা মকুব করার কোন অর্থ হয় না। অতএব কাদের ক্ষেত্রে আমরা খাজনা মকুব করব এবং কতটুকু জমির হোল্ডিং পর্য্যন্ত আমরা খাজনা মকুব করব সেটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। তারপর বর্তমানে আমাদের ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত যে এরিয়ার্স আছে, তৌজি রেজিষ্টারী হওয়ার সাথে সাথে আমরা তা পেয়েছি। তার পরিমাণ হচ্ছে ২৮লক্ষ ৪৮ হাজার ৭ শত ৫৬ টাকা। তারপর আমরা দেখব তৌজি প্রত্যেক জায়গায় এখনও তৈরী হয় নি। তারপর দেখব নিউ যে টেক্সেশন, নতুন ভাবে settlement operation হওয়ার পর যেখানে আমরা ল্যাণ্ড এলট করে দিয়েছি সেই সমস্ত জায়গাতে এখনও আমরা এসেস করতে পারিনি সেই এরিয়ার্স। তারপর আর একটা সংখ্যা আছে যারা জিরাতিয়া প্রজা। তাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিউজ আছে। অতএব এসবগুলিকে আমাদের চোখের সামনে রেখে ঠিক করতে হবে যে আমরা কাদের খাজনা মকুব করব। তারপর এখানে বলতে গিয়ে যারা স্কেয়ার্সিটির কথা বলেছেন, স্কেয়ার্সিটি বাস্তবিকই ত্রিপুরায় আছে সেটা অনস্বীকার্য্য। তবে কতকগুলি পকেটস আছে যদি আম কাঠাল না থাকত তা হলে বলার কথা ছিল, কিন্তু সেই সব জায়গাতেও ৬০, ৮০, ৯০, টাকা করে চাউল পাওয়া যায় এবং তার সাথে সাথে রেশন দেওয়া হচ্ছে, যে রেশান ভারতবর্ষের কোন জায়গাতে পরিচালিত নাই। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা এখানে বলা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা এবং পশ্চিম বাংলার চাউলের অবস্থা, ধানের অবস্থা চিন্তা করতে বলব। চারটি জায়গাতে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং তারজন্য তারা এ্যাপীল করেছেন মানুষের কাছে। অতএব মানুষ সেখানে দুঃখেই আছে। কেবল তাই নয়, আমাদের ভূমি রাজস্ব আইনের প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি বলছি যে বাংলা দেশে এখনও বর্গাদারদের কোন রাইট দেওয়া হয় নাই, তারা এখনও চিন্তা করছে বর্গাদারকে রাইট দেওয়া হবে কি না। কিন্তু ত্রিপুরার বর্গাদারকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রথম কাজ খোয়াই থেকে সুরু হয়েছে এবং সেইভাবে ত্রিপুরার প্রত্যেক বর্গাদারকে সেই রাইট দেওয়া হয়েছে সেই সার্ভে সেটেলমেণ্ট এবং রেভিন্যু ডিপার্টমেণ্টের মধ্য দিয়ে, ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সরকার তা করেছে। সেই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য, সেই কাজকে ঠিক ঠিক ভাবে এক্সিকিউট করার জন্য আমি হাউসের প্রত্যেকের সহানুভূতি চাইব, যাতে টিলার্স'রা ওনার হতে পারে

অব দি ল্যাণ্ড। আরেকটা কথা হচ্ছে যেখানে সাইক্লোন হয়েছে আমরা সেখানে গ্রেটিউটাস রিলিফ এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু করেছি। এই সমস্ত কারণ দেখিয়েই আমি মুভার অব দি রিজল্যুশান যিনি, তার কাছে আবেদন করছি এবং হাউসকে আমি এ্যাসিউর করছি যে, suspension of land revenue is under our active consideration and it would be made after regularisation of all those things. Afterwards we should decide. মকুব কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা করব। এই বলেই আমি মুভার অব দি রিজল্যুশান যিনি, তাকে অনুরোধ করব এই এ্যাসিউরেন্সের পর mover of the Resolution will kindly withdraw his resolution.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যে প্রস্তাব এখানে হাউসের সামনে এসেছে, তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেব বর্ম্মার যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে আছে, এটাকে আমি সমর্থন করব। কারণ ত্রিপুরা হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষির উপরই আমাদের সমস্ত অর্থ নৈতিক অবস্থা নির্ভর করছে। সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন দিক যদি আমরা চিন্তা করি তা হলে আমরা দেখি যে ত্রিপুরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীন অনেক দিন আগেই হয়েছে। পাকিস্তান হিন্দুস্থান হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে একটা স্থিতিশীল অবস্থা এসে গেছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে লোক সমাগম অর্থাৎ আসা যাওয়া লেগেই আছে। একটা স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে আসতে পারছে না যার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে উৎপাদক যারা মুসলমান ছিল তারা পাকিস্তান চলে গেছে। নতুন যারা আসছে তারা নিশ্চয়ই কৃষক। কিন্তু যারা চলে গেছেন তারা স্থানীয় লোক। আর যারা নূতন করে আসছেন, হঠাৎ করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এসে এ জায়গার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সেই ভাবে খাপ খাইয়ে উঠা, বীজের ধান নাই, বলদ নাই, লাঙ্গল নাই, কোন ক্ষেতের মধ্যে কোন ফসল দিলে ভাল হবে, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতেও তাদের অনেক সময় লাগে। কাজেই সেই দিকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার কৃষি বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পূর্ব্বে ত্রিপুরায় যে ফসল উৎপন্ন হত, আগে যে রকম প্রডাকশান হত সেই পরিমাণ এখন হচ্ছে না। সংখ্যা দিয়ে হয়ত অনেকে বলতে পারেন যে অনেক জমি রিক্লামেশান হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে। কার্যতঃ বাস্তবের মধ্যে যদি আমরা যাই তা হলে দেখব যে পূর্ব্বে যে পরিমাণ কর্ষণ যোগ্য জমি ছিল, সেই জমিতে যে পরিমাণ প্রডাকশান হত, আজকে সামগ্রিকভাবে তার তুলনায় ভূমির পরিমাণ বাড়লেও সেই রকমভাবে প্রডাকশান বাড়ে নাই। অর্থাৎ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আগে ত্রিপুরাতে খাদ্যের উৎপাদন যে পরিমাণ হত আজকে সেই জমির যে উৎপাদন শক্তি, অনেকাংশে তা কমে গেছে। সেই দিকে চিন্তা করা দরকার। কাজেই আজকে সমস্ত দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে, লোক আসা যাওয়াত লেগেই আছে তদুপরি এমন কোন একটা বছর বাদ যায় না যে ফ্লাড বা সাইক্লোনে আমাদের ফসল নষ্ট হয় না। ইদানীং কিছুদিন আগেও যে রকম খরা অর্থাৎ কড়া রৌদ্র দেখা দিয়েছিল তাতে আমাদের সমস্ত আউস ফসল ভাল হবার কথা, সেই ফসল টিলা বা লো ল্যাণ্ড যেখানে

জল পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত জায়গার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি ফসল বাড়াতে হয় তা হলে কৃষকদের আমাদের সাহায্য করা দরকার। চীফ মিনিষ্টার অজুহাতের ফাঁক সৃষ্টি করেন যাতে কিছু না দিয়ে পারা যায়। কারণ খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা এখন উনার নাই। কাজেই উনার বক্তব্য হচ্ছে যার এক কাণি জমিও আছে তাকে রেশান দেওয়া হবে না অর্থাৎ গোয়ার্ত্তুমি কথা। ইকে চাউল নাই, সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষমতা নাই অতএব দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এইসব অজুহাত তিনি সৃষ্টি করেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যাদের চার পাঁচ কাণি জমি আছে সেই জমিতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হত, তা দিয়ে তাদের খাওয়া এবং আনুসঙ্গিক জিনিষ পত্র ক্রয় করে সংসারের খরচ পত্র তারা চালাতে পারত। কিন্তু বর্ত্তমানে আর সেই অবস্থা নাই। জমির ফার্টিলিটি অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি অনেকাংশে কমে গেছে। যদিও সরকারী প্রচেষ্টায় ছোট ছোট বাধ এর মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়, কিন্তু কার্যতঃ ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে না।

Mr. Speaker :-- . The House stands adjourned till 2 P.M. The Member Speaking will have the floor.

2-00 p. m.

Mr. Speaker : – Hon'ble member, Shri Aghore Deb Barma, M. L. A, may continue his speech.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার সামগ্রীক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে resolution এখানে move করা হয়েছে এবং তার উপরে যে amendment রাখা হয়েছে আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। কারণ ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদনকে যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহলে আমাদের কৃষকদের জন্য একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। সেদিক দিয়ে তাদেরে যদি আজকে ঋণগ্রস্ত করে রাখা হয় তাহলে কৃষকদের ইচ্ছা থাকলেও খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। কাজেই আজকে শুধু তাই নয়, যদিও ত্রিপুরাতে বিভিন্ন বাঁধ ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা সত্বেও আমরা বিভিন্ন এলাকার মধ্যে দেখতে পাই যে Flood এর ফলে বিরাট জমির অংশ জলমগ্ন হয়ে ধান ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। ইহা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটা স্বাভাবিক অবস্থা। যেমন বিশালগড়ের দক্ষিণে দুর্গানগরের পড়িমা নদীর মুখ থেকে জল সরানোর রাস্তাটা বড় করার জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই হচ্ছে না। কিছুদিন আগে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল তাতে দুর্গানগরের বিরাট এলাকা এবং লালসিংমুড়ার উত্তর অংশের বহু জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে আউস ফসলের সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি হয়েছে। কৃষকগণ বহু কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু কোন বৎসর আউস ফসল নষ্ট হয়, কোন বৎসর আমন ফসল নষ্ট হয়। এভাবে বৎসরের পর বৎসর তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ খাজানা আদায় আমাদের regular-ই চলছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। যেখানে ফসলই হয় না, ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনাগুলি মকুব করার প্রশ্ন আছে। এগুলি বিচার বিবেচনা করা দরকার। আর ত্রিপুরার মধ্যে কৃষকদের যে অর্থনৈতিক সংকট

চলছে তাতে বর্ত্তমানে শুধু চাউল নয়, অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস পত্রের দাম যে ভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে তা কিনে ব্যবহার করার মত ক্ষমতা কৃষকদের নাই। অর্থাৎ কোন রকমে যেন তারা বেঁচে আছে। একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে কৃষক হচ্ছে জাতীর জীবনের মেরুদণ্ড। আমাদের সমস্ত জাতীর অগ্রগতি, উন্নতি বা দেশের অগ্রগতি, উন্নতি সমস্ত কিছু কৃষকের উপর নির্ভর করছে। সেই দিক দিয়ে আজকে যদি কৃষককে সাহায্য করতে হয়, যে অবস্থার ফলে বছরের পর বছর তাদের খাজনা জমে গেছে বা ইচ্ছা করলেও দিতে পারছে না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার যদি শুধু আইনের দোহাই দিয়ে তাদেরকে ক্রোক পরোয়ানা নোটিশ জারি করতে থাকেন তাহলে কৃষকদের জীবনে আরো দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। এই সমস্ত কার্য্যকলাপের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। একে তো যে রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি এই অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ শুকনো ঘরের মধ্যে না ঘরের মধ্যে আগুন দিলে যে অবস্থা হয় ঠিক অনুরূপ অবস্থাই হবে। কৃষকরা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। কাজেই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে অন্ততঃ এই সময়টাতে বকেয়া খাজনা মকুব করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। কাজেই যিনি এই প্রস্তাব move করেছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারন ওনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কৃষকদের বকেয়া খাজনার যে বোঝা সেটা যদি আমরা না কমাতে পারি তাহলে তারা খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে উৎসাহিত হবে না। তাদের ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় তারা খাজনা দিতে পারছে না। খাজনা দিতে ইচ্ছা নেই এমন কেউ নাই, সবাই দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে তারা বছরের পর বছর খাজানা জমাতে বাধ্য হয়। কাজেই সেদিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে অন্ততঃ বকেয়া খাজানা, প্রস্তাবে যে সন পর্য্যন্ত উল্লেখ করা আছে সেই সন পর্য্যন্ত বকেয়া মকুব করে দেওয়া দরকার। আর একটি বিষয় এখানে সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে আছে যার amendment এখানে এসেছে অর্থাৎ ত্রিপুরার রায়তদের গরীব অংশের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হউক। অর্থাৎ আজকে একথা অনস্বীকার্য্য যে ত্রিপুরাতে গরীবের সংখ্যাই বেশী। ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্যে যদি আমরা গুনতে যাই বা কেটাগরী হিসাবে ভাগ করতে যাই তাহলে বড় জোতদার ৫০০ শতের বেশী হবে না। কাজেই বাকী large number কৃষক যারা তারা হলো গরীব কৃষক। এই গরীব কৃষক হচ্ছে আমাদের দেশের এবং জাতীর মেরুদণ্ড। তাদের উপরই আমাদের জাতীর সমস্ত কিছু বা সমাজের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। আজকে হয়তো অনেক কথাই বলা যায় যে তাদের পাঁচকানি করে জমি আছে, তাদেরকে রেশনে আমরা চাউল দিবনা ইত্যাদি অনেক সময় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। কারণ এই পাঁচকাণি জমির উপরেই তাদের সংসারের সমস্ত কিছু নির্ভর করে। দৈনন্দিন নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ থেকে আরম্ভ করে বিবাহ, শ্রাদ্ধ শান্তি, তীর্থ সমস্ত কিছু নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, আজকে তারা এই পাঁচকাণি জমির উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারছে না। কাজেই আজকে খাজনা দেওয়াটাই তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই পাঁচকাণি জমি দিয়ে সব কিছু সম্ভব হয়ে উঠছেনা। আগের দিনে অবশ্য সম্ভব ছিল। আমরা ছোট বেলায় আমাদের

গ্রামগুলির মধ্যে দেখেছি যে এককাণি জমিতে প্রায় ২০।২২ মণ ধান হত এক এক ফসলে। আর এখন তিন ফসলেও ১০।১১ মণ ধান হয় কিনা সন্দেহ আছে। কারণ ইদানীং আমি বহু এলাকার মধ্যে ঘুরেছি। আগে আউস ফসল ভাল হতো কিন্তু এবারের কথা তো সকলেই জানেন যে কড়া রোদের তাপে কিভাবে সমস্ত ধানগুলি মরে সাফ হয়ে গেছে। এই অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ সব সময়ই একটা না একটা অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে—কোন সময় Flood, কোন সময় খরা। কাজেই কৃষকরা বহু পরিশ্রম করে ফসল উপাদন করেও ঠিক সময় পর্যান্ত রাখতে পারে না বা ফসল সে রকম উৎপাদন হয় না। কাজেই এই অবস্থাগুলি অন্তত: চিন্তা করা দরকার। যে সমস্ত গরীব কৃষক, যাদের সামান্য জমি আছে, সে জমি দিয়ে যাদের সংসার চলে না সেই সমস্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ খাজনা মকুব করে দেওয়া বাঞ্ছণীয় বলে আমি মনে করি। আর বাকী যে অংশ আছে তাদেরকে অন্ততঃ খাজনার হার অর্দ্ধেক করে দেওয়া দরকার। বর্ত্তমান দুর্দিনে তারা কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করে চলছে। খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। যদিও সরকারপক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে কিছু কিছু সাহায্য করা হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত যারা needy তাদেরকে ঠিকঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে ১০০৲টাকা দিলে কৃষিকাজের জন্য ঠিক ঠিকমত ব্যয় করা যায় সেখানে মাত্র ১০৲ টাকা বা ১২৲ টাকা করে দেওয়া হয়। কাজেই এই সাহায্য শুধু নাম মাত্রই সাহায্য। এটাকা তারা কৃষির উন্নতির কাজে ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই আজকে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য তাদের খাজনার হার অর্দ্ধেক করে দেওয়া উচিত। আর ১৯৬৭ সাল পর্য্যান্ত সকল রায়তের বকেয়া ভূমি রাজস্ব সমস্ত মকুব করা হউক। আমরা জানি ত্রিপুরা এমনিতেই ঘাটতি এলাকা। রাজস্বের মাধ্যমে যে টাকা পয়সা Collection হয় তা দিয়ে আমাদের কিছুই হয় না। কাজেই বরাবরই আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের উন্নতি, অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য সহায়তা করছেন। কাজেই আমাদের দেশের সামগ্রীক উন্নতি অগ্রগতির জন্য আজকে কৃষকদের এই ঋণের বোঝা যদি আমরা মকুব করে দেই তাহলে তারা দেশের উন্নতির কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে বলে আশা করি। আমি আশাকরি এই সংশোধনী প্রস্তাব House সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Shri Nishikanta Sarker :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই Houseএ যে প্রস্তাব রেখেছিলাম সে সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই Houseএ আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি এই সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। তাই আমার এই প্রস্তাব আমি উঠিয়ে নিচ্ছি।

Mr. Speaker :— Mover of the amendment is absent from the House. I would now put the amendment to vote.

The question before the House is that প্রস্তাবের দ্বিতীয় লাইনের "পরিপ্রেক্ষিতে'র পর বাকী অংশ বাদ দিয়া নিম্নলিখিত অংশ জুড়িয়া দিতে হইবে।

(ক) ত্রিপুরার রায়তদের গরীব অংশের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হউক,

(খ) রায়তদের অন্যান্য রাজস্বের হার বর্ত্তমান হারের অর্দ্ধেক করা হোক,

(গ) ১৯৬৭ সাল পর্যান্ত সকল রায়তদের বকেয়া ভূমি রাজস্ব সম্পূর্ণ মকুব করা হোক

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices—'Noes'

I think, 'Noes have it ; Noes have it, Noes have it.

The amendment is lost.

I think, the House agrees to the withdrawal of the resolution.

The question before the House is the withdrawal of the Resolution moved by Sri N. K. Sarker.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

voices —'Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

voice — 'Noes'

I think, Ayes have it ; Ayes have it, Ayes have it.

The Resolution is withdrawn.

Mr. Speaker :—There is another Resolution of Shri Promode Ranjan Das Gupta. I would now Call on Sri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A. to move his Resolution that in view of the faet that the U P Panchayat Raj Act. 1947 as extended to the Union Territory of Tripura and the Rules made thereunder have beecome back dated, this Assembly directs the Government to introduce a new legislation for the purpose.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের সামনে এই Resolution টি রাখছি "In view of the fact that the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 as extended to the Union Territory of Tripura and the Rules made thereunder have become back dated this Assembly directs the Government to introduce a new legislation for the purpose". এই প্রস্তাব রাখার অর্থ এই নয় যে বর্ত্তমানে যে Act চালু আছে তাকে এখনি বাতিল করে vacuum সৃষ্টি করা। এই প্রস্তাবের অর্থ হচ্ছে যে U. P Act এখানে চালু করা হয়েছে, সেইটাকে এখানে রাখা ত্রিপুরার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক নয়। যখন U. P. Panchayat Raj Act এখানে চালু করা হয়। তখন এখানে বিধান সভা ছিল না। কিন্তু এখানে বিধানসভা চালু হওয়ার পর, তার ভৌগলিক বিবরণ, জনসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, তার অগ্রগতি এই সব বিবেচনা করে যেন ত্রিপুরা বিধান সভা একটি আইন প্রনয়ন করে। যে আইন গণতান্ত্রিক দিক দিয়ে তার যে আশা আকাঙ্খা এবং শাসন কার্য্য বিকেন্দ্রীকরণের যে উদ্দেশ্য, তাকে যাতে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখছি। একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন যে এই প্রস্তাবে একহাতে দান আর এক হাতে মানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

কতকগুলি ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব এই Act এ আছে, আবার তার সাথে সাথে Chief Commissioner কিংবা তার নির্দ্দেশে S.D.O হউক বা Circle Officer হউক তারা সেই ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ যে ক্ষমতা বলে তিনি কোন কিছু কার্য্যকরী করতে চান যেমন ন্যায় পঞ্চায়েত তাতে কোন বিচার যদি পঞ্চায়েত করে যে বিবাদী বা বাদী তার কোন আপীলের দরকার হয় না। ইচ্ছা করলে সরকার at its own decision প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে। অতএব দেখা যায় আমাদের এই যে Act তারমধ্যে আমাদের যে ক্ষমতা তাকে সঙ্কোচিত করা হয়েছে। তদুপরি আর একটা কথা আছে কোন General election এর সময় যদি কোন Question উঠে তার decision দিবে কে? Decision দিবে Executive Head বা Administrator কিংবা সে যাকে Power delegate করবে। Civil Court এ যাবার কোন ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ election এর সময় যদি কোন অন্যায়ও হয় তখন তার সুবিচার পাবার জন্য Civil Court এ যাবার কোন সুযোগ নাই। আর একটি কথা হচ্ছে কি ভাবে election করা হবে, তার সমস্ত ক্ষমতা Chief Commissioner কে দেওয়া হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে বেলটেও করতে পারেন কিংবা হাত তুলেও করতে পারেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বর্ত্তমানে গ্রামের যে পরিস্থিতি এবং যেখানে সমাজের মধ্যে এখনো যারা অর্থশালা বিত্তশালী তাদেরই প্রতিপত্তি এখনো আছে। সেখানে যদি হাত দেখিয়ে Vote গননা করা হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে কোন সাধারণ লোক তার যে স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীন-ভাবে ভোট দিতে পারে না। কারণ অনেক গরীব, তার ভোটাধিকার আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিত্তশালা কোন লোক যদি প্রার্থী থাকেন তাহলে তার বিপক্ষে হাত তুলে ভোট দেওয়া সম্ভব. পর হয় না। কাজেই স্বাধান ভাবে ভোট দিবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি বেলটে ভোট দেওয়া হয় তাহলে সে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার সুযোগ পেতে পারে। তারপর আমরা দেখছি যে প্রথামত পঞ্চায়েত মেম্বররা elected হয় by show of hand. আবার পঞ্চায়েত প্রধান যিনি তাকেও bv showing of hands elect করা হয়। আবার সেই পঞ্চায়েত প্রধানকে remove করতে হয়। by votes of the Panchayat members, তাদের সেটা রয়েছে। কিন্তু তাকে elect করেছে people. not the committee. সেটা একটা anamoly, এটা contradictory. কারণ people যদি তাকে elect করে তাহলে people তাকে remove করবে। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে people এর জায়গায় Committee তাকে সরাতে পারে। অতএব সেখানে হওয়া উচিত Panchyat Committee তাকে elect করবে, কারণ যে appoint করে তাকে remove করার right আছে। তারপর এখানে Territorial Council এর কথা আছে এই Act এর মধ্যে। কিন্তু আমাদের Territorial Council এখন নাই। কিন্তু আমাদের Assembly র সাথে তার কি relation হবে সেই সম্পর্কে Panchyat Act এ কিছুই দেখছিনা। Panchyat এর সঙ্গে Assembly র কি relation হবে সেটা পরিষ্কার থাকতে হবে। সেজন্য আমি আর বেশা বলতে চাচ্ছিনা। তবে আমাদের মন্ত্রী পরিষদের উপর আমার আস্থা আছে। আমি আশা করি তারা ত্রিপুরার আশা আকাঙ্খাকে পুরণ করতে পারবেন। ত্রিপুরাতে গাওসভা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যে ভাবে গঠন করা হয়েছে

তাদের কি income হবে তার কোন উল্লেখ দেখছিনা। Income এর পথ নাই সেখানে। সেই সমস্ত গাও সভাগুলিকে, পঞ্চায়েতগুলিকে আমাদের Assembly কিভাবে সাহায্য করতে পারবে, যাতে তারা তাদের কর্ত্তব্য এবং জনসাধারণের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত এক্ট পাশ হলো, পঞ্চায়েতের ইলেকশন হওয়ার সাথে সাথে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তার জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা এই এক্টে থাকা উচিত। ইলেকশান হওয়ার পর বৎসরের পর বৎসর চলে যায়। যদি তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হয় তাহলে সেটাকে কার্য্যকরী করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেটা অনেক সময় সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কথা হল Panchayet Secretary সম্পর্কে। Panchyet Secretary র যে কি ক্ষমতা সেই সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু লেখা নাই। Secretary appointment করেন Chief Commissioner, পঞ্চায়েতের কাছে তার কি দায়িত্ব, তার উপর কতটুকু ক্ষমতা পঞ্চায়েতের আছে এবং তার responsibility পঞ্চায়েতের কাছে কতটুকু আছে। পঞ্চায়েতের ও বা তার উপর কতটুকু authority আছে সেই সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু এই Act এর মধ্যে নাই। তিনি যদি আইন অমান্য করেন, Panchayet এর নির্দ্দেশ মত কাজ না করেন তারজন্য transfer ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই পরিষ্কারভাবে এই Act এর মধ্যে নেই। অতএব আমি অনুরোধ রাখব যাতে এই Act কে নূতনভাবে তৈরী করা হয়. যে Act হবে গণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার পরিপূরক। যে সদিচ্ছা আমাদের All India Congress Committee গ্রহণ করেছেন সেই সদিচ্ছা যাতে বাস্তবে, ভালভাবে, পরিষ্কারভাবে চালু হয় এই ইচ্ছা নিয়ে House এর কাছে এই Resolution টা রাখছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি। এই প্রস্তাব যাতে ঠিকভাবে কার্য্যকর করা হয় এবং আইনগুলি যাতে সংশোধন করা হয় তারজন্য আমি এখানে আমার মত প্রকাশ করছি। কারণ U. P. Panchayet Actটা দুর্নীতির চক্রের জন্ম দিয়েছে। এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাবটি সমর্থন করি। কারণ এখানে Panchayet আইনের ধারায় দেখছি যে Panchayet নির্ব্বাচনটা করা হবে হাত তুলে। তাহলে এটা বিবেচনা করা দরকার। যে এরকম নির্বাচন নিশ্চয় নির্ভুল হতে পারে না। কিন্তু ballot এর মাধ্যমে ভোট যদি হয় তাহলে এটা নির্ভুল হতে পারে, এটা আমরা ধারণা করি। কারণ অনেক জায়গায় গ্রামে এমন লোক আছেন যারা মাতব্বর গোছের, যারা জোতদার, মহাজন বা দুষ্টপ্রকৃতি বা গুণ্ডা কিসিমের লোক তাদের সামনে হাত তুলে এমনভাবে বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নাই, গ্রামবাসীদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কাজেই সেদিক থেকে যদি ballot এর মাধ্যমে ভোট নেওয়া হয় তাহলে সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে সুবিধা হবে বলে মনে করি। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার দরুণ আমরা দেখেছি যে তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, খিলাতলী পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে পঞ্চায়েত প্রধান প্রার্থীরা যারা অধিক সংখ্যক ভোট পেত তারা নির্ব্বাচিত না

হয়ে যারা কম ভোট পেয়েছেন তাদের সেই নির্বাচন জয়ী দেখানো হয়েছে। এটি হলো Returning Officer এর ষড়যন্ত্র, আমাদের গ্রামবাসীরা এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে নাই, এছাড়া ন্যায় পঞ্চায়েতের মনোনয়নের ব্যাপারে আমলাদের হাতে ক্ষমতা আছে, এমনকি কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের মেম্বার এর ফলে গরু চোরদের থেকে পর্য্যন্ত হচ্ছে। কাজেই এদিক থেকে বিষয় গুলো বিবেচনা করে যাতে ballot এর মাধ্যমে ভোট নেওয়া যায় সেজন্য এ বিষয়গুলো পরিবর্ত্তন করে নূতনভাবে সম্প্রসারিত করতে পারা যায় সেজন্য এ প্রস্তাবটি আনা হয়েছে, এবং এগুলো করা দরকার। তাছাড়া এসমস্ত প্রথা যদি আমরা পরিবর্ত্তন করতে না পারি তাহলে সেটা পঞ্চায়েত রাজ না হয়ে আমলারাজ হবে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া পঞ্চায়েত Act এর ৫৯ নং ধারায় যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি পঞ্চায়েত সেক্রটারী ছাড়া অন্য কেহ প্রয়োগ করতে পারেনা এবং বদলী বা নিয়োগের ব্যাপারে সেক্রেটারীর কোন ক্ষমতা বা অধিকার নাই। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারে কথা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ তপশীলি জাতি নেওয়া হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে শতকরা ২৫ ভাগ তপশিলী জাতির লোককে ঐপদে নিযোগ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। চীফ কমিশনার থেকে সুরু করে. পঞ্চায়েত ডিরেক্টর; ডি. এম; বি, ডি, ও এবং সার্কেল অফিসার এমন কি ভি, এল, ডব্লিউ পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের উপর খবরদারী করার ক্ষমতা রাখে। এই সমস্ত দিক বিচার করলে পঞ্চায়েতের কোন ক্ষমতা আছে কিনা বুঝে উঠা কঠিন। Circle officer আর Director তো আছেই এমন কি B. D. O. হতে V. L. Wর পর্য্যন্ত তাদের উপর খবরদারী করার মত ক্ষমতা রয়ে গেছে। কাজেই সেইদিক থেকে তাদের ক্ষমতাটা কোথায় আছে এবং আছে কিনা তা ঠিক ঠিকভাবে আমরা জানতে পারি না। এবং এই বিধিতেও যেটা আছে সেই বিধিমতে তাদের ক্ষমতা আছেও আবার নাইও। তাছাড়া ধর্ম্মনগর এবং জিরানিয়াতে দেখলাম যে পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আবার পঞ্চায়েত Election হওয়া দরকার। কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন নির্ব্বাচন হওয়া তো দূরের কথা নির্ব্বাচনের নামে কোন রকম কাজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এখন আমাদের এই বিধান সভার পক্ষ থেকে কোন কিছু নেওয়া উচিৎ কিনা জানি না। কাজেই এই যদি হয় তাহলে গণতন্ত্র আমরা বলছি ঠিকই কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক আছে কি না আমি বলতে পারি না। কাজেই এই সমস্ত বিধি পরিবর্ত্তন করে রীতিমত যাতে আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করতে পারি তারই জন্য আমি শ্রী দাশগুপ্তের প্রস্তাবটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

Shri Aghor Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত এই হাউসে U.P. Panchayat Raj সম্পর্কে একটা প্রস্তাব এনেছেন। তিনি বলতে চান যে এটা খুব পুরানো হয়ে গেছে। ত্রিপুরার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখানে নূতন ভাবে একটা Panchayat Act হওয়া দরকার। কারণ একটা কথা সকলেরই জানা আছে আমাদের মাননীয় Member দের মধ্যে। আমরা যখন প্রথমে এখানে Assembly করি তখন আমাদের Assemblyর কোন rule ছিল না। আমরা U. P. Rules এ

Guided হয়েছিলাম। তারপর U.P. Rules এর যেগুলি ভাল সেগুলি আমরা বাছাই করে রেখেছি এবং বিভিন্ন state এর যে সমস্ত Rule ইত্যাদি ও যেখানে যেখানে আমাদের প্রয়োজন বা দরকার আছে বলে মনে করেছি সেগুলি আমরা রেখেছি এবং রেখে আমরা আলাদাভাবে একটি Rule তৈরী করেছি। কাজেই ত্রিপুরার মধ্যে প্রায়ই একটা জিনিষ দেখা যায় যে অন্য একটা State এর আইনকে extend করে দেওয়া হয়। যেমন West Bengal Security Act এটা বরাবরই ত্রিপুরাতে চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল বা আছে। এরকম অনেক আছে, যেমন U.P. Panchayet Raj Act ত্রিপুরাতে চালু হয়। আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক আইনটা খুবই ভাল। কিন্তু আইনের মধ্যে যদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ এখানকার সরকার কর্তৃক এ আইনটাকে যেটা এখানে extend করা হলো সেটা এখন পর্যান্ত চালু করা হয় নাই। আংশিক করা হয়েছে, আংশিক হয় নাই। যেমন ন্যায় পঞ্চায়েত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা পঞ্চায়েত গঠন হওয়ার পর যে সমস্ত ক্ষমতাগুলি পঞ্চায়েত কমিটি-গুলিকে দেওয়ার কথা সেগুলি এখন পর্যান্ত দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইনটা যদি খুব ভালও হয়ে থাকে কিন্তু কার্যাতঃ যে উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চায়েত করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য আজকে অনেকটা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। কারণ প্রথম যখন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয় তখন জনতার মধ্যে বিপুল একটা সাড়া বা জাগরণ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। সকলেই মনে করেছিল যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিশ্চয়ই কিছু হবে। অর্থাৎ গ্রামের মধ্যেও গণতন্ত্রকে সম্পসারণ করা হবে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব অধিকার Committeeর মাধ্যমে জানাতে পারবে। এই Committeeর মাধ্যমে জনতার উন্নতি অগ্রগতি, রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, স্কুল ইত্যাদি যে সমস্ত দেওয়ার কথা তা তারা নিজস্ব গ্রামের উন্নতিকল্পে করতে পারবে। এই আশা আকাঙ্খা নিয়ে সকলেরই এ বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং অনেকে contestও করেছে। এক একটি এলাকার মধ্যে যেখানে ১১ জন member নির্ব্বাচন হওয়ার কথা সেখানে ২৯ থেকে ৩৩ জন পর্যান্ত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আমাদের জানা আছে। অর্থাৎ জনতার মধ্যে একটা বিপুল সারা জেগেছিল। কিন্তু কার্যাতঃ আমরা দেখতে পাই জিরানীয়া ব্লক এরিয়াতে ৫ বৎসর সময় পার হয়ে গেছে, এখন পর্যান্ত পাঞ্চায়েত যে কেন করা হল, কি যে তার কাজ বুঝা কঠিন। একজন সেক্রেটারীকে সেখানে দেওয়া হলো। মাঝে মাঝে মিটিং ডাকে বা কোন একজন অফিসার গেলেন বা ব্লকের মধ্যে অনেকে আছেন V.L.W, Extension Officer, Panchayet extension Officer, Officer এর তো কোন সীমাই নাই। একজনের পর একজন চার পাঁচবার করে যান। আর প্রধান তো প্রধানই। কি আর করবে। প্রধানের বাড়ীতে গিয়ে সব উঠে। অতিথিদের খাওয়াতে খাওয়াতে তার অবস্থা শেষ। কাজের মধ্যে এই পর্য্যন্তই। কাজ হউক আর না হউক এরকম যাওয়া আসা লেগেই আছে। শুধু মাত্র তাদেরে খাওয়ানো। কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে গেলে যেটুকু করতে হয় কাজের মধ্যে এটুকুই হয়েছে। গ্রামের যে কিছু হওয়া দরকার, তার নিজস্ব যে ক্ষমতা পাওয়া দরকার এগুলি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কিছুই করা হল না। এই হলো অবস্থা। আর মাননীয় সদস্যরা নির্ব্বাচন সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। আমি জানি যে

এই নির্বাচন কি ভিত্তিতে করা হয়। যারা দাঁড়ায় তাদের পক্ষে হাত তোলা হয়। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করে গেছেন। আমিও এটা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে কোন member এর পক্ষে বেশীর ভাগ হাত উঠানো হলো কিন্তু যারা Count করবে তারা যেখানে ১০০ সেখানে বলে দিল ৫০ তাই Contest করার কেউ থাকলো না। কাজেই যেখানে ১০০ তার পক্ষে হয়ে থাকে সেখানে ২৫ বলে লিখিয়ে দেয়। এইভাবে অনেক কারচুপি করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা জিতেছিল তাদেরে জোর করে হারানো হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা এর মধ্যে আছে। তাছাড়া অসুবিধার দিকটাও বলা হয়েছে। গ্রামের মধ্যে যারা প্রভাবশালী লোক, যারা শয়তান ধরনের লোক, যারা ইচ্ছা করলে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে সেরকম ধরণের লোক গ্রামের মধ্যে থাকে। তারা যখন সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। অনিচ্ছা সত্বেও অনেক সময় তাদেরকে হাত তুলতে হয়। হাত না তুললে তাকে নানাভাবে অসুবিধায় পরতে হয়। কাজেই সেইদিক দিয়ে আজকে যে গণতন্ত্র অর্থাৎ যে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের কথা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে সেটা যাতে পণ্ড হয়ে যায় অর্থাৎ এটা অনেটা Farce হয়ে গেছে। কাজেই আমি মনে করি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত যে প্রস্তবটা এখানে রেখেছেন তাতে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ U. P. Panchayet Raj Act এর মধ্যে যতগুলি ভাল ভাল item বা rules আছে সেগুলি নিশ্চয়ই rules যখন frame up করা হবে এগুলি রাখা হবে। কিন্তু কতগুলি জায়গার মধ্যে অদল বদল করে অর্থাৎ আমাদের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই rule করা দরকার। আর সব সময়ই যদি বাধাধরা অন্য state এর Act extend করে আমরা চালিয়ে যাই তাহলে আমাদের এই বিধান সভার কি সার্থকতা আছে। তাছাড়া এই আইনগুলি যথোপযুক্তভাবে কার্যাকরী ও করা হয় না। যদি অসুবিধা থাকে, ধরে নিলাম এই U. P Panchayet Act এর মধ্যে যে সমস্ত Provision আছে তাতে পঞ্চায়েত কমিটির প্রধানদের কোন ক্ষমতা দেওয়ার কথা নেই। আর এখানকার সরকার কখন যে দিবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। ইচ্ছা করলে দিলেন, ইচ্ছা না করলে দিলেন না এই তো অবস্থা চলছে। কাজেই পঞ্চায়েত সম্পর্কে মানুষের যে আগ্রহ, যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই মূল উদ্দেশ্যটি যদি রাখতে হয় তা হলে যতগুলি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাগুলিকে অন্ততঃ সরিয়ে দেওয়া দরকার এবং কেনই বা ক্ষমতাগুলি দেওয়া হচ্ছে না? যদি অসুবিধাই থাকে তা হলে শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য এই পঞ্চায়েত কমিটি করে কি লাভ! যদি করতেই হয়, গণতন্ত্রকে যদি সম্প্রসারণ করতে হয় অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যদি আজকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাদের কাজ কর্ম, অগ্রগতি উন্নতি ইত্যাদি তাদের হাতে দায়িত্ব দিতে হয় তা হলে আজকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের ত্রিপুরাতে আলাদা একটা Rules বা Act করা দরকার এবং এটা ত্রিপুরার ভিত্তিতেই করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি এই প্রস্তাব সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। এতে কেউ দ্বিমত হবেন না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Any Hon'ble member from the right?

Shri T. M. Das Gupta – (Minister) মাননীয় Speaker মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত প্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবটি এনে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি একটি প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আজকে Uttar Pradesh Panchayet Raj Act, 1947 সালে যেটা হয়েছে সেটাই ত্রিপুরা রাজ্যে নেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি এবং তিনি তার মত অনুযায়ী তার মধ্যে যে সমস্ত ডিফিসিয়েন্সি দেখেছেন তার প্রতি তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা সত্যি কথা যে আজকে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত রাজ চালু হওয়ার পর একের পর এক বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে কিভাবে গ্রামের জনসাধারণের কাছে অধিক ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সুযোগ এবং আত্ম নির্ভরশীল করার যে প্রচেষ্টা তার জন্য চেষ্টা করা হয় এবং সেইক্ষেত্রে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন জায়গায় এই পঞ্চায়েতের আইন নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে। সেই হিসাবে আজকে এই ইউ পি পঞ্চায়েতের যেমন অনেকগুলি ভাল দিক আছে, এবং সেটা কার্য্যের ভিতর দিয়ে দেখতে হয়। যেমন direct নির্ব্বাচনের কথা। এক দিকে বলতে গেলে সেখানে গ্রামের জনসাধরণ থাকবে; এটা চিন্তা করে U. P.র এই নির্ব্বাচন প্রথামতে হাত দেখিয়ে সেটা করা হয়। কারন সেখানে গ্রামের অনেক জনসাধারণ আছে যারা সবাই লেখাপড়া জানেন না। একটি গ্রামের যে পরিধি বা পঞ্চায়েতের যে পরিধি তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ২৭।২৮ বা ৩৫ পর্য্যন্ত সভ্য থাকতে পারে। কাজেই আজকে U. Pর যে এই নির্ব্বাচন পদ্ধতি তাতে যে system করা হয়েছে তাতে একজন লোক প্রত্যেককেই এই যে পঞ্চায়েতের মধ্যে যতজন দাঁড়াচ্ছে তাদের প্রত্যেককেই তারা নির্ব্বাচিত করতে পারছে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকটি সভ্য সম্বন্ধে তাদের অভিমত কি সেই অভিমতকে তারা ব্যক্ত করতে পারছে। এখন সেটা যদি secret ভোটে হয়, গোপন Ballotএ হয় তা হলে ৩২ জন যদি নির্ব্বাচিত হয় তা হলে এতগুলো Symbol systemএ symbol দিয়ে সেই নির্ব্বাচনকে পরিচালনা করা কঠিন। সেই ক্ষেত্রে আবার যদি নাম দিয়ে করা হয় তা হলে গ্রামের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা লেখাপড়া জানেন না। কাজেই তাদের পক্ষে সেই নির্ব্বাচনে voting systemএ অংশ গ্রহণ করা অসুবিধাজনক। কাজেই তারই কতগুলো জিনিষ দেখে গ্রামের মধ্যে গণতান্ত্রিক বুনিয়াদকে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং যেহেতু তারা স্বাধীন দেশের লোক, নিজেদের অভিমতকে ব্যক্ত করবে এবং একটি পঞ্চায়েতের মধ্যে যতটা অঞ্চল পড়বে তার প্রত্যেকটি লোককে নির্ব্বাচন করার তার অধিকার থাকবে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু আবার আর একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে এই বাস্তব ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোন একটা নির্ব্বাচনক্ষেত্রে যেটা মানানীয় সদস্য তুলেছেন যে কোন নির্ব্বাচনক্ষেত্রে ২০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হবে। কিন্তু তখন যদি দেখা যায় ঐ seatএর জন্য ৪০ জন লোক contest করছে তা হলে সেইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি লোক যারা সেখানে ভোট দিচ্ছে, আজকে বর্ত্তমানে যে system আছে সে ইচ্ছা করলে ৪০টি ভোটও দিতে পারে। অর্থাৎ ০জন লোক যদি নির্ব্বাচিত হয় তা হলে

একজন লোকের ২০টি ভোট থাকা উচিত। কিন্তু U. P. এর বর্তমান যে system আছে তাতে যতজন লোক দাঁড়াচ্ছে ঠিক ততটা ভোট একজন Cast করতে পারবে। তা হলে আর একদিকে এক নির্বাচনের মধ্যে দেখা যায় কেউ যদি এই নির্বাচনে ভোট না দেয়, যারা ভোট দেয়নি তা দিয়ে ভোট দেওরার ফলাফলটা নির্বাচিত হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখাযায় যখন ২।৩টা গ্রাম এক সঙ্গে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে যদি একটা বড় গ্রাম থাকে যে গ্রামের ভোটার সংখ্যা তর্কের খাতিরে ধরা যাক ৫০০, আর যে দুটো গ্রাম আছে তার ভোটার সংখ্যা হচ্ছে ১০০ এবং ১৫০। সেই ক্ষেত্রে যদি একটা বড় গ্রামের লোকেরা সকলে এক হতে পারে তা হলে অন্য গ্রামের লোকদের নির্বাচিত হওয়ার আর কোন scope নেই। সেই ক্ষেত্রে ১টি বা ২টি বড় গ্রামের লোক, আমরা দেখেছি U. P. বা অন্যান্য জায়গায় যেরকম বড় বড় গ্রাম আছে ত্রিপুরাটা ঠিক সেই ধরণের নয়। ত্রিপুরাতে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটা অঞ্চল করতে হয়েছে। তাতে বাস্তবিক কি হচ্ছে জানি না কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুটো বা তিনটি বড় গ্রাম যদি একত্রে মিলিত হয়ে যায় তা হলে অন্য যে অঞ্চলের লোকদের বঞ্চিত করে একটি মাত্র দল বা ১টি মাত্র গ্রামের লোক তারা নির্বাচিত করতে পারে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এর মধ্যে যথেষ্ট বিবেচনা করার আছে এবং এর দিকে মাননীয় সদস্য দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু তার পরে এই Houseএ আলোচনা করার জন্য সভ্যদের কি মত আছে সেটা বুঝে নেওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে। যদি secret ভোট হয় তাহলে Constituency কতগুলো হবে। একটা Constituency হবে, নাকি গ্রামের মধ্যে কতগুলি Constituency এর সমষ্টি হবে নাকি প্রত্যেকটার জন্য একটি করে Constituency হবে। সেটাও একটা মস্ত বড় বিচার্য্য বিষয়। আজকে গ্রামটাকে যদি ভাগ করা হয়, এখানে U. P. পঞ্চায়েৎ যেটা আছে সেটা হচ্ছে সমস্ত গ্রামের unitটা এক। কাজেই আজ যদি তাকে ভেঙ্গে গোপন ব্যালট করতে হয় তাহলে কোন systemটা ত্রিপুরার পক্ষে উপযুক্ত হবে সেটাও পর্য্যালোচনা করা দরকার। সেই ক্ষেত্রে এক একটা পঞ্চায়েতের Constituency কয়টা হবে সেটাও একটা ভাববার বিষয়। সেখানে কি ৭।৫টি Constituency করে তার মাধ্যমে seat নেওয়া হবে, এবং আর একটা জিনিষ এর মধ্যে আছে। U. P. পঞ্চায়েতের মধ্যে দেখা যায় গ্রামের পর্য্যায়ে reservation এর ব্যবস্থা আছে। যদি নূতন আইন করা হয় সেখানে reservation এর ব্যবস্থা থাকা উচিত কি অনুচিত সেই সম্বন্ধেও সদস্যের অভিমত পাওয়ার সুযোগ এই প্রস্তাবের আলোচনার মধ্যে রয়েছে। কাজেই এগুলো আজকে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। আর একটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে আজকে যেখানে U. P. পঞ্চায়েৎ হয়েছে তার পরে অন্যান্য জায়গায় যে পঞ্চায়েৎ হয়েছে তার মধ্যে দেখা যায় Block তার পর্য্যায়ে Block সমিতি গঠন করেছেন পঞ্চায়েতের কাজকে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য। সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে একটি ব্লক অঞ্চলের যে পঞ্চায়েৎ আছে তার মধ্যে অর্থ, কর্ম্ম বিভাগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ আছে তার মধ্যে একটা সমতা, সদ্ভাব এবং যোগাযোগ রাখার জন্য ব্লক পর্য্যায়ে আর একটি পঞ্চায়েৎ সমিতি আছে। অন্যান্য জায়গায় যেখানে Progressive Legislative হয়েছে সেখানে সেটা হয়েছে কাজেই তার এই দিক দিয়ে প্রয়োজন আছে। আজকে অনেকগুলো কাজ ব্লকের মাধ্যমে করা হয় এবং ultimately সেগুলো generalise হয় পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে।

কাজেই ব্লক মাধ্যমে যদি একটা সমিতি থাকে তাহলে কোন পঞ্চায়েৎ কি পরিমাণে সাহায্য পাবে সেখানেও শুধুমাত্র সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করে জন সাধারণের যারা প্রতিনিধি ব্লক পর্যায়ে থাকবে তাদের মতানুযায়ী কোনখানে কি করা উচিত, না উচিত. বা একটা Project বা irrigation Canal হয় বা কোন একটা কৃষির উন্নতিমূলক কাজ নেওয়া হয় বা কোন জায়গায় যদি epedimic বন্ধ করার কাজ হয় তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে একটা পঞ্চায়েতের সঙ্গে আর একটা পঞ্চায়েতের যোগাযোগ করা। সেই ক্ষেত্রে কাজটি করতে গেলে পরে তারও একটা medium এর দরকার এবং সেই mediumটা আজকে যেটা ব্লক পর্য্যায়ে আছে সেখানেও যদি জন প্রতিনিধি মূলক লোক থাকে তাহলে সেটা আরও সহযোগিতামুলক হতে পারে। সেই জন্য ব্লক পর্য্যায়ে পঞ্চায়েতের অন্যান্য আইনে ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু U. P. এর এই যে আইনটি আছে তার মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা নেই। তেমনি ব্লক সমিতি নিয়ে আবার জেলা পর্য্যায়ে জেলা সমিতি আছে যারা সমগ্র জেলার প্রয়োজন নিয়ে, বাজেট ইত্যাদি নিয়ে,—কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক পঞ্চায়েৎ আছে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে তাদের হয়ত নানা কারণে আয়ের কোন পথ নেই, সেই ক্ষেত্রে তাকে যদি Special ভাবে subsidised করতে হয় বা কাজের সুযোগে দিতে হয় তাহলে তার জন্য শুধু bureaucracyর উপর নির্ভর না করে যদি জন প্রতিনিধি মূলক থাকে তাহলে জেলা পর্য্যায়ে সেই ধরণের পঞ্চায়েত থাকার প্রয়োজন। কাজেই সমস্ত জিনিষটা আজকে আইনের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। এদিক দিয়ে মাননীয় সদস্য যে সুযোগটি এনে দিয়েছেন আলোচনার জন্য, যার মাধ্যমে সভাদের যে কথা বা বক্তব্য সেটাকে রেখে ভবিষ্যতে যে আইন করা হবে বা করা যায়, তার ব্যবস্থা হতে পারে। সেই জন্যে আমার মনে হয় যে আজকে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি রেখেছেন, আজকে যেহেতু মাননীয় চিফ্ মিনিষ্টার আমার পরে ভাষণ দিবেন এবং তারও যা ইচ্ছা আমি জানি যে ভবিষ্যতে একটি উন্নতিমূলক Legislation করা তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে মাননীয় সদস্য যিনি move করেছেন তিনি তার প্রস্তাবটি withdraw করার জন্য তাকে অনুরোধ করতে আমি বলব। তার কারণ হচ্ছে তাহলে সবটা দিকই খোলা থাকবে এবং সরকারও খোলা মন নিয়ে থাকবে যদিও সময় একটু বেশী লাগাবে। কারণ এই সময়ের মধ্যে U. P. পঞ্চায়েতকে বেঁচে থাকতে হবে। কাজেই খোলা মন নিয়ে সরকার আলোচনার ভিত্তি করে ভবিষ্যতে যাতে আইন রচনা করতে পারেন তার সুযোগ থাকবে। এই জন্য আমি মাননীয় সদস্যকেও অনুরোধ করব যে তিনি যেন আজকে এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই প্রস্তাব তিনি withdraw করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri S. L. Singh (Chief Minister) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৭।১।১৯৬১ সালে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প নিয়ে তার কাজ সুরু করি। ইতিমধ্যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে, তার সংখ্যা হল প্রায় ১৪৮, ন্যায় পঞ্চায়েত ১৭৪। অতএব এখন আমাদের চিন্তা এসেছে যে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের amendment হউক অথবা একটা ভাল Legislation ত্রিপুরার পরিবেশে, ত্রিপুরার পরি-

প্রেক্ষিতে করতে পারি কিনা, তারই প্রচেষ্টা আমরা সুরু করেছি। প্রত্যেক আইনই মানুষ করে এবং তার amendment অসংখ্য হয়। কারণ হচ্ছে পরিবেশ পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সমাজকে অগ্রসর হতে হচ্ছে এবং সমাজ সেই অনুসারে তাদের আইন প্রবর্ত্তন করেন এটাই হল গণতন্ত্রের সব চাইতে বড় জিনিষ। এখানে ভোট দানের যে পদ্ধতি তা U. P. এর পঞ্চায়েত আইনে গ্রহণ করেছে বা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় সেটা গ্রহণ করেছে। এটা নূতনভাবে নূতন পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ পঞ্চায়েতটা এমন এক সুষ্ঠ পরিবেশে গড়ে উঠুক যেটা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সেখানে গাঁয়ের সমস্ত লোক একত্রে বসতেন, তারা আলোচনা করতেন। সমাজ গঠন থেকে সুরু করে ধান রোপন পর্য্যন্ত, একভাবে, এক সাথে করতেন। অতএব সেই চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে এই পঞ্চায়েত প্রথা গ্রহণ করা হয় এবং তাতে হাত তুলে ভোট দেওয়ার যে পদ্ধতি তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তার সাথে সাথে ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্রের ধারা ও প্রকৃতি তার Symbol থাকতো এবং সেই Symbolকে আমরা ভোট দিতাম, অর্থাৎ Symbol এর সাথে আমরা ভোট দিতাম। পরিবর্ত্তন হতে হতে Symbol থাকে, নাম থাকে ও Ballot paper থাকে তাতে আমরা Cross চিহ্ন দিয়ে, ছাপ দিয়ে দিই। সেই ছাপ অনুসারে আজকে এই বিধান এসেছে। এই চিন্তাধারা অনুসারে মাননীয় সদস্য একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে গ্রামে যদি প্রবল পরাক্রান্ত কোন ব্যক্তি থাকেন হাত তুলে ভোট দিলে পরে তখন তাকে নানা রকম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। তবে এটাও ঠিক নয়, যদি Indirect ভোট হয় তাহলে যে এর হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পায় তা বলা চলে না। তার কারণ এখানে যারা ভোট সংগ্রহ করেন, প্রচার হয়। প্রচারক দল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যান। প্রত্যেক Voter এর গতি প্রকৃতি তারা লক্ষ্য করেন। কারা ভোট দিল কি দিল না তাও দেখা যায় যে Vote দিয়াছে Secret Ballot এ এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন রাজস্থানেও Secret Ballot আছে। কিন্তু সেখানেও গোলযোগ হয়। সেই জন্য যে গণতন্ত্রকে প্রচলিত করবো না বা ভোটদানের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করব না তা নয়। যদি বা কোন গলদ কোথাও থাকে তাহলে সেটাকে দূর করতে হবে. গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য। তারপর সবেমাত্র পঞ্চায়েত প্রথায় Election ত্রিপুরায় শেষ করেছি। ত্রিপুরার পরিবেশেই আমরা এখানে পঞ্চায়েত সভা গঠন করেছি। এখানকার যে Population এবং তার যে আয় তার ভিত্তিতে এটা এখানে করা এতদিন সম্ভব হয় নি তবে আমরা এখন সেই stage পার হয়ে এসেছি। এখন করদান পদ্ধতি কিভাবে পরিবর্ত্তন করতে হবে তার একটি ভিত্তি আমরা পেয়েছি এবং তার ভিতরে যে কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তাও ধরা পড়েছে। সেই জন্য সেটাকে সংশোধন করে বা নূতন আইন করে মাননীয় সদস্যদের সামনে অগৌণে এই হাউসের সামনে যাতে উপস্থিত করতে পারি তার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর secretaryদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাও একটা বিচার্য্য বিষয়। যারা পঞ্চায়েত secretary তারা পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করবে। পঞ্চায়েতকে যদি appointing authority এর ক্ষমতা না দেওয়া হয় তা হলে Discharge বা transfer এর ক্ষমতাও তাদের হাতে থাকবে না। সেই জন্য সেখানে নানা রকম

অসুবিধার সৃষ্টি হবে। যারা গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাদের যে কর্ম্মধারা সেটা বিঘ্নিত হবে। কাজেই এই সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে যে প্রস্তাব তিনি এখানে রেখেছেন সেইজন্য আমি তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর সেইজন্য যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলা হয়েছে সেইগুলি যাতে অগৌণে দূর করা যায় তার জন্য একটা বিল এই সভায় উপস্থাপিত করা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা আমি কামনা করি। আর আশা করবো প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিমত দিয়ে, অন্যান্য জায়গায় এই সম্পর্কে যে আইন আছে তা দেখে ত্রিপুরার বর্ত্তমান পরিবেশে নূতন আইন প্রণয়ণ করতে পারি এবং সেটা যেন সত্যিকারের গ্রামীন ভিত্তিতে আমাদের গণতন্ত্রকে স্থাপন করতে পারি তার প্রচেষ্টা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এখানে একটি মাত্র stage আছে কিন্ত U. P.তে তিনটি stage আছে যেমন village stage, Block stage and District stage, ত্রিপুরা যে state তাতে একটি মাত্র জেলা আছে এবং এখানে এই পর্য্যন্ত ১৭টি Block আছে, আরও হয়তো দুই।তিনটি হতে পারে। তা হলে পরে আমরা এটাও চিন্তা করবো যে জেলা পরিষদ Block পরিষদ করবো কি না, গ্রাম পরিষদ করবো কি না। অথবা একটি unit করেই সেটা করবো কি না, এটাও আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার।

সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। অথবা একটা unit করে আমরা তা করব কিনা। সেটাও আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। সেইভাবে চিন্তা করে যাতে আমরা অগৌণে সেই আইন এনে ত্রিপুরায়, গ্রাম ভিত্তিক যে সামজ স্থাপনের পরিকল্পনা গান্ধীজী করেছিলেন to separate power অর্থাৎ ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে দিয়ে গণতন্ত্রকে গ্রাম থেকে জিলা এবং প্রদেশে উন্নত করা সেই কাজকে যাতে সুষ্ঠুভাবে শুরু করতে পারি তারই জন্য নূতনভাবে চিন্তা করার জন্য যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। যাতে অগৌণে সেই আইন প্রণয়ন করতে পারি তার আশা আমি অবশ্যই করব। মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবটা withdraw করবেন বলে আমি আশা করি। যাতে তামরা সেই কাজ আরম্ভ করতে পারি তার জন্য মাননীয় সদস্য নিশ্চয় সহযোগিতা করবেন এবং উনার যে চিন্তাধারা ও যে দৃষ্টিভঙ্গী তাও আমাদের কাজের পক্ষে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—আমি যে প্রস্তাব হাউসে এনেছি সেই প্রস্তাবের বিষয়বস্ত অনুধাবন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী assurance Houseএ দিয়েছেন যে তিনি একটি নুতন আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন যে আইন ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করবে। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই প্রস্তাব এনেছিলাম এই আইন প্রণয়ণের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশাকরি। তাই আমার এই প্রস্তাব withdraw করছি। আমি আশাকরি অচিরেই আমরা একটি নুতন পঞ্চায়েত আইন Houseএর সামনে দেখতে পাবো।

Mr. Speaker :—The mover of the Resolution at first take the leave of the House to withdraw his Resolution. I think, the House agrees to the withdrowal

of the Resolution, Now the question before the House is that the House agrees to withdrawal of the Resolution.

As many as are of that opinion will pleace say 'Ayes'. voices—'Ayes' As many as are of contary opinion will please any 'Noes'. No voice

I think 'Ayes' have it 'Ayes' have it. 'Ayes' have it The Resolution is withdrawn.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 20th June, 1967.

Papers Laid on the Table

Appendix 'A'

Starred Question No. 122. by Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION	REPLY
1). Whether the transport authority has any proposal to open a bus service from Agartala to Konaban, Sadar.	Yes.
2). If so, what steps have been taken in the mater ?	The bus service from Agartala to Konaban, Sadar, has already started.

Starred Question No. 145. by Shri Aghore Deb Brrma

QUESTION	ANSWER
1) Whether in respect of enforcement of the Tripura Official Language Act, 1964, of the use of Bengali for official purpose prior approval of the Govt. of India is necessary;	Yes.
2) if so, what steps have been taken in the matter ?	The matter is still under examination of this Government.

Starred Question No. 160. by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

(ক) গত ১৯৬৬ সনের জুলাই মাসের পর হইতে ত্রিপুরায় কয়টি ক্ষেত্রে ভারতরক্ষা আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে ?

(খ) কয়টি ক্ষেত্রে ঐ আইনে ও বিধিতে গ্রেপ্তার করিতে হইয়াছে ?

ANSWER

(ক) দুইটি ক্ষেত্রে ।

(খ) ঐ

Starred Question No. 190—by Shri Bidya Chandra Deb Barma

ক) আগরতলা সহরে কমিউনিটি হলে সম্প্রতি একটি মেয়ে ধর্ষনের রিপোর্টের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে কি ?

খ) ইহা কি সত্য যে, মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে ?

গ) যদি (ক) ও (খ) সত্য হইয়া থাকে তবে পুলিশ এই ঘটনা সম্পর্কে কয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘ) ইহা কি সত্য যে মেয়েটি দুবৃত্তদের কয়েকজনকে চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন এবং তাহা সত্বেও গ্রেপ্তার করা হইতেছে না ?

ANSWER

ক) হাঁ

খ) জি, বি, হাসপাতালে নয়, ভি, এম, হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে।

গ) একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘ) না। মেয়েটি কেবল একজন দুবৃত্তকে সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন যাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

Starred Question No. 197—by Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

ক) গত ২৩।৩।৬৭ তারিখে বিলোনিয়া বড়পাথারীতে কি একটি মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে ;

খ) যদি ঘটিয়া থাকে তাহাতে কতজন নিহত ও আহত হইয়াছে ;

গ) এই দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কি অনুসন্ধান করা হইয়াছে, যদি হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ;

ঘ) মোটর দুর্ঘটনা কমাইবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ANSWER

ক) হাঁ,

খ) দুর্ঘটনার দরুন ঘটনা স্থলে ৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হইয়াছে।

গ) হাঁ, জানা যায় যে গাড়ীর চালকের অসর্তকতা সহ দ্রুত চালনা এই দুর্ঘটনার কারন।

ঘ) (১) বিস্তারিত যান্ত্রিক পরীক্ষায় কোন গাড়ী রাস্তায় চলার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে তবেই উহাকে রাস্তায় চলার অনুমতি দেওয়া হয়।

২) খুব কড়াকড়ি পরীক্ষান্তে কোন ব্যক্তিকে মোটর গাড়ী চালাইবার অনুমতি দেওয়া হয়।

৩) যাত্রীও মালবাহী মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বা চাকুরে ড্রাইভারকে লাইসেন্স দেওয়ার পূর্ব্বে শারীরিক উপযুক্ততা সম্পর্কে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়।

৪) দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে গাড়ীতে অতিরিক্ত মাল বহন না করার জন্য পুলিশ সর্ব্বদা তৎপরতার সহিত অভিযান চালাইতেছে।

৫) জিলা শাসক ও মহকুমা শাসকগণ সময় সময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতেছেন।

Starred Question No. 207—by Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে গত ২৩।৩।৬৭ তারিখে সকালে সদর সীমনা বি, ও, পির সিপাহী রাম করণ সিং (৫৪৮৬৮৭ নং) একদল নবাগত উদ্বাস্তর নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা কাড়িয়া লয়;

খ) ইহা কি সত্য যে, সীমনার বাস কর্ম্মচারী ননীগোপাল দেব কয়েকটি যুবক সহ ঐ সিপাহীকে মোতাই হইতে সীমনা তহশীল অফিসে সদরের সার্কেল অফিসারের নিকট হাজির করেন এবং সার্কেল অফিসার ঐ সিপাহীকে ছাড়িয়া দেন;

গ) ইহা কি সত্য যে, ইহার পর হইতে সীমনা বি, ও পির কতিপয় সিপাহী উক্ত যুবকদের মারপিট করার জন্য খুজিয়া বেড়াইতেছে;

ঘ) যদি (ক), (খ) এবং (গ) সত্য হইয়া থাকে, তবে শ্রীদেব ও ঐ যুবকদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

ANSWER

ক) রাম করণ সিং নামে অথবা ৫৪৮৬৮৭ নং কোন সিপাহী সীমনা বি, ও পিতে কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) না।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না

Starred question No, 226 by—Shri Monoranjan Nath.

ক) ত্রিপুরায় সর্ব্বমোট কতজন Sub Deputy Collector আছেন?

খ) তনমধ্যে কতজন U.P.S.C হইবে নির্ব্বাচিত?

গ) কতজন S.D.C. Administrative Training পাওয়ার পর ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ B.D.O. হিসাবে কাজ করছেন?

ঘ) কতজন S.D.C. একেবারেই B.D.O. হিসাবে কাজ করেন নাই।

ANSWERS,

ক) ৪৭ জন।

খ) ১১ জন।

গ) একজনেও নহেন।

ঘ) ২৪ জন।

APPENDIX "B"

Unstarred Question No. 224, by Sri Monoranjan Nath.

Question	Ansswer.
ক] ধর্ম্মনগর ও কৈলাসহর কোর্টে ১৯৬৬ইং ১৯৬৭ইং মধ্যে কতগুলি G. R. Case [পুলিশ Casc] charge sheet আস ছে ?	ক] ধর্ম্মনগর কোর্টে ১৬১টি ও কৈলাসহর কোর্টে ৯৭টি G.R. Case [পুলিশ Case] charge sheet আসিয়াছিল ।
খ] তন্মধ্যে কতগুলির বিচার হইয়াছে ?	খ] ধর্ম্মনগর কোর্টে ৪৪টির এবং কৈলাসহর কোর্টে ৩১টির বিচার শেষ হইয়াছে ।
গ] কতজন Public সাক্ষীর সাক্ষ্য হইয়াছে ?	গ] ধর্ম্মনগর কোর্টে ১০৯ জন এবং কৈলাসহর কোর্টে ১৩৮ জন Public সাক্ষীর যাক্ষ্য হইয়াছে ।
ঘ] উক্ত সাক্ষীগণের মধ্যে কতজনকে কি পরিমাণ খরচ দেওয়া হইয়াছে ?	ঘ] ধর্ম্মনগর কোর্টে ১০৯ জনকে মোট ৪৯. টাকা ৮৫ পয়সা এবং কৈলাসহর কোর্টে ৭৬ জনকে মোট ৫৩২ টাকা ৫০ পয়সা খরচ দেওয়া হইয়াছে ।

PROCEEDINGS OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

THE 20TH JUNE, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 20th June, 1967.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, Four Ministers, The Deputy Minister, the Deputy Speaker and Twentythree Members.

Mr. Speaker :— Any Member who has not made an Oath may kindly do so.

Shri S. L, Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Shri Naresh Roy is here. Yesterd y he was absent so he will make oath to day.

(Shri Naresh Roy took Oath)

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Agore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No 75 (postponed).

Shri S. L. Singh :— Question No. 75.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পাওয়ার হাউসের পূর্ব চৌমুহনী হইতে অভয়নগর রাস্তার ভাংগা পুল পর্যন্ত যে রাস্তাটি হওয়ার কথা ছিল তাহা কি পরিত্যক্ত হইয়াছে ?	না।

খ) যদি পরিত্যক্ত না হইয়া থাকে কি কারণে এই রাস্তার কাজ বন্ধ আছে ?	প্রস্তাবিত রাস্তার কতক অংশ অবৈধ ভাবে অন্যের দখলে থাকায় রাস্তার কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।
গ) এই রাস্তা বাবদ কত টাকা মোট মঞ্জুর ছিল ? এবং কি কি বাবদ এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	মাটি ভরাট ইত্যাদি বাবদ মং ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। একুইজিশান বাবদ এ পর্য্যন্ত ৩৯,৮৮৬·৮৬ পয়সা ব্যয় হইয়াছে। প্রস্তাবিত রাস্তার মোট ১৭০০ ফুট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১২০০ ফুট মাটি ভুরাটের কার্য্য সম্পন্ন করিতে ১৪,৫০০ টাকা এ পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননয়ী মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে অংশট অবৈধ ভাবে দখল করে আছে বলে মানমীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, এটা কি রাস্তার এলাইনমেণ্ট হওয়ার আগে ছিল না পরে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— যতটুকু জানা যায় এ'খানকার যারা বাসিন্দা তারা বলেছিলেন যে "আমরা এই রাস্তার জায়গা দিয়ে দেব, আপনারা কাজে অগ্রসর হন", এই কথার উপর বিশ্বাস করে এই কার্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা এই জায়গাটা পজেশান নিয়ে আছে, কতদিন যাবত তারা সেখানে আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা এই জায়গা দখল করে আছে, তাদের নামে রাস্তার ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে জায়গাটা পজেশান করে আছেন, বর্তমানে সেটা কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— আগেই বলা হয়েছে যে এই জায়গাটার কতকাংশ অবৈধ ভাবে অন্যের দখলে থাকায় রাস্তার কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন অবৈধ কথার অর্থ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অবৈধ কথার অর্থ হল ন-বৈধ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— যে জায়গাটা অবৈধ ভাবে দখল করে আছে, সেখানে কোন বাড়ী ঘর আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে বলা হয়েছে যে অবৈধ ভাবে দখল করে আছে, এর বেশী বলার ক্ষমতা আমার নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— দখলদারের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই রাস্তার কাজ কতদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— যতদিন পর্যন্ত যারা অবৈধ ভাবে দখল করে আছে তাদেরকে উঠাতে না পারি ততদিন পর্যন্ত রাস্তার কাজ করা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, scope of supplementry can not be wider than the original question.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— It is related—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে লোকটা জায়গাটা দখল করে আছে, তাকে উঠিয়ে দিয়ে রাস্তার কাজ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ন্যায় সংগত সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— ন্যায় সংগত সমস্ত ব্যবস্থা বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝাতে চান বলবেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আইনানুগ ব্যবস্থা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যিনি অবৈধ ভাবে জায়গা দখল করে আছেন, তার নামে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে কি না, এবং করা হয়ে থাকলে কোন ধারা মতে তা করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে বলা হয়েছে যে আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। যখন কাজ নেবে তখন নিশ্চয়ই সমস্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সেখানে রাজার আমল থেকেই তারা খাজনা বাদে থাকত। রাজার আমলে এই আইন চালু ছিল যে রাজার আদেশ ছাড়া ত্রিপুরার মধ্যে কোথাও দালান বাড়ী করা যাবে না, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে প্রশ্ন হল যে মহারাজার সময়ে কি আইন ছিল এবং

সেটা আইনানুগত ভাবে করা হয়েছে কি না? অতএব আমি সেটা না জানা পর্যন্ত আমার পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেই জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা অস্বীকার করতে চান, যে লোকটা সেই জায়গা দখল করে আছে, তার দখলি সত্ব আছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে স্বীকার অস্বীকারের কথা নয়। আমি বলেছি যে প্রস্তাবিত রাস্তার কতকাংশ অবৈধ ভাবে অন্যের দখলে থাকায় রাস্তার কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, রাজার আমলে ভূমি বন্দোবস্ত অর্থাৎ দখলিসত্ব বলে একটা আইন ছিল? অর্থাৎ যারা জমি দখল করে আবাদ করত, বা সেখানে কোন কন্‌স্ট্রাকশান করত সেখানে তাদের একটা দখলিসত্ব এস্টাব্লিশড হত?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে রাস্তার কতকাংশ অবৈধ ভাবে অন্যের দখলে থাকায় রাস্তার কাজ বন্ধ আছে। আমরা এখানে অবৈধ বলেছি। সেটা যদি আইনানুগ না হয়, তাহলে সেখানে কোর্ট আছে সেখানে বিচার হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অবৈধ কি কারণে বলা হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— যে কারণে অবৈধ হয় সেই কারণেই অবৈধ বলা হয়েছে। ফার্দার যদি জানাতে হয়, তাহলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অবৈধকারীদের ল্যাণ্ড রেভিন্যুএ্যাক্টের পনের ধারা মতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— ২২৮।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :— কোয়েশ্চান নম্বার ২২৮।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট কত 'বার্ড' গান্ধীগ্রাম পোলট্রি ফার্মের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহার জন্য মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে;	মোট ৪,০০০ টা। মোট ৪,৭৮১'৯৫ পয়সা।
(২) ঐ বছর মোট কত 'বার্ড' ঐ ফার্মে তৈরী হইয়াছে;	মোট ৭,৭৫৮ টা।

(৩) মোট কত 'বার্ড' (i) বিক্রয় এবং (ii) বিলি হইয়াছে ;	(i) ৩,২৫৯ টা, (ii) ২,৯৮৭ টা।
(৪) বর্ত্তমানে মোট কত বার্ড আছে ;	মোট ৫,৮৩৩ টা (৩১ মার্চ, ১৯৬৭)
(৫) ফার্মটিতে যদি লোকসান হইয়া থাকে তবে গত বৎসর কত টাকা লোকসান হইয়াছে ?	মোট ৮২,৩৯৩'৪৪ পয়সা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৬ই এপ্রিল ত্রিপুরা টাইমসে এই ফার্মের বিরুদ্ধে যে দূর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে, সরকারের এই সম্পর্কে বক্তব্য কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ ঃ— এই সম্বন্ধে দূর্নীতির কোন প্রমাণ সেখানে নেই, কাজেই সেই সম্পর্কে প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ কিছু বলেন তাহলে সেটা তদন্ত করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ১৯৬৫-৬৬ সালে এই ফার্মের জন্য দশ হাজার বার্ড উৎপাদন করা হয়ে ছিল এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে দশ হাজার বার্ড উৎপাদন করা হয়েছিল এবং পরে আরও দশ হাজার বার্ড কেনা হয়েছিল কি না ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ ঃ— এটার লিস্ট এখানে দেওয়া হয়েছে ১৯৬৬-৬৭ সালে কত বার্ড আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ফার্মে এখন মাত্র তিন হাজার বার্ড আছে এবং সরকার থেকে খোরাকী বাবদ ২৭ হাজার বার্ডের খোরাকী দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :— বর্তমানে মোট বার্ড আছে ৫৮০০, এটাই প্রকৃত তথ্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মহোদয় কি বলতে পারেন, পত্রিকায় যে অভিযোগ করা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :— আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করবার ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ ঃ— তদন্তের ব্যবস্থা সব সময়েই থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে লোকসানের পরিমাণের কথা যে উল্লেখ করেছেন, কি কারণে লোকসান হল সেটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— সাবসিডি বেসিসে এই সমস্ত বার্ড বিলি করা হয়। এটা একটা ব্যবসামূলক প্রতিষ্ঠান নয়, এটা হচ্ছে একটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান যার জন্য সাবসিডি বেসিসে এইগুলি দেওয়া হয়, তার জন্য লোকশান হয়। তাছাড়া আনুসংগিক ডিপার্টমেণ্টাল খরচ আছে, এই সমস্ত পালনের জন্য, খাদ্যের জন্য ব্যয় আছে, এই সমস্ত কারণে লোকসান হয়। লাভ থেকে এইগুলি পুরণ করবার ব্যবস্থা নাই কারণ এটা হচ্ছে একটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৯।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরায় প্রত্যেক সাবডিভিসনেল হেড্কোয়াটারে আদালত compound বা সন্নিকটে Bar Library আছে কি ?	ক। হ্যাঁ, একমাত্র অমরপুর সাবডিভিসানেল হেড্কোয়ার্টারের আদালত কম্পাউণ্ড ব্যতীত।
খ) বার লাইব্রেরীর জায়গা লাইব্রেরীর নামে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড হইয়াছে কি ;	খ) না।
গ) ধর্ম্মনগর বার লাইব্রেরীব জায়গা উক্ত বার লাইব্রেরী বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য বিগত ১৩।১।৬৪ ইং দরখাস্ত দিয়াছেন কি ;	গ) হ্যাঁ।
ঘ) ধর্ম্মনগর Addl. S. D. O বিগত ১৩।১।৬৪ ইং এবং ২৮।১।৬৬ ইং	ঘ) হ্যাঁ, এডিসনেল সাবডিভিসনেল অফিসারের বিগত ১৩।১।৬৪ ইং তারিখের লিখিত

ধর্ম্মনগর বার লাইব্রেরীর জায়গা বন্দোবস্ত পাওয়ার পক্ষে রিপোর্ট দিয়াছেন কি ;	রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী ২৮।১।৬৬ ইং তারিখের রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া প্রকাশ পায় না।
ঙ) যদি ঐ দরখাস্ত ও রিপোর্ট সরকার পাইয়া থাকেন—ফলাফল কি ?	ঙ) ধর্ম্মনগর টাউন বর্ত্তমানে সার্ভেসেটেল-মেণ্টে অপারেশানে থাকায় পরবর্ত্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, বার লাইব্রেরীর জায়গা বার লাইব্রেরীর নামে জোত রেকর্ড হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে আগেই বলা হয়েছে এ্যাটেস্টেশান এখনও হয় নাই, অতএব এ্যাটেস্টেশানের আগে বলতে পারব না এটা রেকর্ডেড হয়েছে কি না ? তবে ন্যাচারেলি ত্রিপুরাতে যত বার লাইব্রেরী আছে তার রেকর্ডের যে খতিয়ান সেটা গভর্ণমেণ্টর নামে। অতএব এ্যাটেশ্টাশানের পূর্বে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত জায়গায় বার লাইব্রেরী আছে সেই সমস্ত জায়গা বার লাইব্রেরীর নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় কুত্রাপি কোন জায়গা বার লাইব্রেরীর নামে দেওয়া নয় নাই, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের নামে এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ভবিষ্যতে এ্যাটেশ্টেশান কম্পলীট হওয়ার পর এই সমস্ত জায়গা বার লাইব্রেরীর নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রের খতিয়ান হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টর নামে হয়েছে। অতএব কোন বিশেষ বিধান সেই জায়গায় করতে গেলে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বার লাইব্রেরীর নামে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া সংগত মনে করেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সংগত, অসংগত মনে করেই গভর্ণমেণ্টের খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— যদি খতিয়ান ত্রিপুরা সরকারের নামে করা হয়, তাহলে বার লাইব্রেরীকে দখলকার বলা হবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত হিসাবেই থাকেন তারা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ভূমি সংস্কার আইনে যে সমস্ত দখলকার আছে তাদের দখল দেওয়া হবে নয়ত তাদের উচ্ছেদ করা হবে, এটা আইনের বিধান কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা হল কৃষি আইন বা ল্যাণ্ড রিফর্মস, এ্যাগ্রিকালচার রিফর্মস এ্যাক্ট, ত্রিপুরা।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রীসুনাল দত্ত :— ২৬০।

শ্রীশচান্দ্রলাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলিত বৎসরে কত পরিবার ভূমিহীন জুমিয়া আদিবাসীকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে ?	১। ভারত সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ অনুসারে সংখ্যা স্থির করা হইবে।
২। এই সকল ভূমিহীন জুমিয়া আদিবাসী পরিবারের মংকুমা ওয়ারী সংখ্যা—	২। এই সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— সমগ্র ত্রিপুরায় কত হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন পাওয়ার বাকী ?

শ্রীশচান্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে পাঁচশত টাকা জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয় সেটা পর্যাপ্ত নয়, এর দ্বারা পুনর্বাসন হয় না ?

শ্রীশচান্দ্রলাল সিংহ :— এটা টাকার ব্যয়ের উপর এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে, জমির অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ টিলা জমি যদি হয়, গাছের গুঁড়ি সেখানে থাকে সেই জায়গাতে এক রকম হবে, আর যেই জায়গাতে নল খাগড়া বা বাঁশ থাকে সেটা একরকম হবে, অতএব সেটা জায়গার পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এই পাঁচশত টাকা পূর্বে এই পরিবেশের উপর নির্ভর করেই ধরা হয়েছিল। বর্তমানে আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে বর্ধিত করার জন্য এবং মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সেই জন্যই উত্তরে লেখা হয়েছে যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ অনুসারে সংখ্যা স্থির করা হইবে। এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের

মঞ্জুরী আসে নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারী কৃষি দপ্তর থেকে যারা তপশীলি ভুক্ত নয় তাদের ১৯১০ টাকা করে দিচ্ছেন, আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে মাত্র পাঁচশত টাকা করে দেওয়া হয় এই পার্থক্যের কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— একটা হচ্ছে রেভিন্যু ডিপার্টমেণ্ট এবং আরেকটা হল আদিবাসীদের জন্য জুমিয়া রিহ্যাবিলিটেশান। রেভিন্যু ডিপার্টমেণ্ট বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা দিচ্ছেন। এটাকে একই হারে করার জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্া :— যে সমস্ত জুমিয়া আংশিক পুনর্বাসনের টাকা পেয়েছেন বাকী দুইশত টাকা এখনও পান নাই বহু আবেদন নিবেদন করার পরও, সরকার এই বিষয়ে কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত মঞ্জুরী আসে নাই সেই জন্য দেওয়া হচ্ছে না, যখনই মঞ্জুরী আসবে তখনই এটার কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— বর্তমান খাদ্য সংকটের কথা বিবেচনা করে জুমিয়া পুনর্বাসন এর কাজ সরকার দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা নির্ভর করে ভারত সরকারের আর্থিক মঞ্জুরীর উপর। ভারত সরকারের মঞ্জুরী না আসলে পরে জুমিয়া গ্র্যাণ্ট দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্া :— যে সমস্ত জুমিয়া এবং ভূমিহীন দীর্ঘদিন যাবত খাস ভূমি দখল করে আছে তাদের পুনর্বাসর না হয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাদের যাতে দ্রুত সরকার পুনর্বাসন দিতে পারেন তার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমাদের যতটুকু অর্থের বরাদ্দ থাকে, সেই অনুসারে আমরা তা স্থির করি এবং সেই অনুসারে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করি। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, ভূমিহীন জমি দখল করে থাকলেই উচ্ছেদ হয় না যদি সেটা খাস জমি হয় এবং যদি না সেটা গভর্ণমেণ্টের জন্য খাস রাখা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— যে সমস্ত জুমিয়া খাস ভূমি দখল করে বসে আছে সরকার তাদের এই বছর পুর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ভূমিহীনদের সব সময়েই পুনর্ব্বাসন দেব এটা আমাদের নীতি, অতএব এই অনুসারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— কোন কোন জুমিয়া তাদের এ্যালটেড ল্যাণ্ড অন্যত্র বিক্রী করে স্থানান্তরে চলে যাচ্ছে, এটা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার বাহাদুর থেকে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না বা হচ্ছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমাদের আইনেই সেটা আছে যে Tribal lands can not be transferred without permission of the authority concerned.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জুমিয়া গ্র্যান্ট বাড়ানোর জন্য যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠান হয়েছে তার টাকার পরিমাণ কত এবং কোন তারিখে, কোন সনে পাঠান হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— টাকার পরিমাণ হচ্ছে ১৯১০ টাকা, গতবার সেটা পাঠান হয়েছে এবং সেটা পারস্যু করা হচ্ছে। প্ল্যানিং কমিশন এ্যাগ্রী করেছেন, হোম মিনিষ্ট্রি থেকে সেটা পাশ হয়েছে এবং it is now lying with the Finance Ministry.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, যে সমস্ত জুমিয়া এতদিন খাস জমি দখল করে ছিল, বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক চাপে পড়ে হয় জমি বিক্রী করে নয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখন ফরেষ্ট রিজার্ভ আছে, প্লানটেশান আছে, সেই সমস্ত জায়গাতে যদি কারও প্ররোচনায় বসে এবং সেখানে গাছ ইত্যাদি নষ্ট করে তাহলে বিধান আছে তাকে ফৌজদারীতে সোপার্দ করা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যদিও আইনের মধ্যে আছে ট্রাইবেলের জায়গা নট ট্র্যান্সফারএবল, কিন্তু কার্য্যতঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কার্যতঃ সমস্ত কিছু আমরা মেনে চলছি, তার অন্তরায় কোন জায়গা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন জায়াগায় এবং কোন কোন পরিবারকে এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে রক্ষা করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ত্রিপুরার সর্ব্বক্ষেত্র হইতেই তাদেরকে রক্ষা করা হচ্ছে এবং হবে।

শ্রীঅঘোর দেববার্ম্া :— মন্ত্রী মহোদয় জায়গার নাম এবং মানুষে নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— যেমন আপনি আছেন চড়িলামে সংরক্ষিত অবস্থায়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশান নাম্বার ১১৯।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশচান নাম্বার ১১৯ স্যার।

QUESTION	REPLY
1. Whether any proposal has been sont to the Govt. of India to fix-up minimum Wages for the motor transport workers of Tripura ;	1. No.
2. if so, what is the persent position of the same proposal ?	2. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মোটর ওয়ার্কার্সদের ওয়েজ ফিক্স আপ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— মোটব ওয়ার্কার্সদের ওয়েজ ফিক্স আপ করার জন্য ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে শ্রমিকদের তিনজন প্রতিনিধি আছেন। এছাড়া বারের একজন প্লীডারকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। এই কমিটির চারটি সিটিং হয়েছে। বিভিন্ন ডাটার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ডাটা কালেক্ট করা হচ্ছে এবং আগামী ৩১।৮।৬৭ তারিখের মধ্যে তারা তাদের যে রিপোর্ট সেটা দাখিল করবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, গত ৯ই মে ত্রিদলীয় বৈঠক নিম্নতম মজুরী সম্পর্কে কোন চুক্তি হয়েছিল কি না এবং যদি হয়ে থাকে তা হলে কি কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— That is separate question Sir, I want notice of it ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটির মধ্যে মোটর ওয়ার্কার্সদের ওয়েজ সম্পর্কে কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এটা তাদের পূর্ণ রিপোর্ট যখন তারা দেবে তখন অফিস্যাল প্রস্তাব একটা দিবে পারব। ষ্টেজে ষ্টেজে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দিতে তারা বাধ্য নন। আমরা তাদের কাছ থেকে স্টেজ বাই স্টেজ কোন রিপোর্ট পাই নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কমিটির মধ্যে এই পর্যন্ত কি কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— এটা কমিটির বিচার্য বিষয়, কমিটি এখনও গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন রিপোর্ট সাবমিট করে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৬৭ সালে এ পর্যন্ত কয়টি মোটর দুর্ঘটনায় কত লোক (১) নিহত এবং (২) আহত হইয়াছেন ;	
২) এই সংখ্যা গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় বেশী না কম ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে
৩) যদি বেশী হইয়া থাকে কত বেশী এবং তাহার কারণ কি ,	
৪) মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?	

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কতদিনের মধ্যে আমরা উত্তর পাইতে পারি ;

মিঃ স্পীকার ঃ— পনের দিনের মধ্যে আপনারা রিপ্লাই পেয়ে যাবেন।

Mr Speaker : - Shri Monoranjan Nath, M. L. A.

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 250

Shri S. L. Singh :— Question No. 250.

QUESTION	REPLY
a) What quantities of imported foodgrains for Tripura were found shortage at the time of transit, storage, handling in the year 1966 -67.	Rail transit shortage 587,722 M. T. 15,746 mds. 15 srs. 46 tolas. Road transit shortage or handling shortage 8,777 M. T. 235 mds. 6 srs. 41 tolas. Storage shortage. 15,416 M. T. 413 mds. 1 sr. 11 tolas.
b) What steps Govt. proposed to take to minimise the shortage ;	To minimise Rail transit shortage departmental staff has been posted at Railheads and police personnal have been instructed to keep watch at Railheads . To minimise handling on road transit shortage arrangenment has been made to transport foodgrains direct from the Railhead to some consuming godowns. Checking

aud supervision have been arranged with appreciable improvement.

To minimise storage shortage arrangement is being made to strenghthen the technical staff and for replacement of kutcha godown by roddent proof pacca godown. Supervision on storage has also been tightened up with appreciable reduction in storage which is negligible in 1966—67.

c) What quantities of food-grains imported in the year 1966—67.	26,500 M. T.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, স্টোরেজ এর মধ্যে এত অধিক সর্টেজ হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—স্টোরেজ সর্টেজ এখানে দেখা যাচ্ছে ০.৬। So it is not so high.

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই মহকুমার চেবড়ী অঞ্চলে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?	না।

খ) যদি থাকে, তবে এই পরিকল্পনা কবে কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হইবে।	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— চলতি পরিকল্পনাগুলিতে চেবড়ী অঞ্চলে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার স্থাপনের আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— আপাততঃ কোন আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সমস্তগুলির সংগে চেবড়ীর কথাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— এ' অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— ত্রিপুরার লোক্যালিটিওয়া ইজ অনেক জায়গায়ই প্রয়োজনীয়তা আছে। যেই যেই জায়গার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং প্ল্যানের মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলি কি করে বেস্ট ওয়েতে সেট আপ করা যায় সেটা বিবেচনা করে এই বছরে যে পরিকল্পনা নেওয়া হবে তখন এটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— চলতি পরিকল্পনাগুলিতে চেবড়ী অঞ্চলে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার স্থাপনের আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদর দিতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— আপাততঃ কোন আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয় তবে সমস্তগুলির সংগে চেবড়ীর কথাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫।

QUESTION	ANSWER
1. Whether all the sweepers' passage within the Agartala Municipality admit of plying wheel-barrows ;	No.
2. if not, what step the Government propose to take to improve such roads ?	Work of further improvement of sweepers passage of about two miles will be taken up during

1967—68. This work can be done only in dry season ; The sweeper's passages will gradually be improved.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যখন সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশান হয়, তখন এই পেসেজের জন্য কোন রকম রাস্তা এ্যালটমেণ্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা কোন জায়গায় করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা বিভিন্ন জায়গায়ও নেওয়া হতে পারে এবং অন্যান্য জায়গায় বা পার্টিকুলার কোন একটা রোডেও নেওয়া হতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে প্ল্যান করা হয়েছে, রাস্তাগুলির নির্দিষ্ট এ্যালাইনমেণ্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখানে বলা হয়েছে যে ড্রাই সীজন না আসলে পরে সেটা সম্ভবপর নয়, অতএব ড্রাই সীজন এলে পরে সেটা আরম্ভ হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— রাস্তা করার জন্য ল্যাণ্ড এ্যালটমেণ্ট করা আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কোন কাজ করতে হলে পরে কাজ সুরু হবে মানেই হল তার এ্যালাইনমেণ্ট থাকে এবং সমস্ত এ্যালাইনমেণ্ট করে তার পর সেটা করতে হয়। কত মাইল রাস্তা হবে না হবে ইত্যাদি দেখে সেই অনুসারেই এটা বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— কোন্ কোন্ জায়গার নাম অলরেডি প্রোপোজ করা হয়েছে, তার নামগুলি মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৬৭ সালে প্রতিমাসে এ পর্য্যন্ত কত উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে,	(নিচের সারণি দেখুন)

মাসের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোক সংখ্যা
জানুয়ারী, ১৯৬৭	৬৫	৩৮৩
ফেব্রুয়ারী ,,	১৭৬	১০৬৪
মার্চ ,,	২৭৯	১৬৩২
এপ্রিল ,,	১৪০	৮৪২
মে (২৭ তারিখ পর্যন্ত) ১৯৬৭	২৪১	১২৩৯
মোট—	৯০১	৫১৬০

প্রশ্ন	উত্তর
২। ইহাদের ত্রিপুরার বাইরে পাঠাইবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	ইহাদের ত্রিপুরার বাহিবে পাঠাইবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
ত্রিপুরা সরকার এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়াছেন কি ?	হ্যাঁ। ত্রিপুরা সরকার এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়াছেন।
৪। যদি যোগাযোগ করিয়া থাকেন, তাহাদের বক্তব্য কি ?	এ পর্যন্ত ৪৯টি পরিবারকে মধ্যপ্রদেশের মান্না শিবিরে পাঠাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১

QUESTION	REPLY
1. Whether it is a fact that large numbers of tea gradens have failed to implement the housing scheme of the Central Government for their labourers ?	1. Yes.
2. if so, what steps the Government has taken to see that the scheme be implemented ?	2. Action is being taken to persuade the owners of the tea gardens to implement the Plantations Lobour Housing Scheme.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ কোন্ বাগানে ইম্প্লীমেণ্টেড হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— রামদুর্লভপুর নূতন ভাবে পনেরটি, মেখলিপাড়া তিনটি, মনুভেলি—দুইটি, লক্ষীলুঙ্গা—তিনটি, মনতলাতে—ছয়টি করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এ্যাকর্ডিং টু স্কীম, যতগুলি করা দরকার, সেই প্ল্যানের কাজ কি শেষ হয়েছে না আরও বাকী আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— আরও অনেক কিছু বাকী আছে। এটার যে স্কীম, গভর্ণমেণ্ট সেটা পারসুয়েড করছে, কিন্তু এমন কোন আইন নাই যে জোর করে তাদেরকে করান যায়। সেটাকে কারনোর জন্য গভর্ণমেণ্টের কিছু লোনের প্রভিশান আছে, যাতে ঐ বাগানগুলিকে ঋণ দেওয়া যায়। তারা যাতে সেই ঋণ নিয়ে হাউসিং স্কীমকে ইম্প্লীমেণ্ট করতে পারে, তার জন্য বাজেটে প্রভিশান আছে। কিন্তু যে টার্মস এণ্ড কনডিশান ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে আছে সেটা মালিক পক্ষ মেনে নিচ্ছেন না বলে এই কাজগুলি হতে পারছে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বাবদ কত টাকা স্যাংশান আছে এবং তার মধ্যে কত টাকা এই ব্যাপারে খরচ হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— কোন ঋণ এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। গত বছর ৫৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, এই বছর টোকেন হিসাবে ২৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। যদি ডিম্যাণ্ড বাড়ে, তাহলে সরকার থেকে প্রভিশান বাড়ানোর মত উপায় আছে। কিন্তু মালিক পক্ষ

থেকে ঋণ নেওয়ার কোন আগ্রহ না থাকায় এবার ৫৫ হাজার থেকে কমিয়ে ২৫হাজার টাকা টোকেন হিসাবে রাখা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— যে সব টার্মস এণ্ড কনডিশান দেওয়া হয়েছে ঋণ নেবার জন্য সেইসব টার্মস এণ্ড কণ্ডিশানগুলি কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এর জন্য সেপারেট নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— ত্রিপুরায় কতজন লেবার আছে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এটা সরাসরি এই প্রশ্ন থেকে আসেনা তবে এর জন্য সেপারেট্ প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর দেব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে প্রশ্নে আছে হাউসিং স্কীমে কতটা হাউস দেওয়া হয়েছে, হাউস যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে লেবারের সংখ্যাটা আসে। সেই প্রশ্ন আসে যদি আমরা পরিবারের সংখ্যা অনুপাতে কতটা হাউস হল সেটা আমরা জানতে চাই, সেই জন্য এই প্রশ্নটা আসে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি, আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, লোনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ আছে সেই টাকার জন্য কোন বাগান দরখাস্ত করেছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— এই বছর এখন পর্য্যন্ত কেউ করে নাই, বিগত বছরের জন্য হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে টার্মস এণ্ড কনডিশান বাগানের মালিকগণ করতে চান না বলে বললেন, সে টার্মস এণ্ড কণ্ডিশানগুলি লিবারালাইজড করা যায় কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এইগুলি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সকীম। যদি তাদের কাছ থেকে কোন স্পেসিফিক ডিম্যাণ্ড আসে তাহলে তাদের কেস্ আমরা রিকম্যাণ্ড করতে পারি।

Mr Speaker :— There is one Unstarred Question—Question No. 221 asked by Shri Manoranjan Nath, M. L. A.,

The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Question.

(Reply to the Unstarred Question is shown in Appendix "A")

CALLING ATTENTION NOTICE.

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notice from Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. on the subject—

'গত সপ্তাহে সাব্রুম বিভাগের মাগরুমের শ্রীলইয়াচন্দ্র ত্রিপুরা, শহন সিং ত্রিপুরা এবং চাঁদ সিং ত্রিপুরার অনাহারে মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা।'

I have given consent to the Motion of Shri Bidya Chandra Deb Barma to-day.

I would request the Hon'ble Mioister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L, Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, I shall make statement on the 23rd June, 1967.

Mr. Speaker :— Yes, Hon'ble Chief Minister will make statement on 23rd June, 1967.

Privilege Motion.

Mr. Speakr :— I have gone through the question of breach of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. It has been alleged by him that the Chief Minister incourse of replying to the Supplementary questions made remarke to him by saying—'মাননীয় সদস্য কিছুই জানেন না।' and thus he hascommitted a Breach of Pivilege and contempt of the House.

Under Proviso II of Rule 134, the Chief Minister, who was consulted has stated that he did not make any such remarks in course of replying Supplementary Questions. He did not remember to have casually make such remarks. From this point of view, I am satisfied that there is no prima-facie case that a breach of prlvilege has been committed.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে…

Mr. Speakrr :— Hon'ble Member, I have already given my ruling on this.

Shri Aghore Deb Barma :— আপনার রুলিং আমি শুনেছি। এখন কথা হল উনি যদি অস্বীকার করে থাকেন ভাল কথা, কিন্তু প্রসিডিংসের মধ্যে নিশ্চয়ই এটা থাকার কথা।

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION).

Introduction of the West Bengal-Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business, the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No, 4 of 1967) is to be introduced in the House. I shall request the Hon-ble Sachindra Lal Singh to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to irtroduce the West Bengal Securrity (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes.

As many as are contrary opinion will please say Noes.

—

Mr. Speaker :— I think. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

The leave to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) is granted.

Secretary read out the long title of the Bill.

Mr. Speraker : – I shall call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

Mr. Speaker :— The question before the House is that the West Bengal Sucurity (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) be introduced.

As amny as are of that opinion will please say Ayes.

Ayes.

As amny as are of contrary opinion will please say Noes.

—

Mr. Speaker :— I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

The West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) is introduced.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to move his Resolution that—

"This Assembly directs the Government of Tripura to introduce a bill

within the current financial year incorporating therein the provisions for dealing with the hoarders of food-grains."

The Mover of the Resolution is absent, so the Resolution falls through.

There is another resolution of Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that—

"This Assembly directs the Government to implement the decision of the House regarding separation of Executive from Judiciary."

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—

'This Assembly directs the Government to implement the decision of the House regarding separation of Executive from Judiciary'.

অর্থাৎ ইতিপূর্বে এই হাউসের মধ্যে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। অন প্রিন্সিপল্ এই সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত থাকার কথা নয়, সকলেই একমত। কাজেই আজকে নূতন করে বলার মত কিছুই নাই। তদুপরি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশান' এর মধ্যেও একটা ডাইরেকটিভস আছে যাতে এই এক্সিকিউটিভকে জুডিশিয়ারী থেকে সেপারেট্ করা হয়, কিন্তু এই হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরও আজ পর্যন্ত ইমপ্লীমেণ্ট করা বা কার্যকরী করা হচ্ছে না। এর ফলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। এস, ডি, ও এ, ; এস, ডি ও যারা থাকেন তারা আণ্ডার এ্যাডমিনিস্ট্রেশান থাকেন, কাজেই হেড অব দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে খুশি করার জন্য তাদের অনেক কিছু করতে হয়। বিচার বিভাগের কোন দায় দায়িত্ব তাদের বিশেষ কিছু থাকে না। এই যে একটা এ্যানমলীজ চলছে এইগুলি অন্ততঃ নজরে আনা দরকার বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ আজকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এক্সিকিউটিভ থেকে জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করা দরকার। আমি কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি কিভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। আমাদের সদরের যে জোন্যাল এস, ডি, ও, উনার সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। কারণ তিনি মন্ত্রীদের খুশি করার জন্য— উনাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে দোষারূপ করছি না, প্রয়োজনের তাগিদে বা চাকুরীর জন্য হয়ত তিনি এইগুলি করে চলছেন, যাই হউক সেগুলি নজিরে আনা দরকার। এমন বহু ঘটনা আছে, যে সমস্ত ঘটনাগুলি ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রের কোর্টের মধ্যে উনার এই সমস্ত কাজকর্ম্মগুলি ইল্লিগ্যাল বলে ডিক্ল্যায়ার করা হয়েছে এবং উনার কোর্টে যে সমস্ত কেস্ পেণ্ডিং ছিল সেই সমস্ত কেস্গুলি অন্য কোর্টে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কেস্ নাম্বার ৮৫, ১৯৬৬। গত ছয় মাস পূর্ব্বে শহরের এক মেয়ে মালতী দেবীর বিরুদ্ধে এস, আর, চক্রবর্ত্তীর কোর্টে নালিশ করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে এই মহিলা নালিশ করলেন, তাদের নামে নন-বেলএবল ওয়ারেণ্ট ইস্যু করেন। যথা সময়ে আসামীদ্বয় উপযুক্ত জামিনদার নিয়ে কোর্টে হাজিরা দেন। তাদের দশ হাজার টাকা করে

জামিন মঞ্জুর করলেন। জামিন মঞ্জুর করার পর তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ফাইলটা চাপা দিয়ে রাখেন এবং সন্ধ্যার সময় যখন কোর্ট কাছারী বন্ধ হয়ে যায় তখন জামীনদারের উপযুক্ততা সম্বন্ধে এনকোয়েরী করার জন্য কাগজ পত্র কোতোয়ালীতে পাঠিয়ে দেন। এই প্রফুল্ল বালা দেবী একজন বৃদ্ধা মহিলা ৭০ বৎসর বয়স, উনি শহরের একজন দেববর্ম্মা, গণ্যমাণ্য ব্যক্তির স্ত্রী, এই বৃদ্ধা মহিলার জামিন মঞ্জুর করার পরও তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তাকে তিনদিন বাস করতে হল এবং সোমবারের পরে তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। এ ভদ্রমহিলা তাড়ক ঠাকুরের স্ত্রী, হাজতে যখন ছিলেন তখন খাবার খাওয়াত দূরের কথা এমন কি জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নি। কেন এই অবস্থা ঘটল, যেহেতু এ' মালতী দেবী, যে মহিলাটি নালিশ করেছিল তার বয়স কম, এই রকমও শোনা যায় রাত্রি ১২টা ১টার সময় এস, আর, চক্রবর্ত্তীর বাসায় আসা যাওয়া কবেন। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন, আমি তার প্রমান দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারি। যাই হোক ডিটেলসে আমি যাচ্ছিনা। এইভাবে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে অনর্থক তিনদিন হাজতে রাখা হল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কি হল, এনকোয়েরী যখন করা হল, তাতে দেখা গেল এটা ভিত্তিহীন, এই রকম রিপোর্ট দেওয়া হল, কেস্ ডিসমিস হয়ে গেল। এই রকম বহু ঘটনা আছে আজকে সারাদিন বললেও শেষ হবেনা। কেস্ নাম্বার যদি জানতে চান আমি দিতে পারি। ৩০, ৯, ৬৬, আণ্ডার সেকশান ১০৭, ১১৪, যে ধারা মতে তাদের আটক করা হয়েছিল, সেই ধারা মতে দশ হাজার টাকার জামিনের প্রয়োজন পরেনা। পার্সন্যাল বণ্ডেই হতে পারত। কিন্তু তাদের উপর যেহেতু গ্রাজ আছে, সেই জন্য তাদেরকে হাজত বাস করতে হবে, এই চলছে অবস্থা। পার্সন্যাল গ্রাজ'ত আছেই, তার উপর যদি কম্যুনিষ্টের গন্ধ থাকে, তাহলে'ত কথাই নাই। দশ হাজার, পনের হাজার টাকায় বেল দেওয়ার পরও একদিন হাকিম সঙ্গে সঙ্গে পুলিস দিয়ে রাস্তা থেকে ধরে এনে মার পিট করেন এমন নজীরও আছে। ছয় মাস পূর্বে কাতলামারা কনষ্টিটিউয়েনসীতে কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেড় করা হয়। তারপর প্রথম দিনে দেবেন্দ্র দেব'এর সঙ্গে কয়েকজন আসামীকে ধরা হয়। একই কেসের আসামী, প্রথম সিফটে যারা হাজিরা দেয় তাদের পাঁচশত টাকা জামিনে বেল দেওয়া হয় এবং পরের দিনে দেবেন্দ্র দেব এবং আদারস যখন কোর্টে হাজিরা দিল, তখন তাদের পাঁচশত টাকা জামিনে বেল দেওয়া হলনা। করণ তারা কম্যুনিষ্ট অতএব তাদের জেলে আটকে রাখতে হবে। কংগ্রেসের কেউ যদি তদন্ত করতে চান, তাহলে সেই তদন্তের মেটেরিয়ালস আমি সাপ্লাই করতে রাজী আছি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তা করবেন না, কারণ এস, আর চক্রবর্ত্তী একজন কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করছেন। কাজেই তার বিরুদ্ধে এনকোয়েরী হবেনা। একই কেসের আসামী যারা, প্রথম ব্যাচের আসামীদের পাঁচশত টাকা জামিন দেওয়া হল, আর পরবর্তী সময়ে তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা জামিন এবং দুইজন সিউরিটি

চাওয়া হল বিভিন্ন ফেঁকড়া তুলে তাদের হাজতে আটক রাখা হল। আবার অনেক সময় দেখা যায় জামিনও তাদের দেওয়া হয়না এই রকম ঘটনাও আছে। তারপর এই সম্পর্কে প্রথম ব্যাচে যখন পাঁচশত টাকা জামিন দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় ব্যাচে পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া হল তখন আসামীরা জাজ কোর্টে আপীল করতে বাধ্য হল। তখন জাজ রায়ে লিখলেন যে এটা সম্পূর্ণ ইলিলগেল যেহেতু একই কেসের আসামীদের পূর্বে পাঁচশত টাকা জামিন দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে পাঁচ হাজার করা হয়েছে, এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি এলাউ করেন, তাহলে আমি তার জাজমেণ্ট প্রডিউস করতে পারি। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে এই…

ফাস্ট ক্লাশ মেজিস্ট্রেট, তিনি একজনকে জামিন দিয়ে দিলেন। এস, আর, চক্রবর্তী তখন কোর্টে ছিলেন না। পরে যখন এটা তিনি এসে শুনলেন তখন মোল্লা শাহেবকে ডেকে নিযে অনেক গাল মন্দ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে অনেক মারধর করলেন এবং তাকে দিযে স্বীকারোক্তি করালেন কংগ্রেস হওয়ার জন্য। কংগ্রেস হওয়ার পর সমস্ত কেস ডিসমিস। এই চলছে ঘটনা। আপনারা যদি ড্যাটা চান তাহলে আমি কোর্ট থেকে সংগ্রহ করে দিতে রাজী আছি। হেড অব দি এক্সিকিউটিভকে খুশী করতে হবে, অতএব এই ভাবে কাজকর্ম্ম করে চলছে। ইদানিং একটা ঘটনা ঘটেছে, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত হাউসে উপস্থিত নেই, তিনি ভাল করে ঘটনাটা জানেন, কারণ উনার কনষ্টিটউয়েনসীতেই ঘটনাটা ঘটেছে। মুকুন্দ মজুমদার নামে একজনের কাছে দশ কেজি চিনি পাওয়া যায় এবং তাকে এ্যারেষ্ট করা হয়। প্রথমে তাকে জামিন পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। পরে অবশ্য তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকে একটা হ্যারাসমেণ্ট করতে হবে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী দয়ালানন্দ এবং বিভা চক্রবর্তীকে পাঁচদিন হাজতে আটক রাখা হল। যে ধারা মতে, যে সেক্শানে আটক করা হয়েছিল, সেই সেক্শানে বেল দেওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু গ্রাজ আছে অতএব পাঁচদিন তাদের আটক করে রাখা হল। এইভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। সেক্শান জাজ কি মন্তব্য করেছেন তা আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি।

IN THE COURT OF THE SESSIONS JUDGE : TRIPURA.

CRIMINAL MOTION NO. 185 of 1964.

Chandra Mohan Sarkar Vs. The State.

ORDER

Order No. 2 dt. 28/9/64

Record of lower court has been received.

Heard the learned lawyer for the petitioner and also the learned P. P.

This is an application for bail on hehalf of the petitioner Chandra Mahan Sarkar who is a accused in Cr. Case No. 537 of 1964 arising out of an F. I. R. being Sidhai P. S. Case No. 1 dated 4.9.64 u/s 447 148/149/379 I. P. C. An application for bail having been moved on behalf of the petitioner before Shri S. R. Chakraborty, the Sub-Divisional Magistrate, Sadar the petitioner has been ordered to be enlarged on a bail of Rs. 5000/- with two sureties. This application has been filed on the ground that the amount of bail is too heavy. I have gone through the materials on the records it appears that the learned Magistrate earlier passed an order dated 15.9.64 calling upon this self same petitioner to furnish a bond of Rs. 10000/- with two sureties as a condition of his release. It is a matter of surprise that the learned Magistrate should be passing orders of bail which, on the face of the orders, are so onerous as to amount to refusal to grant bail. The order of the learned Magistrate shows nothing to justify the imposition of such conditions of bail. It appears that other accused persons who are co-accused in the same case have been released on a bail of Rs. 500/- with two sureties of like amount.

I am, therefore, of the opinion that the ends of justice would be met if the petitioner be released on a bail of Rs. 500/- with two sureties of like amount. I accordingly order that the petitioner be enlarged on a bail of Rs. 500/- with two surites of like amount each to be furnished to the satisfaction of the District Magistrate, Tripura. Inform accordingly.

Mr. Speaker :— Hon'ble Member may lay it on the table of the House.

শ্রীঅঘোর দেববার্মা :— আমি এটা দিতে রাজী নই। কারণ এই রকম বহু ঘটনা আছে যেটা আমি এখানে রেফারেন্স হিসাবে আনছি। যদি হাউস এবং অনারএবল মিনিষ্টার এ্যাস্যুর করেন তাহলে আমি দিতে রাজী আছি। তাছাড়া আমি এটা দিতে বাধ্য নই।

Mr. Speaker :— I ask you to lay it on the table, it is direction from the Chair. If you make any reference, this should be laid on the table of the House.

Shri Aghore Deb Barma :— আমি এটা মানতে রাজী নই। হাউস যদি এ্যসিউর করেন, তাহলে একটা কেন আমি অনেক দিতে রাজী আছি। এ্যাট এনি মোমেন্ট আমি দিতে রাজী আছি। এই মুহূর্তে আমি এটা দিতে রাজী নই।

Shri Sunil Ch. Dutta :— On point of Order—মাননীয় সদস্য একটা প্রিন্টেড ডকুমেন্ট পড়েছেন। আমাদের যে আইন আছে, হাউসের কাজ চলার যে নীতি আছে, এতদিন যা আমরা পালন করেছি, রুলস অব বিজনেসেও আছে যদি কোন মেম্বার কোন টাইপ্‌ড কপি

বা ডকুমেণ্ট স্পীকারের নির্দেশ অনুযায়ী পড়েন তাহলে সেটা লে' করতে হয়। কিন্তু স্পীকার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও মাননীয় সদস্য সেটা পালন করতে চাইছেন না।

Mr. Speaker :— Nobody can read or quote from a document unless he be prepared to lay it upon the table. This rule applies to both Ministers as well as to other Private member. This restraint is similar to the rule of evidence in Court of Law, which prevents caunsel from citing documents which have not been contested.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোটামুটভাবে এই সম্পর্কে আমি যে জানিনা তা নয়, তবে অনেক সময় অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় বহু রেফারেন্স, বহু নজির হিসাবে আমরা এইসব পড়েছি, কিন্তু তার সবগুলি লে করেছি এমন কোন নজির নাই। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমাকে পারমিট না করতেন তাহলে আমি নিশ্চয় পড়তাম না। তিনি যদি বলতেন যে এটা হাউসে প্রডিউস করতে হবে, কারণ আমি উনার পারমিশান নিয়েই এটা যখন পড়েছি। যেহেতু পড়া হয়েছে, এটা দিতে হবে। এই যদি হয়, তাহলে হাউস যদি আমাকে এ্যাসিউর করে এটা দিতে হবে তাহলে একটা কেন, আমি বহু দিতে রাজী আছি।

মিঃ স্পীকার :— পারমিশান ছাড়া আপনি কোন কিছুই পড়তে পারেন না। পার্লামেণ্টারী প্রাক্টিস এণ্ড প্রসিডিউর অনুসারে আপনি যেটা পড়লেন সেটা আপনাকে লে করতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি এটা মানতে রাজী নই।

Mr. Speaker :— That is you are going to violate my ruling. Then you are disregarding the rulings or direction of the Chair. I want to know are you challenging the Chair ?

Shri Aghore Deb Barma :— আমি বাধ্য নই। হাউস যদি চায়, তাহলে আমি এটা দিতে রাজী আছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে পড়ার জন্য অনুমতি দিয়েছিলাম, এটার অর্থ এই নয় যে আপনি সেটা লে করবেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, আমি ঘটনার কথা বলেছি, পড়ার পর এটা দিতে হবে, সেটা আগে বলা উচিত ছিল।

Mr. Speaker :— 'Laying on the table, it is implied in the permission.

(Interruption)

Mr. Speaker :—আমি আশা করব মাননীয় সদস্যের উপর যেন কোন আনপার্লামেণ্টে স্টেপ আমাকে না নিতে হয়।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— On point of Order—

If the Mover of the Resolution dose not obe thes ruling of the Chair, I would request the Hon'ble Speaker to see if the admission of the resolution can be withdrawn.

Mr. Speaker :— Yes I am consulting with the rules.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, our party Leader and the Mover of the resolution may be consulted and then some decision may be arrived at about this issue and if necessary representative of other parties may also be consulted with the Speaker before any decision is taken.

Mr. Speaker :— I can not suspend the proceedings of the House.

Shri Ershad Ali Choudhurv :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি স্পীকারের রুলিং না মানেন তাহলে ২১৮ ধারা মতে—If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent, or unparliamentry or undignified he may, in his discretion, order that such work or words be expunged from the proceedings of the House. আমি মনে করি এটা এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া চলে।

Mr. Speaker :— I reserve my ruling regarding this issue for the time being.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— I draw the attention of the Chair and requesrt him to give us 10 minutes time to talk about this. So the House may be adjourned for ten minutes.

Mr. Speaker :— Alright, the House stands adjourned for 10 minutes.

The House met again at 12-45.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি, সেটার একটা প্রতিবিধান হবে এবং একটা এনকোয়েরী হবে, এই আশা নিয়েই আমি এটা এখানে সাবমিট করছি। আরেকটা ডকুমেণ্টও আছে, সেটা আমি পড়ছি এবং পড়ার পর সেটা দিয়ে দিচ্ছি।

IN THE COURT OF THE SESSIONS JUDGE : TRIPURA

CRIMINAL MOTION NO. 184 of 1964

Chandra Mohan Sarkar Vs. The State.

ORDER

Order No. 2 Dt. 28.9.64—Heard the learned lawyers for both the parties.

It appears that the petitioner Chandra Mohan alias Chandra Mohan Sarkar has been ordered under sub-section 3 of section 117 Cr. P. C. to execute a bond of Rs. 15000/- with two sureties of like amogunt failin

which the petitioner is to be remanded to Jail custody. The amonut of bond, to say the least, is probihitive and is calculated to detain the petitioner in Jail custody by making it impossible for him to furnish the bond.

Moreover the proviso to sub-section 3 of section 117 Cr. P. C. specifically lays down that the condition of the bond regarding the amount or the provision of sureties or the number of sureties or the pecuniary extent of their liability shall not be more onerous than those specified in the order under section 112 Cr. P. C. In the present case the same self Magistrate passed preliminary order on 9.9.64 u/s 112 Cr. P. C. requiring the present petitioner to show cause why he should not be ordered to execute a bond of Rs. 2000/- for keeping the peace for the period of one year. That being so, the order of the learned Magistrate requiring the petitioner to execute a bond of Rs. 15000/- under sub.section 3 of section 117 Cr. P. C. is clearly illegal.

It appears that on 18.9.64 as many as 9 other members of the Second party who appeared before Shri W. U. Mollah, Magitrate 1st Class, Sadar were ordered to be released on a P. R. Bond of Rs. 2000/- each with one surety. The learned Magistrate Shri S. R. Chakraborty himself ordered on 25.9.64 release of the second party members Lakshmi Charan Sarkar and Arjun Sarkar on execution of a preliminary bond of Rs. 2000/- each with two sureties of like amount each.

In such circumstances I hold that the order of the learned Magistrate dated 17.9.64 is illegal and direct that the petitioner Chandra Mohan Sarkar should be released on execution of a bond of Rs. 2000/- with two sureties of like amount each to be furnished to the satisfaction of the District Magistrate, Tripura

Shri Ershad Ali Cnoudhury :— On point of order—The Member while speaking shall not discussabout conduct of any Court or justice. আমার কথা হল কোন জাজমেণ্টের বা কোন কোর্টের কণ্ডাক্ট, কোন ওপিনিয়ন রিফ্লেক্ট করতে পারেন না কোন মেম্বার এটা হচ্ছে আমাদের রুল।

Mr. Speaker :— He has not made any reflection on the Rule.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কাজেই মামনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নীতিগত ভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে এক্সিকিউটিভ থেকে জুডিশিয়ারী সেপারেট হওয়ার দরকার এবং ইণ্ডিয়ান কন্সিটিটিউশনে ডাইরেক্টিভস আছে, আমরা একটা প্রস্তাবও এখানে গ্রহন করেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেটা কার্যকরী করা হচ্ছে না। কাজেই আমার এই প্রস্তাবে একথা আমি বলতে চাই যে এক্সিকিউ-টিভ থেকে জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করা হউক নতুবা শুধু একজন এস, ডি, ও'কে দিয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রে-শান এবং জুডিশিয়াল কাজ করান হলে এই সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। এখানে আমি মাত্র দুই একটি ঘটনার কথা পরিবেশন করেছি। এই রকম বহু ঘটনা আছে, যদি এনকোয়েরী করা হয়, তাহলে আমি তার মেটেরিয়্যালস সাপ্লাই করতে পারব। সদর এস, ডি, ও'র বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে, উনার সম্পর্কে এনকোয়েরী করা দরকার জনসাধারণকে যদি ন্যায় বিচার পাওয়াতে হয়। উনার নামে এমন কথাও প্রচলিত আছে যে তিনি জ্যান্ত মানুষকে হাজতে পুরে রাখেন। কাবণ কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশত টাকায় বেল আউট করা হয়। আবার একই কেসের সেকেণ্ড ব্যাচে পাঁচশত টাকা, দুইজন সিউরিটি দিতে হবে, এটা গ্রাজ ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি যদি তাড়াতাড়ি মিনিমাইজ করতে হয়, তাহলে অতি সত্বর এক্সিকিউটিভ থেকে জুডিশি-য়ারীকে সেপারেট করা দরকার। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আশা করব মাননীয় স্পীকার এবং লীডার অব দি হাউসের সংগে আমার যে আলোচনা হয়েছে এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করা হবে, এই বাচনিকের উপর আমি বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, সেই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই এবং তিনি যে দুইটি জাজমেণ্টের রেফারেন্স এখানে করেছেন, সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই। I want to see those two judgement as laid on the table with the permission of the Speaker. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমতঃ আমি বলব, তিনি শেষ কথা বলেছেন যে এই যে জাজমেণ্ট বা অর্ডার এখানে প্রডিউস করা হয়েছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করা হউক। আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে রিজল্যুশান এনেছেন, সেই রিজল্যুশানের মধ্যে তদন্ত করার কোন প্রশ্ন নাই, কাজেই এখানে তদন্তের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। তিনি সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ, এই রিজল্যুশান হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, সুতরাং এই প্রশ্নের মধ্যে যে জিনিষটা নাই, সেই জিনিষটা তদন্ত করতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসংগত দাবী বলে আমি মনে করছি। সেই সম্পর্কে আমার উত্তর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি না। এখানে যে দুইটি জাজমেণ্ট

রক্ষার করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ১০৭, সেটা হচ্ছে শান্তি রক্ষার কেস্' এর উপর জাজমেণ্ট। আরেকটা কেস্ দিয়েছেন সেটা দেখা যাচ্ছে u/s.447,148&379I.P.C. মানে অনধিকারপ্রবেশ, বে-আইন জনতঅস্ত্রসহ ও চুরির ধারা, এই তুইটি জাজমেণ্ট তিনি এখানে দিয়েছেন। আমি সেই সম্পর্কে বলব ৪৪৭ যেটা অনধিকার প্রবেশ, সেটা বেলত্রবল এবং ৩৭৯ যে ধারাটা দিয়েছেন সেটা নন-বেলত্রবল কারণ এটা চুরির কেস। সেই জায়গায় এস,ডি,ও বেলে জামিন দিয়েছেন, এটা যথেষ্ট চিন্তা করেছেন, সুবিচার করেছেন নতুবা এই ক্ষেত্রে জামিন দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। তিনি এখানে জুডিশিয়াল ডিসক্রীশান খাটিয়েছেন নতুবা তিনি জামিন দিতেন না। আরও তিনি বলেছেন যে ইল্লীগ্যাল হয়েছে, আমি বলব সেপারেশানঅব দি জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ যদি হয় তাহলে কি উর্ধতন আদালত যেমন জজ কোর্ট আছে, হাই কোর্ট আছে এইগুলি কি উঠে যাবে, নিশ্চয়ই উঠে যাবে না।

যদি কোন কিছু ইল্লীগেল হয়ে থাকে, লোয়ার কোর্টে মেজিষ্ট্রেট যদি ভুল করে থাকেন, সেই জন্য আইনের বিধান আছে সেখানে অ্যাপীল করা চলে। সেই জন্য সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী না করলে ইল্লীগ্যাল হবে, বায়াস্ড হবে, এটা এই প্রশ্নের সাথে আসে না। কারণ বে আইনি বা ইল্লীগ্যাল কিছু করলে পরে উধতন আদালত আছে সেখানে বিচার হবে, প্রকৃত তথ্য বের হবে, সেখানে সেটা সংশোধন করতে পারেন। সুতরাং এক্সিকিউটিভ থেকে জুডিশিয়ারী সেপারেট করার কোন প্রশ্ন এখানে আসতে পারে না। তবে আমি বলব সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ যে প্রস্তাবটা আমরা দীর্ঘদিন আগে নিয়েছি এবং এটা কার্যকরী হবার জন্য আমরা প্রস্তাব নিয়েছি কিন্তু সেটা কার্যকরী হতে সময় সাপেক্ষ। এখনই সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ করা সম্ভব কিনা এটাও হাউস চিন্তা করবেন। আমার মনে হয় এই যে প্রস্তাব আমরা আগে নিয়েছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে ফারদার কোন প্রস্তাব নেওয়ার আবশ্যকতা নাই। তবে আমাদের ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশানে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল্স অব স্টেট পলিসীতে আছে যে সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ করা হবে। প্রথম ১৯৪৯ 'তে যখন এটা ড্রাফ্ট হয় তখন কনস্টিটিউশানে ছিল যে কনস্টিটিউশান চালু হবার তিন বৎসরের মধ্যে জুডিশিয়ারীকে এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফাইন্যাল ড্রাফট যখন হয় তখন কত দিনের মধ্যে হবে সেই কথার কোন উল্লেখ নাই। সে সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বা অন্যান্য যে সমস্ত স্টেট আছে তারা চেষ্টা করছেন। আসাম, ওয়েষ্ট বেংগল মধ্য প্রদেশ বা রাজস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন স্টেটেও এখন পর্যন্ত এই সেপারেশান হয় নাই। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরায় সেটা হওয়া সময় সাপেক্ষ। হবে না এই কথা আমি বলব না, আমি বলব যাতে হয়, কিন্তু এখনই হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আইনের প্রশ্ন আছে যেমন ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডে অনেকগুলি আইন আছে সেগুলি সংশোধন করতে হবে। সুতরাং এই এ্যাসেম্বলীতে আমরা তা করতে পারব কি না সেটাও চিন্তনীয় বিষয়। কারণ সি, আর, পি, সি দীর্ঘদিন যাবত চালু আছে এবং এটা পার্লামেণ্ট

পাশ হয়েছে, সেটা এই এ্যাসেম্বলীতে পরিবর্তন করতে পারব কি না সেই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার। তা ছাড়া এটা করতে আমাদের অনেক অফিসার নিযুক্ত করতে হবে, সেটার এপ্রুভেল দেবেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট। এই এ্যপ্রুভেলের পর আমরা যদি অফিসার নিয়োগ করতে পারি এবং আইন সংশোধন করতে পারি তাহলে সেপারেশান অব দি জুডিসিয়ারী ফ্রম দি এক্সকিউটিভ আমরা করতে পারি নতুন বিচার বিভ্রাট ঘটবে এবং আমাদের নানা দিকে অসুবিধা হবে। বর্ত্তমান ত্রিপুরায় বিচার ক্ষেত্রে পার্শিলিয়াটি হচ্ছে না সেই সম্পর্কে আমি হাউসের সামনে কতকগুলি বিষয় উপস্থিত করছি। যেমন আমাদের ক্রীমিন্যাল কোর্ট প্রত্যেক সাবডিভিশানে আছে, অমরপুর এবং সাব্রুম ব্যতীত, সেখানে মুনসেফ মেজিস্ট্রেট আছে। এই সমস্ত মুন্সেফ মেজিস্ট্রেট এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট ভাবে কাজকরছে এবং বিচার করছেন প্রায় শতকরা ৭৫টি ক্রীমীন্যাল কেসই এই মুনসেফ মেজিস্ট্রেট বিচার করছেন। তারা এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট। সুতরাং বিচার বিভ্রাট ঘটেছে তা আমি বলব না। তারপর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা স্টেটে ট্রাইং মেজিস্ট্রেট আছেন তারা শুধু বিচার করছেন। এক্সিকিউটিভ ফাংশান তাদের নাই, সুতরাং সেই অবস্থায় বিচার বিভ্রাট ঘটছে বা পার্শিলিয়াটি হচ্ছে সেটা আমি মনে করি না। ট্রাইং মেজিস্ট্রেট আইন দেখে বিচার করছেন, যদি তারা কোন গোলমাল করেন, তাহলে অন্যান্য কোর্ট আছে, হাই কোর্ট আছে, সেশান কোর্ট আছে, জাজ কোর্ট আছে সেখানে আপীল করতে পারেন।

Mr Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

2 P. M.

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Monoranjan Nath to continue his speech.

Sri Monoranjan Nath :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে ছিলাম যে আমাদের এখানে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হতে পৃথক না হলেও তাতে কোন পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে না কারণ আমাদের ষ্টেট্রে মুনসিফ ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ট্রাইং ম্যাজিষ্ট্রেট্ রা Judicial function করছেন ওনারা কোন Executive function করছেন না। সুতরাং কোন রূপ পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখতে পাচ্ছি না, তারপর তিনি একটা কেইসের কথা বলেছেন, এক মেয়েলোক অপর এক মেয়েলোকের বিরুদ্ধে কেইস করেছে। সেই Case ম্যাজিষ্ট্রেট বা জোনাল এস, ডি, ও high amount এ জামিন দিয়েছেন। Bailable offence গুলিতে bail দিতে হয় নতুবা বেআইনি হয়। কিন্তু non-bailable offence গুলিতে কত টাকা bail দিতে হবে আইনে সেই বিধান নাই। তার reference আছে, আইন আছে u/s. 497 Cr. P. C. তে। Non-bailable Offence এ ও bail দেওয়া চলে। কিন্তু bail amount কত হবে আইনে তার উল্লেখ

নাই। তবে যদি bailable offence হতো এবং Magistrate bail না দিতেন তাহলে আমি বুঝতাম যে এটা partiality করা হয়েছে। আমি বলব যে, Magistrate হয়ত Scrutiny করে দেখেছেন যে এত amount bail দেওয়া যেতে পারে। বিবাদী হয়ত abscond করতে পারে বা পালিয়ে যেতে পাবে এই জন্য high amount এ bail দেওয়ার বিধান আছে সুতরাং Magistrate বিবেচনা করে যা বুঝেছেন সেই amount এ bail দিয়েছেন। কিন্তু তা যদি মোশান করে Session Judge court এ আবো কম করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে Session Judge হয়ত বিবেচনা করে দেখেছেন যে আরও কম amount এ bail দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্ন নয়। তাবপর তিনি আর একটা বলেছেন যে সেই bail এর petition গুলি verify করার জন্য থানাতে পাঠিয়েছে। তাও আইন সঙ্গত কারণ। যিনি বেইলার হচ্ছেন ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে চিনেন না। লোকটার সেই Case এ বেইলার হওয়াব মত সম্পত্তি আছে কিনা তা তদন্ত করে থানা রিপোট দেবে, যদি না থাকে তবে অন্য বেইলার দেখতে হবে। কাজেই এতে বেআইনি কিছু করা হয়েছে বলে আমি মনে করিনা। High amount এ বেইল দিলেই পক্ষপাতিত্বের কথা আসতে পারে না। যে Case এর যে রকম গুরুত্ব সেই কেইচে সেই ভাবে bail দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি এমন কোন কথা বলেন নাই যে একটা non-bailable offence এ bail দেওয়া হয় নাই। যদি তিনি এরকম instance দেখাতে পাবতেন তা হলে বুঝতাম যে এখানে partiality করা হয়েছে তবে আমি একটা কথা বলব যে আমাদের Indian Constitution এ article 50 তে directive priciple of state policy তে Judiciary কে executive হতে আলাদা কবাব কথা আছে। সেটা আমবা অস্বীকার করতে পাবি না এবং তা ত্রিপুরায়ও হবে। তবে আমি আগেও বলেছি যে আইন সংশোধনের দরকার। আইন সংশোধন না করে সেটা করতে পারি না তাতে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কাজেই ইহা সময় সাপেক্ষ। তারপর তিনি তদন্তের কথা বলেছেন' আমি বলব Judicial decision, Judicial যে order সে অর্ডারকে আমরা challenge করতে পারি না বা তদন্ত করতে পারি না। এই অবস্থায় ওনার প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বলে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bidya Chandra Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন তা আমি সমর্থন করি কারণ আমরা দেখলাম যে, শুধু আমরাই নয়, Judiciary কে Executive থেকে আলাদা করার ব্যাপারে অনেকেই ভাষণ দিয়েছেন এবং বিধান সভার মন্ত্রীগণও হয়তো এই সম্পর্কে জানেন এবং ওনারা এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। তবে এই প্রস্তাব যদিও গৃহীত হয় তবুও মন্ত্রীগণ কার্য্যকরী করবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মন্ত্রীগণ এই প্রস্তাবে সমর্থন পাওয়া সত্বেও Judiciary কে পৃথক করতে চাইছেন না কেন? কারণ অধিকাংশ S. D. O., Collector এবং Dy. Collector কংগ্রেসের

সক্রিয় কর্ম্মী। এদের দ্বারা এমন কোন কাজ নাই যা করানো যায় না। অনেক অপকর্ম্মই তাদের দ্বারা করানো সম্ভব। কাজেই সেদিক থেকে উদাহরণ স্বরূপ বলতে গেলে বলতে পারা যায় যে খুনী আসামীকেও একদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের উপর যদি কোন মামলা দায়ের করা হয় তাহলে মাসের পর মাস তাদেরে হাজতে থাকতে হয়। এইগুলি হলো যারা কংগ্রেসের আদেশ পালন করেন অর্থাৎ উপর মহলে যারা আছেন ওনারাই এই সমস্ত কর্ত্তব্য করেন। বিশেষ করে অমরপুরের একটি ঘটনা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়েব মাধ্যমে উদাহরণ স্বরূপ বলছি। অমরপুরের, S. D. O. শ্রীদেব চৌধুরীর একটি circular এর কথা এখানে উল্লেখ করছি। Circular নাম্বার F. 11(54)-S.D.O./AMP(Zon)/67 এই circular এ বলা হয়েছে যে বলংবাসার B. D. O. মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সফরেব ব্যপাবে সর্ব্বক্ষণ একজন কর্ম্মী হিসাবে কাজ করেছেন। এই circular টি গত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রচার হয়। এই যে শ্রীদেব চৌধুরী তিনি কংগ্রেসের একজন সুদক্ষ কর্ম্মী ছাড়া আর কিছুই নন। কাজেই সেইদিক দিয়ে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে পরে তাদের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করা এবং কোন কিছু বলা চলে না। স্বাধীনভাবে যে তারা বিচার করবে সেই ক্ষমতা থেকে তাদেরে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের সেই অধিকারটি তাদেরে দেওয়া দরকার। তাছাডা অমরপুরের বিচার বিভাগের কয়েকটি বিচার যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে বিরোধীপক্ষের কর্ম্মীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা হয় যারফলে অমরপুরের প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীবুলু কুকী ও অন্যান্য কৃষকদের মামলা সম্পর্কে আশা করি সকলেরই জানা আছে। প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রীবুলু কুকীকে ৩য় শ্রেণীর আসামী হিসাবে আটক করে রাখা হয়। শুধু তাই নয় তার মামলা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত চলে এবং আজ পর্য্যন্ত ও কোন কিছু ফয়সলা হয় নাই। শ্রীদেব চৌধুরী নামে খোয়াই এর যে হাকিমবাবু আছেন তিনি ভুবন দেববর্ম্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের ৩১ জন কর্ম্মীকে ধৃত করে। ঐখানে ঐ সঙ্গে আমাদের একজন প্রাক্তন এম, এল, এ, আছেন শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা উনাকেও ঠিক সেই রকমভাবে আটক করে রাখেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা আছে তার আজ পর্য্যন্তও কোন সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এমনকি argument পর্য্যন্ত এখনও হয়নি, কেন এই সমস্ত দুর্নীতি? এই সমস্ত দুর্নীতি তাদের দ্বার. করা সম্ভব বলেই শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাছাড়া জিরানিয়াতে এমন বহু Case আছে; হাজার হাজার কৃষক কর্মিদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে গত ৫ বৎসর যাবত—১৯৬২—১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত তাদের আটক করে রাখা হয়েছে বিচারে। তাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কতজনের শাস্তি হয়েছে? যারা এই প্রকৃতির কুকুরের মত কাজ করে তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— কুকুর **is unparliamentary.**

Shri Bidya Deb Barma :— আমি কুকুর কথাটার পরিবর্তে প্রভুভক্ত কথাটা বলছি। সেইজন্যেই আমি এখানে প্রস্তাব করছি যে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা একান্ত প্রয়োজন। এবং যারা এই ধরণের দুর্নীতি পরায়ণ তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি। এ রকম বহু মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমাদের কর্ম্মীদের আটক করে রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের বক্তব্যের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে যদি enquiry-র প্রশ্নটা আসে তা হলে ওনারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেন ওনারা আতঙ্কিত হন ? নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা আছে নিশ্চয়ই। তা না হলে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা। এই দুর্নীতি যদি চালিয়ে যেতে হয় তাহলে বিচার বিভাগের যত জজ, বিচারক আছেন ওনাদেরে কংগ্রেস কর্ম্মী করে নিলেই হয়। কিন্তু সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে বিচারকদের রাজনৈতিক আবহাওয়ার বাইরে রাখতে হবে। পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত থাকবে যে ওনারা কিছুতেই রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে যেতে পারবেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা ওনাদেরকে বিচারের ব্যাপারে প্রভাবিত করতে পারবেন না। নিরপেক্ষ ভাবে, স্বাধীন ভাবে উনাদেরে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। মন্ত্রী মহোদয়রা যদি ওনাদের কাজে কাজে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে উনাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পায়, ওনারা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করার সুযোগ পান না। তাই, মাননীর স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে অচিরেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করতে হবে তা না হলে কিছুতেই সুষ্ঠ বিচার বাবস্থা চলতে পারে না, এই বলেই আমি প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any one from Congress side.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের Constitution এ Judiciary এবং Executive যাতে আলাদা হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং সেইভাবে ভারতবর্ষে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। অতএব এখানে প্রশ্ন হচ্ছে Judiciary এবং Executive যদি আলাদা হয় তাহলে পরে Criminal procedure এবং Administratve যে কাঠামো আছে তার relation কি হবে এবং কোন আইনে রদ-বদল করতে হবে এ সমস্ত দেখে তা করতে হবে। তারপর দেখতে হবে financial condition কি। তারপরে দেখাতে হবে যে আমাদের সেই মত Judicial Personnel আমরা create করতে পেরেছি কিনা এবং আমাদের যে বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থা তার মধ্যে দিয়ে আমরা তা করতে পারি কিনা। এতে অনেক সময়ের দরকার। কিন্তু সেইজন্য আমরা বসে থাবব না। যাতে আইনানুগভাবে বিচার পেতে পারে জনসাধারণ তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা অবগত আছি যে Executive Authority যে কাজ করেছন না, যারা Munsffi, Trying Magistrate তারা সেই কাজ করছেন। Constitution এ appointing authority র যে ব্যখ্যা করা হয়েছে সেই অনুসারেই appointing authority সুনির্দ্দিষ্ট আছে। তারই জন্য যে

বিচার বিভাগ হবে এ চিন্তাধারা কোথা হতে পেল তা আমি চিন্তা করতে পারিনা। British Law অনেক দিন চলছে, France এ আছে। অতএব কেবলমাত্র তারই জন্য বিচার বিভ্রাট হবে তা নয়। অতএব আমাদের Seperation of Power of Judiciary from Executive এর যে Phylosophy—we have taken it from American constitution. সুতরাং যেখানে যেখানে আছে তার মধ্যে তা depend করে on the efficiency of the Judiciary. Efficiency within a day create হয় না। তারই জন্য কতগুলা Post রাখা হয়েছে যাতে আমরা তার মধ্য দিয়ে তাদের efficiency create করতে পারি এবং সেই অনুসারে সেই পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। একথা বলতে গিয়ে তারা Judiciary এবং Executive এর যা ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হল তাদের মস্তিস্ক উদ্ভাবিত। কারণ তাবা নিজেরাই বলছেন যারা ডাকাতি করে, খুন করে তারা হল তাদের Party র লোক, বিচারে খালাস হয়ে গেলেই তারা তাদের পার্টি লোক হয় আর যদি খালাস না হয় তা হলে তাদের পার্টির লোক হয় না। তখন বলেন জনসাধারণ। ভুবন দেববর্ম্মা কল্যাণ পুরে murder হয়ে গেছে তাদের কথা হল আমরা murder করব, লুট করব কিন্তু আইন আমাদের কিছু করতে পারবে না। Judiciary র কাজ হল যারা খুন করে, লুট করে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, চুরি করে, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তাদের বিচার করা। সেখান থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন পথ নেই। অতএব আমি সেই দিকদিয়ে চিন্তা করতে বলব। তারপর বলা হয়েছে যে জিরানীয়ার কথা। জিরানীয়াতে অনেকগুলো ডাকাতি হয়েছে, murder হয়েছে এবং যতটুকু পাওয়া গিয়েছে এবং তার পরেও muder হবে, লুট হবে, বেআইনি বন্দুক থাকবে—তাদেরে ধরতে পারবে না কেউ। কারণ তারা আমাদের Communist Party র লোক। ওনাদের কথাতেই তা প্রকাশ হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওনারা ডাকাতি করা, খুন করা, বেআইনি বন্দুক রাখার একটি দল। আইন .কাউকে রেহাই দেবে না। এরকম organise করে যদি কোন দল ডাকাতি করে, খুন করে, গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, সে যে দলেরই লোক হউক না কেন তাকে সায়েস্তা করার জন্যই Law and order. তাবপর বলা হয়েছে যে কমলপুরে এক হাকিম নাকি বলেছেন মহারাজার Personal Protection এর কথা। আমি ঐ বন্ধুকে বলব Negotiable Act যেটা আছে সেটা ভালভাবে পড়ে দেখার জন্য। কারণ মহারাজা Personal Protection যদি চান তাহলে দিতে বাধ্য।

Mr. Speaker :— Hon'ble Chief Minister I request you to address the Chair.

Shri S. L. Singh :— Yes. I will address the Chair. অতএব আমি বলছি যে মাননীয় সদস্য যদি সেইদিকে দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন যে আইন বিরোধী কোন কাজ হয়নি,

আইনানুগ কাজই করেছেন। তারপর আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করব যে আমরা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুষ্ঠু কার্য্যধারা অনুসরণ করে কি করে আমরা তা করতে পারি তারজন্য এই House এ আলাপ আলোচনা করছি। সেই অনুসারে কার্য্যধারা যাতে গৃহীত হয়ে Judicial & Executive separate হতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব। তবে এখনই করতে হবে বা আজকেই করতে হবে তাতে আমরা অপারগ। কারণ বড় State যেগুলি আছে সেগুলির দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে সেই বাংলায়, বিহারে, পাঞ্জাবে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলব তিন মাস গত হয়ে গিয়েছে এখনও এই ব্যাপারে একটি শব্দও করতে পারছেন না। আমি সেজন্য ভাল যেটা সেটা করবনা এমন নয়। অন্যে করুক বা নাই করুক আমরা সেটা ভাল কাজ হলে অবশ্যই করব। অতএব সেইদিকে চিন্তা করে পরিবেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আইন যা হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কাজ করে যাব। অতএব আমাদের Constitution এ যা বলেছে সেই অনুসারেই আমরা কাজ করব। কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ। পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার। অনেক factor এতে আছে। অতএব সেই সমস্ত factor দেখে আমাদের কাজ করতে হবে। এই জন্যই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি কারণ এই প্রস্তাবের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। এটা আমরা আগে House এ পাশও করেছি এবং এটা একটা accepted principle. আমাদের Indian constitution এর directives ও আছে। সেইদিকে চিন্তা করে আমরা এই কথা বলতে বাধ্য যে, সমস্ত Magistrateই যদি Judicial minded হতো তাহলে এত অসুবিধা হতো না। একটা ঘটনা দিয়ে আমি বলতে পারি। ইতিপূর্বে Sri K. P. Chakraborty এখানকার Magistrate ছিলেন। উনার সময় লালসিংমুড়ায় একটা Caseএ আমার জনৈক বন্ধু তিনি অবশ্য মারা গেছেন, একটা চিঠি আসামীদের bail move এর সময় লিখে পাঠান Magistrate এর নিকট যাতে bail না দেওয়া হয়। এই চিঠি পাওয়ায় সাথে সাথেই, যেহেতু তিনি খুব Judicial minded ছিলেন, উনার মনে লেগেছিল তিনি আইন অনুসারে bail দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এইভাবে যদি সমস্ত Magistrateই Judicious minded হয় তাহলে বিশেষ অসুবিধা হতো না। সেইদিক দিয়ে আমি House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বর্ত্তমান যে Zonal S. D. O. তিনি যে সমস্ত কাজকর্ম্ম করে যাচ্ছেন তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই আমি এই প্রস্তাব রাখতে বাধ্য হচ্ছি যে অতি সত্বর Executive কে Judicial থেকে আলাদা করা প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই রকম ঘটনা আরও দিতে পারি।

Mr. Speaker :— If you so like, you will have to lay it on the table.

Shri Aghore Deb Barma :— হ্যাঁ, এই রকম বহু নজীর আছে আমি এইগুলি এখানে submit করছি In the Court of the Session Judge, Tripura, Agartala Criminal Motion No. 133 of 1966 Debendra Ch. Dey & two other petitioners VS. State order No. 2 of 23.7.66. Heard the learned advocate of the petitioners as well as the Govt. advocate. This is an application filed on behalf of the accused petitioners Shri Debendra Ch. Paul, Gopal Ch. Roy, and Chandra Nath Deb Barma for reduction of their bail granted by the S. D. M. Sadar. The petitioners have been implecated in Sedhai Ps. Case No. 3(7)/66 under Section 140/149 and 325 I. P. C. and they were ordered to be released on a bail of Rs. 5000/- with two Surities of the like amount each by the S. D. M. Sadar on 19.7.66. But it appears that 2 of the accused of this Case have atready been released by the S. D. M. Sadar on a bail of 500/- each on 11/7/66. I find no reason why such discrimination has been made by the Learned S. D. M. in granting bail to this accused, I, therefore, find it to be a fit Case for reduction of the bail amt.

The accused Shri Debendra Ch. Deb, Gopal Ch. Roy and Chandra Nath Deb Barma are ordered to be released on a bail of Rs. 500/- each with 2 sureties of the like amt to the satisfaction of the S. D. M. Sadar.

Sd/ N. M. Paul,
Session Judge/I/C
Tripura.

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই যে harrasment এইভাবে চলেছে যদি Ruling party এই কথা মনে করে থাকেন, যেহেতু S. R. Chakraborty Zonal S. D. O. কংগ্রেসের পক্ষে কাজকর্ম করেন,কংগ্রেসকে রক্ষা করতে হলে তার মত মানুষ একটা থাকা দরকার,সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বিচার বিভাগের দিকে যদি আমাদের দৃষ্টি দিতে হয় সকলের যদি ন্যায় বিচার পেতে হয় তাহলে আজকে অবশ্যই নজীব দিয়েই এই অব্যবস্থার কথা আমি বললাম যে এইরকম বহুক্ষেত্রেই অবিচার চলছে। মানুষ সুবিচার অনেকক্ষেত্রেই পাচ্ছে না, এদিকে দিয়ে অন্ততঃ House এর দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি একথা বলছি না যে কাল থেকেই Executive থেকে Judiciary কে Separate করা। হোক আমরা একবার প্রস্তাব নিয়েছি অনেকেদিন হয়ে গেল, তবে যদি এরকম হতো যে একটা Process চলছে, যে প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি, সেই প্রস্তাবকে

ভিত্তি করে যদি Executive থেকে Judiciary কে Separation করার একটা ও থাকতো তাহলে এই প্রস্তাব আনার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতো না। কাজেই আমরা প্রস্তাব পাশ করেছি এই পর্যন্তই তার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কি হচ্ছে বা কতদূর অগ্রসর হয়েছি যে সম্পর্কে মাননীয় Minister কিছু বলতে পারেন নাই। শুধু অজুহাতের কথা উনি বলেছেন, যে অনেক ফ্যাক্‌রা আছে, অনেক অসুবিধা আছে। কিন্তু অসুবিধা ত কিছু থাকবেই, তা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আজকে Executive থেকে, Judiciary কে Separate করা হচ্ছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরাতে ও যেহেতু Indian Constitution এ directives দেওয়া আছে, এবং সে সমস্ত নজীর আমি এখানে উল্লেখও করেছি, সেইজন্যই অন্ততঃ এ বিষয়ে কাজকর্ম্ম সুরু করা দরকার। অতএব আমি আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানে রাখলাম।

Mr. Speaker :— The discussion is over. I now put the resolution to Vote.

The question before the House is that this Assembly direct the Govt. to implement the decision of the House regarding separation of Executive from Judiciary.

As many as as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—Ayes.

As many are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—Noes.

I think 'Noes' have it ; Noes' have it, 'Noes' have it.

The resolution is lost.

The House Stands adjourned till 11 A. M. of 21st June, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Appendix "A"

Unstarred question No. 221 by Shri Monoranjan Nath.

প্রশ্ন

(ক) বর্ত্তমান Employment Exchange Office·Tripura তে কতজন চাকুরী প্রার্থীর নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হইয়াছে।

(খ) তন্মধ্যে কতজন (শ্রেণী বিভাগ সংখ্যা) Graduate, Higher Secondary, School Final, qualified Doctor, Engineer, Overseer পাশ আছেন।

Reply (A)

ANSWER

	Registration (Total)	Waiting in Live Register seeking employment
Since 1957 to 31st March, 67.	68,297	13,124

Reply (B)

1.	Master Degree holders.	20
2.	Graduates.	317
3.	Intermediates.	337
4.	Higher Secondary/S. F./Matriculates/ Pre-University.	4996
5.	Qualified Doctor (L. M. F.)	1
6.	Compounder.	51

		Matric.	Non-Matric.	
7.	Engineers.			1
8.	Overseers.			65
9.	Surveyers.			58
10.	Electricians.	16	12	28
11.	Fitters.	9	30	39
12.	Turners.	3	11	14
13.	Motor Mechanics.	6	92	98
14.	Welders.	3	26	29
15.	Motor Drivers.	—	138	138
16.	Radher Mechanics.	1	—	1
17.	Carpenters.	3	47	50
18.	Middle School Standard.			3953
19.	Literates & others.			2933
			Total	13124.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

The 21st June, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 21st June, 1967.

PRESENT

Shri Manindralal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty-three Members.

STARRED QUESTIONS

MR. SPEAKER :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Bidyachandra Deb Barma.

SHRI BIDYACHANDRA DEB BARMA : —Question No. 71.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 71.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সোনামুড়া কাঠালিয়া গ্রামে একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সরকারের নিকট কোন দরখাস্ত করা হইয়াছে কি ?	হ্যাঁ।
খ) ইহা কি সত্য যে, ঐ এলাকায় বে-সরকারী উদ্যোগে একটি উচ্চ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল এবং সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায় ?	অননুমোদিত একটি স্কুল খোলা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।
গ) ইহা কি সত্য যে ঐ অঞ্চলে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়র হাইস্কুলের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার খুবই অসুবিধা হইতেছে ?	অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
ঘ) যদি উহা সত্য হয়, তবে ঐ গ্রামে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলার কি ব্যবস্থা হইতেছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এ' এলাকায় দশ মাইলের মধ্যে কোন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এ' এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের তিনটি স্কুল আছে। একটা শান্তিনগর জুনিয়ার হাই স্কুল, কাঠালিয়া হইতে প্রায় পাঁচ মাইল হবে, কাঠালিয়া জুনিয়ার হাই স্কুল ও নিদয়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল, কাঠালিয়া হইতে দেড় মাইল। এর মধ্যে কতকগুলিতে সোনামুড়ায় থেকেই তারা পড়তে পারে। শান্তিনগর থেকে সোনামুড়া চার মাইল। সুতরাং সেথ নে তারা যাইতে পারে। আর প্রথমোক্ত দুইটি স্কুলের মধ্যে এইটিই কাছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ' এলাকায় একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হওয়া দরকার আছে বলে মনে করেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—পরীক্ষার ফলাফল জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পরীক্ষার পর ফলাফল জানান হবে।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :—যে বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলটি খোলা হয়েছিল, সেটা বন্ধ হওয়ার কারণ কি এবং সরকার সাহায্য দিয়ে সেই স্কুল চালাবার কোন ব্যবস্থা

করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা যারা খুলেছিল তাদের উপর নির্ভর করে। কারণ আমাদের কোন অনুমোদন না নিয়েই তারা সেই স্কুলটি খুলেছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যারা খুলেছিলেন, তারা কি এই ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬

SHRI KRISHNA DAS BHATTACHARJEE :—Hon'ble Speaker, Sir Starred Question No. 106.

Question	Answer.
1. Whether the construction work of the Museum building in Agartala is Stopped ;	No, the work is in progress.
2. If so, the reason thereof ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কনষ্ট্রাকশন কোন সনে এবং কত তারিখে আরম্ভ হয়েছিল ?

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—The work was started by Shri Jatindra Mohan Patari in September, 1961.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কনষ্ট্রাকশন কমপ্লীট হতে এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কন্ট্রাক্টারের সংগে ডিসপ্যুট চলছিল, কন্ট্রাক্টর সেইজন্য কাজ বন্ধ করে দেয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ডিসপ্যুট কি কারণে ঘটেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ডিসপ্যুট বিভিন্ন কারণে ঘটেছিল—

Extra work for removal of water from foundation, non-payment for dismantling work, non-payment of ceiling plaster, non-acceptance of swal chokath, less payment made for shortage and other disputes e. g. late payment of bill etc.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ডিসপ্যুট হয়েছিল,

সেগুলি মিনিমাইজ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আরবিট্রেশানে সেটা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কাজটা কি বর্ত্তমানে আবার সুরু করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য : হ্যাঁ। The work is in progress.

MR. SPEAKER :—Shri Suresh Ch. Choudhury, M. L. A.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—Question No. 205.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Starred Question No. 205.

প্রশ্ন	উত্তর
১। জুনিয়র বেসিক এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ডেজিগনেটেড হেডমাষ্টার দেওয়ার বিধান আছে কিনা ?	হ্যাঁ।
২। না থাকিলে তাহার কারণ কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। থাকিলে গত তিন বৎসরে কতজন হেড-মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে ?	হয় নাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ষ্টাফ নিযুক্ত না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা হল যথাক্রমে মেট্রিকুলেট বেসিক ট্রেণ্ড এবং বি.টি. বা বেসিক ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট। এই যোগ্যতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের বেতনের হার এতদিন একই ছিল। সেইজন্য উপরোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন হেডমাষ্টারের পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বেতনের হারের এই বৈসাদৃশ্য থাকায় বিষয়টি ভারত সরকারের গোচরে নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলের হেডমাষ্টারের বেতনের সংশোধিত হার অনুমোদন করিয়াছেন। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলের হেডমাষ্টারের পদগুলি পূরণ করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কতদিনের মধ্যে পূরণ করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—জুনিয়ার বেসিক স্কুলের হেডমাষ্টারদের ২০০-৪৫০ স্কেল দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই। পূর্বে কি ছিল সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন তাদের স্পেশ্যাল এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পূর্বে যে বেতন দেওয়া হত, তাতে ছিল না, হালে যেটা হয়েছে, তাতে স্পেশ্যাল এ্যালাউয়েন্স পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) Graduate teachers যাহারা Basic Training বা B. T. Training দিচ্ছেন তাহাদিগকে, কে কোন্ training দিবেন, কি qualification-এর উপর নির্ভর করে নির্বাচন করা হয় ?	B. T. Training-এর জন্য শিক্ষক নির্বাচন ব্যাপারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :— জুনিয়র, হাই ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণীভুক্ত করা হয় :— ক) এম, এ/এম, এস-সি/অনার্স প্রাপ্ত প্রার্থী। খ) সিনিয়রিটী অনুসারে পাশ গ্র্যাজুয়েট। (গ্র্যাজুয়েট হইবার বৎসর হইতে seniority ধার্য্য করা হইবে) উপরোক্ত দুই শ্রেণীর শিক্ষকগণের তালিকা হইতে প্রায় সমসংখ্যক শিক্ষককে সিনিয়রিটী অনুসারে ট্রেনিং-এর জন্য নির্বাচন করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে সিনিয়রটি দেখা হয় না এবং অর্ডিনারী গ্রেজুয়েট চান্স পায় বি. টি. ট্রেনিং এ ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আগে কি হয়েছে আমার ঠিক জানা নাই, এখন যদি চান্স পায় এইরকম কেস আমার গোচরে আনতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের যে ভাবে ট্রেনিং এ পাঠান হয় বি. টি. বা বেসিক ট্রেনিং এ, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সেই অনুপাতে নেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সরকারী স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী এবং প্রাইভেট

স্কুলের সংখ্যা কম এবং যে হারে কম বেশী, প্রায় সেই হারে ওদের থেকে সিলেকশান করা হয়।

শ্রীজে. কে. মজুমদার :—বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের যে ট্রেনিং'এ পাঠান হয়, সেই সম্পর্কে বেসরকারী স্কুলের মেনেজিং কমিটির কোন রিকম্যাণ্ডেশান চাওয়া হয় কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীজে. কে. মজুমদার :—বেসরকারী স্কুলের শিক্ষদের ট্রেনিং'এ পাঠানোর সময় মেনেজিং কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান এর প্রয়োজন আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মেনেজিং কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান চাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—এই পর্য্যন্ত বেসরকারী স্কুলের মেনেজিং কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান যদি না চাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সেটা চাওয়া হবে, এই আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—২৬৪।

শ্রীএস. এল. সিংহ :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ২৬৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলির কর্ম্মচারী সংখ্যা কত ?	কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৭ জন।
২। এই সকল কর্মচারী সরকারী কর্মচারী কিনা ,	নিয়মিত সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা-১৪ জন অনিয়মিত কর্ম্মচারীর সংখ্যা —৩ জন
৩। যদি এই সকল কর্ম্মচারী সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের বেতনের হার ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনের হারের পুনর্বিন্যাসের সময় পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে কি না ,	হ্যাঁ, নিয়মিত সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।
৪। না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অনিয়মিত কর্মচারীদের, নিয়মিত কর্ম্মচারী করতে কোন বাধার কারণ আছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ইহা রুলস অনুসারে করা হয়ে থাকে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সমস্ত অনিয়মিত কর্ম্মচারী

কয় বছর যাবত কন্টিনজেন্সী হিসাবে কাজ করছেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বেতনের হার পুনর্বিন্যাস হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, পূর্বে সেল্‌সমেনদের বেতনের হার কত ছিল এবং বর্তমানে হার কত হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত। He is absent, so I would call on Shri Bidya Chandra Deb Barma.

SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA :—Question No 227.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No 227.

প্রশ্ন

a) উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটের জন্য এপর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিভাগে কত টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে ;

b) ঐ সব চালু করা হইয়াছে কি ;

c) যদি চালু না হইয়া থাকে, কারণ কি ?

উত্তর

a) i) কর্মকার বিভাগের জন্য ১,৮৭,৫৬৪·০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে ;

ii) ছুতার বিভাগের জন্য ১,০৮,৪৩৮·০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে ;

b) না। (কিছুসংখ্যক যন্ত্রপাতি চালুর বাকী আছে)

c) যানবাহন চলাচলের অসুবিধা হেতু প্রশস্ত বাজার না পাওয়া। (কাজের চাহিদা অনুসারে যন্ত্রপাতি চালু করা হইয়া থাকে)

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য, উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটের সমস্ত যন্ত্রপাতি কেনার পরও আজ পর্যন্ত কাজ চালু করা হচ্ছে না, যার ফলে উদয়পুরের যুবকরা কাজ পাচ্ছে না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতি অচল আছে আর বাকি সমস্তগুলিই চালু আছে এবং অচল যন্ত্রপাতিগুলি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন সনে এই যন্ত্রপাতিগুলি আনা হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কাঠ সীজণ্ড করার জন্য যে একটি মেশিন বহু মূল্যে আনা হয়েছিল, সেটা এখন চালু আছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কি কি যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল ?

SHRI S. L. SINGH :—Para Drill Machine, Value set grinding Kit, Value Resetting Machine, Box Magnatic Plate Clamp, Motor grinding welding set, Praga Pillar Drilling Machine, Universal Wood Working Machine, Wood working Machine, Spray Painting Machine, Ascu Prefabricated Chamber, Ascu Cabinet Drying Kiln.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত যন্ত্রপাতির নাম এখানে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কতটা চালু আছে এবং কতটা অচল অবস্থায় আছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ডিটেলস বলতে হলে, আমি নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :— Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 107

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 107.

Question	Answer.
1) Whether the Gavernment has any scheme to construct Rabindra Bhavan in Agartala ;	Yes.
2) If so, what steps have been taken in the matter ?	Steps are being taken to construct the building through the State P. W. D.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন সাইট সিলেকশান করা হয়েছে কি না এবং যদি করা হয়ে থাকে কোন জায়গায় করা হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সদর ইন্সপেক্টরেট যেটা ছিল, সেই গ্রাউণ্ডটা।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কাজ কবে থেকে সুরু হবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এই বছর থেকে এই কাজ সুরু হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই কাজের জন্য কোন টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি বলেছি এই বছর আরম্ভ করা হবে, অতএব টেণ্ডারের প্রশ্ন এখন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কনষ্ট্রাকশানের জন্য

কত টাকা স্যাংশান করা হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—৮, ২৪, ১৩০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে পর্যন্ত টেণ্ডার কল করা হবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এই বছরের মধ্যেই করা হবে।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতটুকু স্থানের উপর এই ভবন নির্মিত হবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—No other supplementary ? Shri Bidya Chandra Deb Barma

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—২৩৪

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ২৩৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বগাফা আশ্রম টাইপের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ হইতে সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি,	হ্যাঁ।
২) যদি পাইয়া থাকেন এ সকল অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,	স্কুলে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য দাবী করা হইয়াছে।
৩) অভিযোগগুলি দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?	কয়েকজন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এ' বিদ্যালয়ে কর্মাস এবং এবং বিজ্ঞানের শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আশ্রম টাইপ স্কুল মানে কি এবং তাব বিশেষত্ব কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা অনেকটা রেসিডেনশিয়েল স্কুলের মত।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে সায়েন্স শিক্ষার জন্য কোনরকম যন্ত্রপাতি অর্থাৎ ইনষ্ট্রুমেন্ট আছে কি না, এবং থাকলে চালু অবস্থায় আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই বগাফা আশ্রম টাইপ স্কুলের বোর্ডিং'এ কতজন ছাত্র থেকে অধ্যয়ন করছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই বোর্ডিং'এ যে সমস্ত থেকে পড়াশুনা করেন, তাদেরকে কি ভাবে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সাধারণতঃ যে ভাবে দেওয়া হয় ঠিক সেই ভাবেই দেওয়া হয়।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—সেই ষ্টাইপেণ্ডের পরিমাণ দৈনিক কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বর্তমানে যে রেট চালু আছে সেই হারেই দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—বর্তমানে কি রেট চালু আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই প্রশ্নের থেকে সরাসরি এটা উঠে না সুতরাং আমি এটার জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে কয়জন শিক্ষককে বগাফা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তারা সকলেই জয়েন করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তারা সকলে জয়েন করেন নাই। তিনজন নূতন শিক্ষক, একজন লেকচারার, দুইজন ট্রেণ্ড গ্রেজুয়েটকে অন্য স্কুল থেকে বগাফা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ইতিমধ্যে বদলি করা হয়েছে। ইহা ছাড়া দুইজন আর্টস গ্রেজুয়েট, দুইজন সায়েন্স গ্রেজুয়েট এবং দুই জন ট্রেণ্ড গ্রেজুয়েটকে উক্ত স্কুলে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত ছয়জনের মধ্যে মাত্র একজন সায়েন্স গ্রেজুয়েট এবং একজন আর্টস গ্রেজুয়েট উক্ত স্কুলে যোগদান করেছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যে সব শিক্ষক সেই স্কুলে জয়েন করবার আদেশ পেয়েছেন অথচ জয়েন করেন নাই, তারা বর্তমানে কোথায় আছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—এই আশ্রম বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক বর্তমানে আছেন ?

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 136.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 136.

Question	Answer.
1) Under what rule and in what manner house rent is charged from the employees residing in the	

Government quarters ;	Materials are under Collection ;
2) Whether any consideiation has been allowed to such employees under the said rule in regard to charging house rent ;	
3) If so, what is the loss of amount the Government so far incurred for such consideration per year ?	

MR. SPEAKER :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA :—Question No. 287.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 287.

Question	Answer
1) What is the present rate of washing allowance of Class IV Govt, employees ;	Re. 1/- per head.
2) When this rate was sanctioned ;	In the year 1965.
3) In view of the rise in washing charges whether the Government is considering to enhance the present rate of washing allowance ?	It should be at per with the west Bengal Government.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—এই যে এনহ্যান্স করা হবে, ওয়েষ্ট বেঙ্গল অনুসারে সেটা কবে করা হবে ?

শ্রীএস. এল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আমরা পে-স্কেল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ওয়েষ্ট বেঙ্গল রে‍ শিওকে অবলম্বন করে থাকি। সেখানে যদি সেই হার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে তাহলে পাবে, আর না থাকলে সেটা পাবে না। কবে এ্যানহ্যান্সড হবে তা এ্যাস্যুরেন্স দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি, ১৯৬৫ সালে যে ওয়াশিং এলাউ-য়েন্স দেওয়া হয়েছিল, এখন ১৯৬৭ সাল, এখন কত পারসেন্ট মূল্যে বৃদ্ধি হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে আমরা এখনও পে-স্কেল ফিক্স করতে পারি নাই, যখন করা হবে, তখন সেটা নিশ্চযই আমরা বিবেচনা করব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, পশ্চিম বাংলায় ওয়াশিং এ্যালাউয়েন্সের যে হার ১৯৬৫ সালে নির্ধারিত করা হয়েছে, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা এখনই এনহেন্সড করা উচিত, এটা প্রয়োজন মনে করেন কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি প্রয়োজন মনে করব ভাণ্ডার দেখে, রুলস এণ্ড রেগুলেশান দেখে। রুলস রেগুলেশান অনুযায়ী রিভিশান অব পে-স্কেলে যদি এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ইনকলুড করা হয়ে থাকে তাহলে হবে, তা না হলে সেটা করা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—পে-স্কেল ইনকলুডেড হবে কি হবে না, রুলস এসম্পর্কে কি বলে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ওয়াশিং এ্যালাউয়েন্সের রেট কত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন ইদানীং সাবানের দর—শুধু সাবানের দর নয়, ওয়াশিং কষ্ট অনেক বেড়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সাবানের দর কত পারসেন্ট ইনক্রীজ করেছে তা আমি বলতে পারব না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অনুভব করেন কি না যে বর্তমানে যে ওয়াশিং এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হয়, সেটার পরিমান অনেক কম ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি অনেক কিছু এপ্রিশিয়েট করি, আমি আগেই বলেছি কিন্তু রুলস এণ্ড রেগুলেশান আমাকে ফলো করতে হবে এবং ভাণ্ডারের সংস্থান দেখে আমাকে তা করতে হবে। কারণ আমরা যে শাসন পরিচালনা করছি it totally depends on the Centre.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আমাদের এখানে পে-সেকল বা কোন কিছু করতে গেলে পরে ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোন নির্দ্দেশ আছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—We are to follow West Bengal.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই রকম কোন নির্দ্দেশ আছে কি না ?

শ্রীএস এল সিংহ :—পে কমিশনের নির্দ্দেশ আছে, অতএব সেই অনুসারে আমরা সেটা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোন সনে, কত তারিখে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

MR. SPEAKER :—There is one unstarred question—question No. 271 asked by Shri Jatindra Kr. Majumder. The Minister may lay on the Table

of the House the reply of the Unstarred question. (Reply to the unstarred question is shown in Appendix 'A')

CALLING ATTENTION NOTICE

"গত ২০শে জুন অরুনধুতি নগর ইনডাষ্ট্রিয়েল-এষ্টেটে শতাধিক অস্থায়ী নারী শ্রমিক কর্ত্তৃক ষ্ট্রাইক ও ঘেরাও।

I have given consent to the Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma to day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today he will kindly give me a date when the calling attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI TARIT MOHAN DAS GUPTA :—Hon'ble Speake, Sia, I shall make a statement on the 23rd June, 1967.

PRIVILEGE MOTION

MR. SPEAKER :—I have received notice of breach of privilege as follows :—

Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. has raised a question of breach of privilege that by not implementing his assurance in the House regarding the judicial enquiry into the incidents of 29. 8. 66. the Chief Minister has committed a breach of privilege of the House.

I do not find any prema facie case in it as non-implementation of assurance given by Minister on the floor of the House is not the breach of privilege in May's List of Privileges in the Law and Parliamentary Procedure. The process of implementation of a policy matter is conditional on a number of factors contributing to such delay. Besides, the Chief Minister in the last Session of the Assembly intimated that the mattar of judicial enquiry as referred to above is being pursued.

PRIVATE MEMBERS BUSINESS

(RESOLUTION)

MR. SPEAKER :—Next item in the List of Business is Private Members Resolution. I woule call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution that—

"This House directs the Govt. to expedite the disposal of all pending

pension cases and other retirement benefits."

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—

"This House directs the Government to expedite the disposal of all pending pension cases and other retirement benefits."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি, রুলিং পার্টিরও প্রত্যেকই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা পেনশান পান তাদের পেনশান পেতে অনেক দেরী হয়। এমন ঘটনাও আছে যে পেনশান প্রাপ্ত ব্যক্তি মরে যাওয়ার পরও অনেক সময় পেনশান এখন পর্যন্ত পান নাই। যেমন জীতেন্দ্র দেববর্ম্মা, গত নির্ব্বাচনের সময় মারা যান। তিনি পূর্বে অমরপুরের এস. ডি. ও ছিলেন, দীর্ঘদিন চাকুরী করেছিলেন, অথচ কেন যে উনার পেনশান হল না, তিনি বহুদিন রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন নাই যে ভাবেই হউক, অনেক কষ্ট করার পর তার মৃত্যু ঘটে, পেনশানের টাকা না পেয়েই উনাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তা ছাড়া আমরা জানি স্কুলের শিক্ষককে কয়েক বছর—যেমন রাজবিহারী আচার্য্য, স্কুলের মাষ্টার, তিনি বহুদিন ধরে তার পেনশানের টাকা পাচ্ছেন না, এমনি ভাবে শান্তিকণ্ঠ সেন, উমাকান্ত একাডেমির ভূতপূর্ব হেড্ মাষ্টার, পেনশান অনেক দিন হয়েছে কিন্তু পেনশানের টাকা এখনও পাচ্ছেন না। এই ভাবে যাদের পেনশান হয় তাদের পেনশানের যে বেনিফিট, সেটা তারা যথাসময়ে পাচ্ছেন না। আজকে একটা মানুষের রোজগারের উপর তার পরিবার পরিজনকে নির্ভর করতে হয়, তাদের পেনশান হওয়ার পর সেই পেনশানের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, উনারা যদি না পান, তাহলে সেই সমস্ত পরিবারের অবস্থা কি হতে পারে তা নিশ্চয়ই চিন্তা করা দরকার। সেই দিক দিয়ে আইনের মধ্যে বা কোন কিছু অসুবিধা যদি থাকে সেই সমস্ত যথাসম্ভব দূর করা দরকার এবং যাতে করে তাড়াতাড়ি পেনশান পায় এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে যতক্ষণ চাকুরী করবে ততক্ষণ বেতন পাবে, এবং তার পর পেনশান হওয়ার পর পেনশানের টাকা যদি ঠিক মত না পায়, তাহলে আজকে এই দুর্দিনে তাদের অবস্থা যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা জানি পণ্ডিত রাজবিহারী বাবু তার রোজগারের উপর সমস্ত সংসারটা নির্ভর করেছিল, কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে পেনশান না পাওয়ায় তার পরিবারকে উপবাসে থাকতে হচ্ছে। এইরকম একটি দুইটি কেস্ নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে বহু কেস্ আছে, যাতে করে তাড়াতাড়ি তারা পেনশান পায় সেই দিকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই প্রস্তাব এখানে রাখছি, আমি মনে করি এই বিষয়ে অন্ততঃ হাউস নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন এবং আমার যে প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত, এটা যে অতি সত্বর করা দরকার এই প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করে আমি আশা করব আমার এই প্রস্তাবটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে

হাউস গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :—Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজ করবে, পেনশান পাবে বৃদ্ধ বয়সে, এটা ন্যায় সংগত, যুক্তি সংগত এবং তারপর যদি পেনশান না পান, তাহলে সেটা দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। এখন কথা হল যে কতকগুলি টেকনিকেলিটীজ আছে যার জন্য তারা পান না বা পেতে দের হয়। কিন্তু ইনটেরিম একটা ব্যবস্থা আছে যার ফলে তারা কিছুটা সাহায্য পান এবং তারপর এই কাজগুলিকে রেগুলারাইজ করতে হয়। প্রী ইন্টিগ্রেশান পিরিয়ডের কতকগুলি ষ্টাফ ছিল, যাদে এপয়েন্টমেন্ট কবে হয়েছে তার ডেট্ নাই, এজ্ নাই, অর্থাৎ প্রপারলি কোন কিছু মেইনটেণ্ড করা হয় নাই, যার ফলে একটা সমস্যা এখানে দেখা দিয়েছে। আর কতকগুলি আছে সার্টিফাইং এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ পেনশান, এও একটা সন্ত বড় সমস্যা, সেখানে একটা ফেঁকড়া ছিল—in some cases pensioner does not supply promptly necassary informations, আর কতকগুলি কেস্ আছে গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া. এ. জি. আসাম—রিগার্ডিং ফিকসেশান অব পে. এই ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট'এর ডিসিশানগুলি আসে দেরিতে যার ফলে এটা বিলম্বিত হয়। আর কতকগুলি আছে পেনশানারের মৃত্যুর পর কে লীগ্যাল হেয়ার সেটা ঠিক করতে অনেক সময় লাগে, খোঁজে পাওয়া যায় না অথবা তারা ঠিক সময়ে ফার্নিশ করে না। এই সমস্ত বিষয়ে সমাধান করার জন্য আগে একটা বিরাট সংখ্যা জমে গিয়েছিল, এখন আমরা সেটাকে কমিয়ে ১১৭'তে এনেছি। এখানে বর্তমানে আমরা আসাম থেকে এ. জি.'র একটা সেল্ এখানে ষ্টার্ট করেছি যাতে স্থানীয় ভাবে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা যায় এবং তারা যাতে অতি দ্রুত পেনশান পেতে পারেন তারই জন্য। জীতেন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে, উনি এখন মৃত, তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমি আমার সহানুভূতি জানাব যে উনি জীবিত থাকতে তার পেনশান ভোগ করে যেতে পারেন নাই কারণ এই সমস্ত কেস্গুলির মধ্যে যে সব ডিফকাল্টিজ ছিল সেটা দূর করা যায়নি সুতরাং এটা পরিতাপের এবং দুঃখের। আর কতকগুলি পার্টিকুলার কেস সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব যাতে অতি দ্রুত, পেনশান হোল্ডার্স যারা, তারা পেনশান ভোগ করতে পারেন, নিয়মিত ভাবে তারা যেন পেনশান পান তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতএব আমি মুভারকে অনুরোধ করব এই এস্যুরেন্সের পর উনি যেন তার এই মোশানটাকে উইদড্র করেন।

মিঃ স্পীকার :—Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন কাজেই সেই দিক দিয়ে আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে আমি ষ্টিক করছি। কারণ এই সম্পর্কে আরেকটা ঘটনার

কথা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কি ভাবে একজন অসহায় বিধবা ভদ্রমহিলা অবমাননা ভোগ করছে। মৃত অজিত দেববর্মা, ভেটারিনারী ফিল্ড এ্যাসিষ্টেন্ট তার স্ত্রী চৌনু প্রভা দেবী। গত ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৫ অজিত দেববর্ম্মা মারা যায়। এর পর তার ফেমিলি পেনশান দেওয়াতো দূরের কথা তাব যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পাওয়ার কথা সেটাও দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ এই অফিসে গোপাল রায় নামে একজন লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক আছে। এই কার্ক নাকি এই বাবদ সেই ভদ্রমহিলার নিকট দুই শত টাকা ডিম্যাণ্ড করেছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে এই দুইশত টাকা দেওযা সম্ভব হয় নাই। কাজেই বহুবার ঘুরা ফেরাতে, যাতায়াতে তাকে হয়রানি হতে হয়েছে, কিন্তু ফেমিলি পেনশান তো দূরের কথা, তার যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পাওয়ার কথা সেটা পর্যন্ত তাকে দেওযা হচ্ছে না এই হল অবস্থা। আরও শোনা যায় যে এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুকগ্র্যাণ্ট হিসাবে নাকি ১১০ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। এই ভদ্রলোক, গোপাল রায় ভদ্রমহিলার বাসায় তাকে ১১০ টাকা থেকে ১০ টাকা রেখে এক শত টাকা নাকি দিয়েছে। তাতে সেই ভদ্রমহিলার কোন অভিযোগ ছিল না' পরবর্তী সময়ে ফেমিলি পেনশান এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পাওযার ব্যাপারে তার নিকট দুই শত টাকা চাওয়া হয় এবং না দেওয়ায় সেই ভদ্রলোক যেখানে বসেন, সেই ভদ্রমহিলা সেখানে গেলে পরে জায়গা ছেড়ে চলে যান। তখন সেই ভদ্রমহিলা বাধ্য হযে মিঃ রতন সেনের সঙ্গে দেখা করেন, ভনুচিনাথের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু তারা নাকি একটা অসহায অসহায ভাব দেখান এবং বলেন আমরা কি করব, ওরা যদি কিছু লিখে না দেয় তাহলে আমাদের করণীয় কি আছে। এই অবস্থার মধ্যে সেই ভদ্রমহিলা তার তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে বহু কষ্টের মধ্যে আছেন। আমি আশা করব তার এই কষ্টের কথা বিবেচনা করে এটার যেন একটা এনকোয়েরী করা হয়। যাতে অতি সত্বর এদিকে নজর দেওয়া হয় সেইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এবং আমি আমার প্রস্তাবের মধ্যে ষ্টিক করছি।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় যে কথা বললেন যে একজন ক্লার্ক, একজন কর্মচারীর স্ত্রীর নীকট দুই শত টাকা চেযেছেন, আমি হাউসকে এই এ্যাসুরেন্স দিচ্ছি যে এই সম্পর্কে আমি এনকোয়েরী করব, এই প্রতিশ্রুতি আমি হাউসকে দিচ্ছি।

MR. SPEAKER :—The discussion is over. I am now putting to vote the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

The question before the House is that this House directs the Govt. to expedite the disposal of all pending pension cases and other retirement benefits.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

Voice—Ayes.

As many as are of contiary opinion will please say 'Noes.'

Voice—Noes.

MR. SPEAKER :—I think, Noes have it. Noes have it ; Noes have it.

The Resolution is lost.

There is another resolution of Shri Sunil Ch. Dutta, M. L. A. I would call on Shri Dutta to move his Resolution that—

"ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সর্বস্তরের সরকারী কার্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পূর্ববর্তী বিধান সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মর্মানুযায়ী নিম্নোক্ত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে—

১নং—আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫ বাংলা, হইতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার সর্বপ্রকার সরকারী কার্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

২নং— আগামী স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগষ্ট ১৯৬৭ ইং) হইতে নিম্ন দেওয়ানী, ফৌজদারী রাজস্ব ও বিভিন্ন শালিসী আদালত সমূহের আদেশাদি এবং জনসাধারণের নিকট প্রচারিত বা উদ্দেশ্যে লিখিত বিজ্ঞপ্তি পুস্তিকা, পত্রাদি, নোটিশ ও সমন প্রভৃতিতে একমাত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।"

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অনারএবল স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে আমার প্রস্তাব রাখছি-

'ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সর্বস্তরের সরকারী কার্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পূর্ববর্তী বিধান সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মর্মানুযায়ী নিম্নোক্ত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে—

১নং—আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫ বাংলা হইতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার সর্বপ্রকার সরকারী কার্যে গ্রহণ করিতে হইবে,

২নং—আগামী স্বাধীনতা দিবসে ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৭ ইং হইতে নিম্ন দেওয়ানী, ফৌজদারী রাজস্ব, ও বিভিন্ন শালিসী আদালত সমূহের আদেশাদি এবং জনসাধারণের নিকট প্রচারিত বা উদ্দেশ্যে লিখিত বিজ্ঞপ্তি, পুস্তিকা, পত্রাদি নোটিশ ও সমন প্রভৃতিতে একমাত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব আমি হাউসের সামনে রাখছি। যদিও আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পূর্ববর্তী বিধানসভায় প্রায় দুই বছর পূর্বে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটা আইন প্রণয়ন করেছি যে ত্রিপুরায় সরকারী ভাষা বা অফিশ্যাল লেংগুয়েজ বাংলা হউক, এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ইউনিয়ন টেরিটোরীজ এ্যাক্টের ৩৪ এবং ৩৫ ধারায়ও আছে। তার

মধ্যে কিছু বাধা-নিষেধও আছে—যেমন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের ক্ষমতা আছে কোন কোন বিভাগে কোন কোন সময় প্রবর্ত্তন করা হবে এবং পার্লামেন্টে যে আইন করেছেন, তার ৩৫ নম্বর ধারাতে উল্লেখ করা আছে যে বিলসমূহ যা এ্যাসেম্বলীতে উপস্থাপিত করা হবে সেটা ইংরেজীতে করতে হবে। স্থানীয় ভাষায় যদি করতে হয় তারজন্যও ব্যবস্থা আছে, বাংলা ট্রেনশ্লেশান থাকবে। কাজেই আইনে যে দুইটি ধারা আছে সেই ধারাতেও বাধার কারণ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যদিও আমরা দুই বছর পূর্ব্বে আইন গ্রহণ করেছি, উল্লেখযোগ্য কোন কাজ আমরা করতে পারিনি বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার সর্ব্বস্তরে গ্রহণ করার জন্য। আমি শুনেছি ইদানীং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে একটা কমিটি গঠন করেছেন যারা পরিভাষা সৃষ্টি করবেন। কমিটিতে যারা আছেন তারা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি। আমি আশা করব তারা অতি দ্রুত এই কাজ শেষ করবেন। কিন্তু এতে আমাদের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য কাছাড় জেলায় ১১টি যুবক এই বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেয়। তারও কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান ঢাকা শহরে, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এইসব শহরে বাংলা ভাষার জন্য যে আন্দোলন হয় তাতে বহু যুবক প্রাণ দেয়। হিন্দু-মুসলমান একযোগে দাবী করে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। এই কাছাড় এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের বীর শহীদ যারা এই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমরা কি দেখি? বাংলা ভাষা মহারাজার আমলে দীর্ঘদিন রাজভাষা বা ত্রিপুরার সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পরও বাংলা গৃহীত হয়েছিল বহু অফিসে আমরা দেখেছি। বহু ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাংলায় রায় দিতে দেখেছি। হঠাৎ রাতারাতি কি করে সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে তার অনুসন্ধান আমি করেছি। অনুসন্ধান করে আমি এইটুকু জেনেছি যে এমন কোন আদেশ ত্রিপুরা সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না যে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা করতে হবে। কেন এবং কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত হল অনেকের জানা নাই। আমি কারণ অনুসন্ধান করে জেনেছি যে বিদেশ থেকে, বিদেশ বলতে আমি বলতে চাই বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ডিপুটেশানে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন, তারা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। কোন সরকারী আদেশ এই সম্পর্কে ছিল না। দুঃখের বিষয় এই, স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষা যেখানে প্রবর্ত্তিত ছিল তাকে পরিবর্ত্তন করে ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করেছি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আমরা কি দেখি? ইংরেজ আই. সি. এস. অফিসার বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করতেন। যে প্রদেশে কাজ করতেন সেখানকার লোকাল ভাষা তাকে শিক্ষা করতে হত। সেই প্রদেশে থাকার যোগ্যতার পরিচয় তাকে দিতে হত সেই স্থানীয় ভাষার পরীক্ষা দিয়ে। গুজরাটে

থাকলে গুজরাটি ভাষা, বাংলা দেশে থাকলে বাংলা ভাষা, আসামে—অসমীয়া ভাষা তাদের শিক্ষা করতে হত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের স্বাধীনতার যে প্রকৃত রূপ, আমাদের কনষ্টিটিউশানে আছে আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া, ঐরূপ ১৪টি ভাষাকে পূর্ণ বিকাশ করার সুযোগ দেওয়া সেটাতো আমরা করিনি, বরং তার উল্টা আমরা করেছি। এটা করবার ক্ষমতা সেই সমস্ত কর্ম্মচারীর ছিল কিনা সেই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কারণ মহারাজার আদেশবলে যে বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃত ছিল, সেই আদেশকে রদ করতে হলে একমাত্র পারেন পার্লামেণ্ট। কিন্তু পার্লামেণ্টে এই সম্পর্কে কোন আইন গ্রহণ করা হয় নাই, সেই বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। কাজেই যে ভাষা এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই ভাষাকে সরিয়ে নিয়ে ইংরেজী ভাষাকে আমরা গ্রহন করেছি, তদুপরি বিধান সভায় আইন পাশ করলাম। আইন পাশ করার পরও আমরা কি দেখি? দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে একটুখানি প্রচেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে ছাড়া, কোন বিভাগীয় কর্ম্মচারী এই সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেন নি। উপরন্তু গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ থেকে আরম্ভ করে মাসাধিক কাল যে প্রদর্শনী চিলড্রেন পার্কে চলেছিল, তার সমস্ত সরকারী বিপনিগুলিতে ইংরেজীতে সব সাইন বোর্ড লেখা ছিল। যেই দেশে শতকরা আশী জন লোক নিরক্ষর, যেই দেশে আজ পর্যন্ত দস্তখত করতে পারলেই শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়, সেই দেশে প্রদর্শনী, যে প্রদর্শনী জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়, সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেন যে জনশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় জনসাধারণের শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য, কিন্তু তারা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে? যারা বাংলা ভাষাই ভাল ভাবে লিখতে বলতে পারে না তাদের কাছে কতকগুলি বড় বড় ইংরেজী পোষ্টার ছাপিয়ে দিলে তারা কি বুঝতে পারে? দুঃখের সঙ্গে আমি এও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিধান সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করার পর আমাদের তহশীল অফিসগুলিতে পূর্বে যে দাখিলা লিখা হত প্রজা সাধারণের নিকট বাংলা ভাষায়, হঠাৎ রাতারাতি তার পরিবর্তন করে সেই দাখিলা-গুলি ইংরেজীতে ছাপা হয়ে গেল। এই যে কাজ, এই কাজগুলি কোনও কর্মচারী তার স্বৈরাচারিতা জাহির করার জন্যই করেছেন। বাংলা ভাষা সম্পর্কে আইন গ্রহণ করার পর বাংলার বিলুপ্তি ঘটিয়ে যিনি এই সমস্ত কাজ করেছেন, তাকে খুঁজে বের করতে হবে এই দাবী আমি হাউসের সামনে রাখব। এই প্রস্তাব যেমন গ্রহণ করবেন, তেমনি যে কর্মচারী বিধান সভার প্রস্তাব অবমাননা করে বাংলায় যে কাজ চলত সেই কাজের পরিবর্তন সাধন করে ইংরেজীতে যে চেক দাখিলা ছাপানো, এ কাজ যিনি করেছেন তাকে খুঁজে বের করে তার শাস্তি বিধান করা।

জরীপের কাজে দেখি যে গ্রাম দেশে জরিপ সক্রান্ত যে সমস্ত কাজ সরকারী কর্মচারী করেন,

জনসাধারণের কাছে সেই সমস্ত কাগজ পত্র দেন ইংরাজীতে। জরীপের যে সমস্ত সাধারণ সংজ্ঞা, জরীপ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে কিস্তওয়ার, খানাপুরি, বুজারত, তজদিক, এই সব শব্দ ইংরেজীতে দেওয়া হয়। শেরশাহের আমলে যখন প্রথম জরীপের কাজ সৃষ্টি হয় সেই আমল থেকে এই শব্দগুলি চলে আসছে। কিন্তু সেই শব্দগুলি ইংরেজীতে লিখা হয়। এইগুলি বাংলা শব্দ নয়, পার্শী শব্দ। কিন্তু বাংলা ভাষা তার নিজের সমৃদ্ধির জন্য এই শব্দগুলি গ্রহণ করে নিয়েছে। বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষা থেকে নিজ গুণে বিভিন্ন শব্দ ঠিক বাংলা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষাকে, আমি আমার প্রস্তাবে রেখেছি ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'এর জন্মদিনে, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যাতে সেই দিনে সমস্ত সরকারী কার্যাদিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়, আর ১৫ই আগষ্ট হইতে নিম্ন দেওয়ানী, ফৌজদারী, রাজস্ব ও বিভিন্ন শালিসী আদালত সমূহের আদেশাদি এবং জনসাধারণের নিকট প্রচারিত বা উদ্দেশ্যে লিখিত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি বাংলা ভাষা করার জন্য। আমরা যদি আমাদের এই কাজগুলি করতে পারি তাহলে মনে করব আমরা স্বাধীনতাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত হাউসকে অনুরোধ করব আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য।

MR. SPEAKER :— Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয় এখানে রেখেছেন এটা অতি সংগত এবং স্বাভাবিক ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার যেসরকারী প্রস্তাব আমরা বছর দুই আগে এই সভায় নিয়েছি তার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দান করার জন্য। এখানে যদিও এই সিদ্ধান্ত আইন করে নেওয়া হয়েছে, তাহলেও ত্রিপুরার সাস্তরে বাংলা ভাষা তার পূর্ণ স্থান পায় নাই। কিন্তু আজকে সমস্ত জিনিষটাকে আরেকটা দৃষ্টি ভংগী দিয়ে আমাদের দেখতে হবে। আজকে নীতিগত ভাবে আমরা এটা স্বীকার করে নিয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব ভাষা যেটা হবে, সেটা হবে বাংলা ভাষা এবং সমস্ত কাজগুলি বাংলা ভাষাতে করা হবে। কাজেই এই যে রূপান্তর সেটা করতে গেলে পরে সময়ের প্রয়োজন। তার কারণ হচ্ছে এই, যে ভাবেই হউক আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে নানা কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাষা, সেই ভাষা ইংরেজী ভাষার মর্যাদা পায়। সার ভারতবর্ষের যে কনষ্টিটিউশান বা গণতন্ত্র হিসাবে যে আইন হয়, রাষ্ট্র ভাষা

হিসাবে দুইটি ভাষাকে ধরা হয়। হিন্দি থাকবে, তা না হলে রাজকার্য ইংরেজীতে চালাতে হবে। তার জন্য যে সময় নির্ধারিত ছিল সেটা হচ্ছে ১৯৬৫ সন। তার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যদি তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কাজ চালাতে চায় এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে সেই সময়ের পর তারা তাদের নিজস্ব ভাষা হিসাবে তাদের যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা সেই ভাষা দ্বারা কাজ করতে পারবে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যেমন করেছে, আমাদের এখানে বিধান সভা গঠিত হওয়ার সংগে সংগে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা-কে তার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যাতে এখানকার আঞ্চলিক ভাষা বাংলা ভাষা অফিশ্যাল কার্যাদিতে ব্যবহৃত হয় সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটা লক্ষ্য করার বিষয়, যেখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরায় এক সময়ে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা ছিল, কিন্তু সেটা স্বাধীনতার পর ইংরেজী হয়ে যায়। আজকে আবার আমরা যখন নাকি ইংরেজি ছেড়ে বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালনা করতে যাচ্ছি, তার জন্য কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন। অতি দ্রুত সেগুলি করা সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ যদি সর্বত্র ইংরেজী করেসপনডেন্স ছেড়ে বাংলায় করতে হয়, তাহলে প্রথম ডিফিকাল্টি যেটা হবে সেটা হচ্ছে আজকে সমস্ত অফিসগুলিতে ইংরেজী টাইপ রাইটারে কাজ হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরায় যদি অতি দ্রুত সমস্ত গুলি অফিসে বাংলা ভাষা প্রচলিত করতে হয় তাহলে এক সঙ্গে সমস্ত টাইপ রাইটার বদল করতে হবে এবং বাজারে এত টাইপ রাইটার পাওয়া যাবে কিনা তাও একটা সমস্যা। আজকে যে ভাবে ফরেন এক্সচেঞ্জ এর কঠিনত্ব এবং বাইরে থেকে জিনিষ পত্র আনতে যে দাম পড়ছে, সেই ক্ষেত্রে এক সঙ্গে এতগুলি টাইপ রাইটার বদল করা বা পাওয়া অসম্ভব। কাজেই সেই বাস্তব দিকটা দেখা উচিত। আরেকটা কথা হচ্ছে বাংলা টাইপ রাইটিংএ অভ্যস্ত এতগুলি কর্মচারীকে পাওয়াটাও আরেকটা কঠিন জিনিষ। কাজেই তার জন্য কতকটা সময় দরকার। এই টার্ণ ওভারের মধ্য দিয়ে যাতে অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজেই ষ্টেজ বাই ষ্টেজ, ধাপে ধাপে সেই জিনিষটাকে চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব করেছেন, তিনিও বলেছেন আজকে সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। আজকে যদি ইংরেজী বদল হয়ে যায়, টেক্নিক্যাল ওয়ার্ড যেগুলি আছে তার পরিবর্তে নির্ধারিত শব্দ থাকা উচিত। তা না হলে আমি একটা নোট লিখছি, আমি কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেছি, এখানে ইংরেজীর প্রতিশব্দটি দিতে হবে। নতুবা আমাকে সেখানে যেতে হবে কি অর্থে আমি সেই শব্দ ব্যবহার করেছি সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। জাজমেন্ট, এ্যাকাউন্টস, এই ধরণের শব্দগুলির কমন নামাকরণ থাকা দরকার। সেই হিসাবে সংগত ভাবেই একটা পরিভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা অন্ততঃ দেখবেন যে পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে

রাজ কার্যে যে ভাবে বাংলা ভাষায় টেকনিক্যাল শব্দগুলি ব্যবহৃত হত এবং আইনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহৃত হত সেগুলি সংগ্রহ করে যাতে একটা পবিভাষা তৈরী করতে পারেন এবং যখন সম্পূর্ণভাবে সরকারী কার্য বাংলা ভাষায় চালু হবে তখন যাতে সুষ্ঠুভাবে সেগুলি চালাতে পারেন। তা নাহলে পরে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। এই সমস্ত কাজগুলির রূপান্তব করার জন্য কিছুটা সময় লাগছে। আমি এটা স্বীকার করি আজকে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে যখন নাকি আমরা বাংলা ভাষাকে চালু করতে যাচ্ছি সেখানে নূতন করে নাকি ইংরেজীতে দাখিলা ইত্যাদি ছাঁপা হচ্ছে। এটা দুঃখের এবং এটা অতি দ্রুত পবিবর্তন করা উচিত। যে সমস্ত রিসিট আছে, বিশেষ করে তফশিল বিভাগে বা ফরেষ্ট বিভাগেব যে সমস্ত রিসিট, চালান সেগুলি আস্তে আস্তে বাংলায় প্রচলন কবা উচিত। তারপর আরেকটা ডিফিকালটি যেটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সেই জন্যও ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা আছে। ফিনানশ্যাল কমপ্লিকেশান আছে। এই সমস্তগুলি ধীরে ধীরে ওয়ার্ক আউট করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা নেওযা উচিত। কাজেই যে টার্গেট ডেট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সেই কাজকে আমাদেব শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি না রাখতে পারি, উনি ভাল প্রস্তাব এনেছেন সন্দেহ নেই, তাহলে পরে একটা সিদ্ধান্ত আমরা নেওয়ার পর সেটা আমরাই অমান্য কবব, কাজেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়া এখানে যুক্তি যুক্ত হবে না। আমাদের যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বাংলা দেশ, তারা ও রাজ্যের ভাষা করেছেন। নানা কারণে তারাও আজ পর্যন্ত সর্বস্তরে বাংলা ভাষা নিতে পারছেন না। এই যে চেষ্টা ওতার তার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া উচিত। মানুষকে তার মনের দিক থেকেও প্রস্তুত করা উচিত এবং কার্যের ধারাটাকে সংযুক্ত কবা উচিত। কারণ ইংরেজী এমন একটা পর্যায়ে পৌছে গেছে, আমি অনেক ক্ষেত্রে নিজে দেখেছি, আমাব কাছে অনেক সাধারণ মানুষ আসে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে, আমি তাদেরকে বলি আপনারা বাংলা ভাষায় আপনাদের বক্তব্য লিখে দেবেন। কিন্তু তারা তাদের বক্তব্য কাউকে ধরে ইংরেজীতে লিখিয়ে নিয়ে আসেন।

এমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে যে অনেকে, যারা চিঠি পত্র লিখেন, তাদের চিন্তাধারার এ রকম হয়ে গেছে যে তারা মনে করেন যে ইংরেজীতে লিখলে সর্বস্তরে যাবে বা ইংরেজীতে তাদের প্রকাশ ভঙ্গি নানা কারণের জন্য এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। আমি অনেক ক্ষেত্রে জোর করেও বলে দেখেছি যে আপনার ইংরেজী লেখাটা নিয়ে যান, এটা ঠিক হয়নি, আপনি বাংলাতে আর একটা নিয়ে আসুন। আপনার এই বক্তব্যটা এই ভাবে থাকলে পর এটা ঠিক ঠিকভাবে পরিস্ফুট হবে না। যা লিখেছেন তা ঠিক হয়নি। আবার যেটা লিখিয়ে এনেছেন তাও ইংরেজীতেই লিখিয়ে

এনেছেন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের ইংরেজীতে লেখার একটা মনোবৃত্তি দাঁড়িয়ে গেছে। তার জন্যও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার। এই ধরণের প্রস্তাব এনে তিনি যে সুযোগ দিয়েছেন আমি মনে করি তার দ্বারা আমরা যারা বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার রাজ্য ভাষা হিসাবে গ্রহন করেছি, তার প্রয়োজনীয়তা, তার অতি দ্রুত রূপান্তরের কথা আমরা যারা ভুলে যাচ্ছিলাম, আজকে এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আবার নূতন করে আমাদের সে কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে এটাকে অতিদ্রুত রূপান্তর এবং পরিবর্ত্তন করা উচিৎ। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয় একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ দিয়ে এর সময় সীমা বেঁধে দেওয়া ঠিক নয়। এমন অনেক কাজ আমাদের রয়ে গেছে যে ঐ তারিখের মধ্যে সম্ভবপর হবে না। এখানে প্রস্তাবে আছে যে সর্ব্বপর্যায়ে হয়ে যাওয়া উচিৎ আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে। তা হলে তার মধ্যে যদি সে জিনিষটা না হয় তবে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে এসেম্বলীকে সে ভাবে বেঁধে রাখা উচিত নয়। তা ছাড়া পরিভাষার জন্য যে Committee করা হয়েছে সে Committee কে তাদের report ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। স্বভাবতই সেই report গুলো পেলে পর সেগুলোকে বিচার বিবেচনার যদি প্রয়োজন হয় তা করে তা circulate করা, ছাপানো, এবং আনুসঙ্গিক আর যা আছে তাতে আগামী ২৫শে বৈশাখ যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, হয়ত সেই তারিখের মধ্যে সে কাজ না হওয়ার ও সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেইদিক থেকে যিনি প্রস্তাব করেছেন তাঁকে আমি অনুরোধ করব, যেহেতু নীতিগতভাবে সরকার বাংলা ভাষাকে অতি দ্রুত রূপদান করার জন্য আগ্রহশীল সেজন্য সময়টাকে এভাবে বেঁধে দেওয়া উচিত নয়। বাস্তব অনুযায়ী যে সমস্ত অসুবিধা আছে সেটাকে দূর করে যাতে ধীরে ধীরে আমরা বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বস্তরে নিতে পারি সে পথটি খুলে রাখা প্রযোজন। কাজেই সেই জন্য আমি মাননীয় সদস্য, যিনি এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গতভাবে উত্থাপন করেছেন, তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে এই আলেচেনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেভাবে সরকার তাকে রূপদান করার জন্য চেষ্টা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রস্তাবটি যাতে withdraw করেন, প্রত্যাহার করেন, যাতে সরকার একটা খোলা মন নিযে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজকে বাংলা ভাষাকে ধাপে ধাপে ত্রিপুরার রাজকার্যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এনে রূপদান করতে পারেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এখানে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন তার সমর্থনে আমি বলছি এখানে দু বৎসর আগে এ প্রস্তাবটি নেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা কার্যকরী করা হয়নি। ইংরেজী হল ইংরেজ জাতির ভাষা। স্বাধীনতার এতদিন পরেও ইংরেজদের ভাষা এখানে

ব্যবহার করছেন সরকার। কাজেই সেইদিক থেকে গণতন্ত্রের অধিকার মতেই আমাদের ত্রিপুরায় বাংলা ভাষাকে আমরা ত্রিপুরার ভাষা হিসাবে গণ্য করব। সেই প্রস্তাব এখানে রাখা হয় কিন্তু তা কার্যকরী হওয়া ত দূরের কথা (সেদিনও আমি বলেছিলাম যে রেশন কার্ড বাংলায় করা হউক কিন্তু তাও করা হয় নাই।) এ বিষয়ে সরকার কতটুকু যে কি করবেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর বলেছিলেন যে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষা থাকবে কি না। গণতন্ত্র মতে যদি হয় তা হলে যেখানে বাঙ্গালী প্রধান এলাকা সেখানে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হওয়া দরকার। সেইদিক থেকেই যেহেতু এটা বাঙ্গালী প্রধান জায়গা সেজন্য এই প্রস্তাবে বাংলা ভাষার দাবী করা হয়েছে এবং তার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দেখছি যে এগুলি যদি হঠাৎ করে change করতে হয় তাহলে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের সময় লাগবে, কাজেই সময় নির্দিষ্ট করে দিলে কিছু হবেনা, দীর্ঘ সময়ের দরকার। আমার প্রশ্ন হলো যেখানে প্রেসের সমস্ত কাজ বাংলায় হতে পারে সেখানে Type writer কেন বাংলায় করা যাবে না? কাজেই Type writer বাংলায় না হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। তাই অতি সত্বর যাতে আমাদের বিধান সভার সমস্ত কাগজপত্র এবং সরকারী সমস্ত কাজ বাংলা ভাষায় করা হয় সেইদিক থেকেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI ABHIRAM DEB BARMA M. L. A :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা হলে পর ত্রিপুরার জনসাধারণ যে বিভিন্ন সুবিধা পেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই মাননীয় সদস্য শ্রীসুনাল দত্ত মহোদয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এইজন্য যে আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলে তাদের অবস্থা কি দেখি? ভাষার ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশেষ করে গ্রাম দেশে যারা আছেন, যারা লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান না ইংরেজীতে সব কাজ কর্ম চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। এই অসুবিধা যাতে দূর হয় এবং এই অসুবিধা দূর করার জন্যই আজকে যারা অশিক্ষিত, যারা আজকে ইংরেজী ভাষা জানেনা, যারা ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলতে পারেন না, ইংরেজী পড়তে পারেন না তারা যাতে সব রকম সরকারী কাজেই হউক বা নিজেদের মধ্যে ভাষার আদান প্রদানের জন্যই হউক যে ভাষা বিশেষ করে প্রচলন হলে পরে এবং যে ভাষা ব্যবহার করলে পরে ত্রিপুরার মানুষ সবাই আজকে বুঝতে পারে, নিজেদের কাজ আদান প্রদান করতে পারে সেই ভাষা আজকে ব্যবহার করবার জন্যই এবং সেটাকে চালু করবার জন্যই গত দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিধান সভা ত্রিপুরাতে প্রবর্ত্তন হওয়ার পরক্ষনেই ত্রিপুরার ভাষা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা আশা করেছিলাম সে সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হবে, এবং সেটা কার্যকরী হলে পরে আমরা সবাই

অফিসের কাজ কর্মের দিক থেকে এবং অন্যান্য সব রকম কাজেই সুযোগ সুবিধা পাব। আমি একথা অস্বীকার করছি না যে কিছুই কার্যকরী করা হচ্ছে না তবে যে পরিমানে হওয়া দরকার এবং যতটুকু করলে পরে এখানকার যারা অজ্ঞ ও নিরক্ষর মানুষ তারা আরো সুবিধা পেত ঠিক সে ভাবে হচ্ছে না। এর গতি খুবই মন্থর। তবে এই সমস্ত কাজগুলি হঠাৎ করে করবার দিক থেকেও অনেক অসুবিধা আছে একথা ও স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করলেও এ বিষয়ে একটু কম জোর দেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। কারণ এবিষয়ে যদি একটু দরদ থাকত এবং সেই দরদ দেখিয়ে যদি আজকে এই ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলনের পক্ষে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাত তাহলে আজকে এই অবস্থার থেকে অনেক উন্নতি করতো। এখানে আমরা যদি ইংরেজী ভাষাকে বিশেষ করে ব্যবহার করি এবং বাংলা ভাষাকে যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান না দিই তাহলে যে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ যিনি বাংলা ভাষাতেই সারা বিশ্বে সম্মানের পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, সেটা তিনি বাংলা ভাষার জন্যই পেয়েছেন, তিনি বাংলা ভাষাকে সারা পৃথিবীতে যে সম্মানের আসনে তুলে গেছেন সে ভাষাকে যদি আমরা আজকে ওনারই দেশের অধিবাসী হয়ে, ওনারই দেশের মানুষ হয়ে শ্রদ্ধা না করি, সরকারী কাজে বা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে শ্রদ্ধা না দিই তাহলে পরে এই বলে আমরা বিবেচ্য হব যে আমরা বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করি না এবং বাংলা ভাষার যে সংস্কৃতি সে সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি না। আজকে প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষই এই ভাষার উপর দাঁড়িয়ে, এই বাংলা ভাষাকে সবদিক দিয়ে সুন্দর এবং নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেদিক দিয়ে চেষ্টা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। আর এখন থেকে যদি ইংরেজী ভাষাকে ছাড়বার চেষ্টা না চালাই তাহলে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটা বৈমাত্রিক সুলভ মনোভাব নেওয়া হবে। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাতে তিনি এই কথা বলেছেন যে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি ২৫শে বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেছেন সেই ২৫শে বৈশাখে তার জন্মদিনে এই ভাষাটি ত্রিপুরাতে প্রচলন করা হউক। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন। কাজেই এই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে আমি জোরের সঙ্গেই একথা বলব যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকেই বাংলা ভাষা পরিস্কার করে বলতে পারে না যারা উপজাতি আছেন। উপজাতিরা বাংলা ভাষা বললেও তাদের সাময়িক কাজকর্ম পরিচালনা করা, কথা বলা, ভাবের আদান প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু সেখানে যদি ইংরেজীতে অফিসের কাজ কর্ম, এমন কি সামান্য একটা নোটিশও যদি তার নামে ইংরেজীতে দেওয়া হয় তাহলে সে সম্পর্কে সে কিছুই বুঝতে পারবে না। আমি দেখেছি অনেক অফিসের নোটিশ কোন উপজাতির কাছে গেলে পরে

ইংরেজী জানা তো দূরের কথা সে বাংলাও জানেনা, কাজেই সে নোটিশে কি লিখেছে না লিখেছে সে মোটেই বুঝতে পারেনা। তাতে তার কাজের ক্ষতি হয়ে যায় অনেক সময়। এ রকম বহু ঘটনা আছে। কাজেই আগামী বৈশাখ থেকে এই বাংলা ভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বস্তরে চালু হয়ে যাক তা আমি আন্তরিকভাবে সঙ্গে সমর্থন করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI AGHORE DEB BARAM :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি সামান্য দু'চারটা বক্তব্য রাখতে চাই। কথা হচ্ছে যে আমরা বিধান সভার শুরুতেই বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব নিয়েছিলাম। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবের reply দিতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারনা করেছেন তা যদি সত্য হিসাবে ধরে নিতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই একথা প্রমাণ হবে কাজের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় আমরা কি দেখতে পাই? আমরা বিধান সভার মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি যে বাংলা ভাষাকে আমাদের রাজ্য ভাষা করা হউক। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজীকে অনেকটা জোর করে আবার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কি রকম? না আগে তহশীল কাছারীর সমস্ত রশিদ বই বাংলাতেই ছাপানো ছিল। কিন্তু আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সমস্ত হয়ে গেল ইংরেজী। শুধু তাই নয় Forest Department এর যে সমস্ত চাটিযাল বা অন্যান্য যে সমস্ত পুস্তিকা করা হয় তা সমস্তই ছিল বাংলায়। আগে সমস্ত কাজ কর্ম্ম বাংলাতেই চলছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর তাও হয়ে গেল ইংরেজী। প্রতিটি ক্ষেত্রে আগে জনসাধারণের সঙ্গে অফিসের রাজস্ব সম্পর্কিত যে সমস্ত যোগাযোগ হত তা বাংলাতেই হত। কিন্তু এখন দেখা যায় এগুলোরও ইংরেজী প্রচলন আস্তে আস্তে বাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ আজকে কার্য্য ক্ষেত্রে ইংরেজীকে চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে বাধ্য করানো হচ্ছে। ইংরেজীর বিরুদ্ধে আমি এখানে বলছিনা যে বাংলা ভাষা চালু করে ইংরেজীকে উঠিয়ে দেওয়া হউক এবং সেটা অবশ্য উঠবেও না। কতগুলি সুবিধার জন্য এটা আমাদের রাখতেই হবে। এটা থাকবেই। কেননা আমরা জোর করে ইংরেজী ভাষাকে উঠিয়ে দিতে পারব সে সম্ভাবনা নেই। আজকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে Engineering, ডাক্তারী ইত্যাদি যদি পড়তে যান তাহলে ইংরেজী শিখতেই হবে। বিদেশের সঙ্গে বা বিভিন্ন State এর সঙ্গে যদি আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয় তাহলে ইংরেজী Medium Language হিসাবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যান্ত থাকবেই। যা হউক, মূল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এখানে বাংলা ভাষাভাষি উপজাতীয়দের বাংলা কথা মাতৃভাষা না হলেও দায়ে পরে অনেকে শিখতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে বাংলা কথা না শিখলে তাদের চলে না। যে ভাবেই হউক আজকে বাংলাটা প্রচলন হয়ে গেছে। রাজার আমল থেকেই ছিল, একথা অস্বীকার করার কোন

কারণ নাই। কাজেই আজকে যে প্রস্তাবটা আমরা বিধান সভার মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম তাকে যদি আস্তে আস্তে কাজে লাগানোর অবস্থাটা দেখতাম তাহলে অবশ্যই মনে করা যেত যে, না it is on process. আস্তে আস্তে করা হচ্ছে বলে মনে করা যেত। কিন্তু প্রস্তাবটা গ্রহন করার পর আরো যেন উল্টা ভাবে adament হয়ে গেল। না ইংরেজীটি চালাও। খাজনার রসিদ ইংরেজীতে ছাপা হলো। আগে সব বাংলায় ছিল, এখন ইংরেজীতে করা হলো। এইভাবে একটার পর একটা সরকারী যে সমস্ত Form চাকরীতে যেতে হলে, দরখাস্ত দিতে হলে প্রয়োজন হয় সমস্ত form গুলি ইংরেজীতে ছাড়া উপায় নেই। এইভাবে চালানো হচ্ছে। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন, যদিও একথা সত্য, গায়ের জোরে সব কিছু করা যায়না, আমরা ইচ্ছা করলেও অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠেনা, কিন্তু একটা Process অন্ততঃ গ্রহণ করা হউক। ঐদিন থেকে একটা প্রচেষ্টা আরম্ভ হউক। যেমন ঐদিন থেকে, এতদিন পর্যন্ত ইংরেজীতে যে সমস্ত খাজনার বই ছিল, সেটা বাংলাতে শুরু হউক বা চিঠিপত্র, অন্ততঃ জনতার সঙ্গে যে সমস্ত অফিসিয়েল corres-pondence হয় সেগুলি অন্ততঃ ঐদিন থেকে বাংলাতে শুরু করা হউক। বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে correspondence ইংরেজীতে হবে, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জনতার সঙ্গে যে correspondence তা যেন বাংলাতে হয়। যদিও এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে যে সমস্ত official correspondence ঐদিন থেকে বাংলাতে শুরু করতে হবে। কিন্তু তা কার্যতঃ সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ নানা দিক দিয়ে এটা করতে গেলে আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তবে একটা process এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের এটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এক্ষুনি এটাকে সকল কার্যে পরিণত করতে গেলে নানা অসুবিধা আছে, তা আমি নিজেও বুঝতে পারছি। তবে ঐদিক দিয়ে আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি। অতএব এই বিধান সভায় গৃহীত ১ম প্রস্তাবের কার্যকারীতা সরকারী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে express হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই এই প্রস্তাবের গুরুত্ব অনেক বেশী, সেজন্য এটাকে গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং আশা করব যে সকলেই এটাকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI S. L. SINGH :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বাংলাকে regional language করা হউক বলে একটা প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাব গ্রহন করার মানেই হল এই যে আমরা বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা রূপে গ্রহণ করব, এটাই হল ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষের দাবী। এই দাবীকে ভিত্তি করে এই সভা বাংলা ভাষাকে regional language এ পরিণত করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরাও নানা দিক থেকে চিন্তা করছি। আর সেজন্য আমরা একটা পরিভাষা কমিটি গঠন

করেছি। কারণ আমাদের ত্রিপুরায় রাজার আমলে এই বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল। আগে রাজকার্যে শুধু Political Deptt. ইংরেজী ভাষায় correspondence করত। কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে যে সর্বস্তরে এই ভাষা চালু করা যায় কিনা। তবে পরিভাষা ব্যতীত কোন ভাষাই কখনও Standard রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। যেমন ধরুন একটা শব্দে আছে Skeleton scheme তার অর্থ একজন লিখলেন 'কংকাল প্রকল্প' আবার কেউ বললেন কংকাল সিদ্ধান্ত। এভাবে একই শব্দের অর্থ করতে গিয়ে নানা রকম বিড়ম্বনায় পড়তে হয় সেখানে। তারপর Judicial term—সেই term অনুসারে হয়তো এক একটি রায়ের পরিবর্ত্তন হয়ে যেতে পারে। আবার Land Revenue এর যে term সেই term যদি কোন প্রকারে ভুল হয়ে যায় তবে বিরাট উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে। তাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হল পরিভাষা গ্রহণ করা। এই রাজ্যে যে সব ইংরেজী term ছিল এবং তার পরিবর্ত্তে যে ভাষা রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি এই কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন বা তখনকার সময়ে stock of words যা ছিল, আজকের stock of words তার চেয়ে হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কারণ ইংরেজীর production এর সাথে সাথে term ও বেড়ে যায়। অতএব তার উপর ভিত্তি করে পরিভাষা গ্রহণ করতে হবে। এমনকি ত্রিপুরাতে যা আছে তাকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাতে standard পরিভাষা থাকবে যার মধ্য দিয়ে আমরা ভাষাকে বাস্তবায়িত করতে পারব। তবে আমি মনে করি যে ত্রিপুরাতে যেসব সরকারী ডিপার্টমেন্ট আছে, তাতে কতগুলি প্রচলিত শব্দ ছিল, সেগুলি পরিভাষা কমিটি রক্ষা করবেন। তার কারণ এমন কোন ভাষা যদি আমরা সেখানে প্রবর্ত্তন করি, সেটা আমাদেরই শিখতে হবে। অতএব প্রচলিত যা আছে ঠিক সেভাবে করলে পরে জনসাধারণেরও বোধগম্য হবে। যেমন, যদি পরিভাষা করা হয় "আরক্ষা", এটা জনসাধারণ যেমন জানেন না, আমরাও তেমনি জানিনা। তখন সেটাকে শিখতে বা শিখাতে হবে। অতএব এসব দিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। তবে আমরা একটা চিন্তা করছি যেমন পঞ্চায়েত, তহশীল, ফরেষ্টের সমন ইত্যাদি এখনও বাংলাতে হয় এবং small courtএ এখনও বাংলাতে চলে। এইজন্য আমরা চিন্তা করব যে কি করে এইসব Lower Level এ বাংলা ভাষাকে চালু করা যায়। এখনও যে সব words গুলি প্রচলিত আছে তার উপর ভিত্তি করে যাতে পরিভাষা তৈরী হয় তার জন্য দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্যই পরিভাষা কমিটি হয়তো এগুলির কোন কোনটির পরিবর্ত্তন করতে চাইবেন। তবে আমাদের হাতের কাছে যেগুলি আছে যেমন পঞ্চায়েত, তহশীল, ফরেষ্ট ও co-operative গুলিতে যা প্রচলিত আছে, সেগুলিকে যতটা সম্ভব রাখা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি হাউসের কাছে আবেদন রাখব। এক্ষুনি তাড়াহুড়া করে এই ভাষাকে চালু করতে গেলে যে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে আমাদের পড়তে হবে তা অবশ্য মাননীয় সদস্য নিজেই অবগত আছেন। কাজেই এই

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখের মধ্যে এটা করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে যাতে এই কাজটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় তার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। ২৫শে বৈশাখ হবে, তবে নির্দ্দিষ্ট সনের উল্লেখ না থাকলে ভাল হয়। সেজন্য আমি মাননীয় সদস্যকে এই বিষয়টা বিবেচনা করতে বলব। যেহেতু ঐদিনটা কবি-গুরুর জন্মদিন এবং ত্রিপুরার সঙ্গে ওনার এক বিরাট সম্বন্ধ ছিল। তবে একটি কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দায়ে পড়ে বাংলা শিখতে হয়। তাতে মনে হল বাংলার প্রতি একটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হল। কারণ আমরা যা কিছু শিখি তাই সত্য। কেউ ঠেকে শিখে, কেউ দেখে শিখে। অতএব মাননীয় সদস্যরা ঠেকেই শিখেছেন এই বাংলা ভাষা। এটা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। তাই আমি বলব যা কিছু শিখছেন এই যে bush shirt গায়ে দিয়ে এসেছেন, তা ঠেকে দেননি। ইংরেজ প্রভু যখন প্রবর্ত্তন করেছিলেন তখন তো আর ঠেকে শিখা হয়নি। ইংরেজী বলতে গিয়ে ঠেকে শিখেছি একথা তো বলেননি। কারণ তখন ছিল প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকার। অতএব ওনার কথা হল এই যে ঠেকে শিখেনি, আইনের মধ্য দিয়ে শিখেছি। মহারাজা অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি জানতেন যে যদি এই রাজ্যকে উন্নত করতে হয় তাহলে বাংলা আমাদের ভাষা হবে। কেবল তাই নয় আজকেও আমরা গর্ব অনুভব করি যে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। অতএব আমরা সেটা ঠেকে শিখিনি. আমরা সেটা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেছিলাম বলেই ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত বাংলা ভাষা প্রচারের উপায় ছিল। পূজা পার্ব্বন থেকে সমস্ত কিছু, চৌদ্দ দেবতার পূজা যদি আমরা দেখি, অনেকদিন আগে থেকে হয়েছে, উমা পার্ব্বতী গঙ্গা প্রভৃতি। তাহলে দেখা যায় আমাদের যে সত্য ছিল, আমাদের যে culture ছিল, religion ছিল, সেই religion হাজার হাজার বছর পূর্ব্বের। ঐ ধারায় ঐ খাতে প্রবাহিত হয়েছে। অতএব ওনার একথা বলার কারণ আছে। কারণ আছে এই জন্য যে আমরা ইংরেজীটা শিখব। অতএব এই ভাষাটা আমাদের জন্মভাষা, তাই এই ভাষাটা আমরা শিখছি এবং রাজকার্য্যের সর্ব্বস্তরে এটাকে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। আজকে ভারতবর্ষ চিন্তা করছে যে ইংরেজী রাখবে কি রাখবে না। কারণ, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা। এ যদি ঠিক হয় তাহলে আমার জন্মভূমির যে ভাষা, সেই ভাষাকে আমাদের অবলম্বন করতে হবে এবং সেটার প্রচার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম ভাষা অতএব পৃথিবীর মানুষেরা বাংলা শিখবে, শিখছে। ওরা ঠেকে শিখবে না। যারা মুর্খ তারাই ঠেকে শিখে। আগের দিনে দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল, যারো মাথায় বজ্র পড়লো, তখন তারা শিখল যে বজ্র পড়লে মানুষ মরে। তবে আজকের দিনে এই ১৯৬৭ সালে আমরা বুদ্ধিমান মানুষেরা ভারতবর্ষে পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছি। অতএব আমরা যারা

বুদ্ধিমান ও সুচিন্তিত মানুষ তাবা দেখে শুনে তা গ্রহণ করি। কেবল ইংবেজী নয় যাহাই শ্রেয় তাকেই আমরা ভাল বলে গ্রহণ কবি। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক মানুষ তা গ্রহণ করতে বাধ্য, যা ভাল।

অতএব আমরা যারা বুদ্ধিমান মানুষ, আমবা তা দেখেশুনে গ্রহণ করব। কেবল ইংরেজী নয়, যা ভাল, যা দরকাব তাহাই আমরা গ্রহণ কবব। বাংলা প্রশাসনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছিল সেইজন্য ত্রিপুরাব মানুষ একযোগে একসাথে তা গ্রহণ করেছে এবং তার প্রচার ও প্রসারের জন্য চেষ্টা কবছে। তবে এটা একটা অতি সাময়িক প্রস্তাব। এই প্রস্তাব এনে আমাদের জাগ্রত কবে দিয়েছেন। যাতে আমবা অতি দ্রুত কার্যাকবী ব্যবস্থা গ্রহণ কবি তারই একটা অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এ প্রস্তাবে রয়েছে। অতএব আমবা চেষ্টা কবব যাতে নিম্নস্তরে অতি দ্রুত আমরা তা প্রসার করতে পাবি। সেইদিক থেকে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি অনুবোধ করব তিনি যেন এই প্রস্তাব প্রত্যাহার কবেন। যদি তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহাব করেন তাহলে আমবা একটা টাবগেট না বেখে সর্ব্বস্তবে বাংলা ভাষা অতি দ্রুত প্রযোগ করার চেষ্টা কবব। তিনি যদি প্রস্তাবটি প্রত্যাহাব করে আমার এই প্রতিশ্রুতিব উপব নির্ভব করেন তাহলে আমি খুব আনন্দিত হব।

SHRI SUNIL CH. DUTTA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাব এই প্রস্তাবটিব উপব বিভিন্ন সদস্য তাদেব মূল্যবান মতামত এই হাউসেব সামনে উপস্থাপিত কবেছেন, তাব জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবছি এবং এই প্রসঙ্গে আবও দুই একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টাবগেট সম্পর্কে কয়েকটি অসুবিধাব কথা বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় টাইপ বাইটার এবং কর্ম্মচাবীদের কাজ পবিচালনা সম্পর্কে যে অসুবিধার কথা বলেছেন তা বিশেষ কোন বাধা নয। তবে পবিভাষা সম্পর্কে অসুবিধাব কথা আমি স্বীকার কবি। পরিভাষা সৃষ্টি কবা দবকাব। তবে পবিভাষা সংগ্রহ কবা খুব যে কঠিন ব্যাপার তা নয। মহাবাজার আমলে আদালত থেকে সর্ব্বস্তরে বাংলা ভাষা ছিল। সেই সময়কার আদালতের রায এবং বিভিন্ন সবকারী নথিপত্র এখনও আছে। সেখান থেকে আমরা পরিভাষা সংগ্রহ কবতে পাবি। মহাবাজার আমলেব বহু পুবাতন কর্ম্মচারী এখনও আছেন, তাদের থেকেও পরিভাষা সংগ্রহ করতে পারি। বাংলা দেশ থেকে অনেক সময় মনীষীরা আসেন ত্রিপুরায বাংলা পবিভাষা সংগ্রহের জন্য। তবে কথা হলো কত দ্রুত আমবা বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তন কবতে পারি। আমি যে সময নির্দ্দিষ্ট কবেছিলাম ১৫ই আগষ্ট, '৬৭ ইং, সেই সময়ের মধ্যে হয়ত সম্ভবপব হবে না মাননীয মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তবে ২৫শে বৈশাখের মধ্যে যাতে আমরা করতে পারি সেইদিকে লক্ষ্য রাখব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে কবা যেতে পারে। অতএব সেইদিকে

লক্ষ্য রেখে আমাদের অফিস, আদালত, তহশীল কাছারী সর্ব্বস্তরে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। অতএব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার প্রস্তাব withdraw করছি।

MR. SPEAKER :—The Hon'ble Member with leave of the House may withdraw his resolution.

Now the question before the House is withdrawal of resolution moved by Shri Sunil Chandra Dutta.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No voice)

I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The resolution is withdrawn.

MR. SPEAKER :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, 22nd June, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 271.

BY SHRI JATINDRA KUMAR MAZUMDER

Question	Reply
ক) সমগ্র ত্রিপুরায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও বালোয়াড়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?	১। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫৫ (৯৩টি Adult Literacy Centre সহ)। ২। বালোয়াড়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১১।
খ) ঐ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্যে রত গ্রামলক্ষ্মীগণ কি হারে ভাতা পাইয়া থাকেন?	মাসিক ২০৲ টাকা হারে।
গ) যে ভাতা পাইতেছেন তাহারা, ইহাতে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে তাহাদের চলে কিনা?	তাহারা এই সাময়িক কার্য্যের জন্য শুধু ভাতা পান, এই আয়ের উপর জীবিকা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করার প্রশ্ন উঠেনা।
ঘ) গ্রামলক্ষ্মীগণের ভাতা বাড়াইবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	না।
ঙ) যদি এইরূপ কোন পরিকল্পনা থাকে তবে ইহা কত?	প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

The 22nd June, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Thursday the 22nd June, 1967.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker, in the Chair, three Ministers, Dy Minister, Dy Speaker and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To day in the List of Business, there are the following Questions to be answerred by the Ministers concerned. First I shall call on Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. to call out the Number of his Short Notice Question.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 311.

Shri Tarit Mohan Das Gupta ·—Question No. 311 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) বেকার স্বর্ণশিল্পীদের পুনর্বাসন ঋণ দানের বিধি অনুসারে কোন বোর্ড গঠন করা হইয়াছে কি,	হাঁ।
২) যদি বোর্ড গঠন করা হইয়া থাকে তবে ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতির কোন প্রতিনিধি তাহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে কি,	না।
৩) যদি গ্রহণ না করা হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?	নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতি হইতে একজন প্রতিনিধি নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই স্বর্ণশিল্পীদের যে বোর্ড গঠন করা হয়েছে সেই বোর্ডে ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতির কোন প্রতিনিধি নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যে নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতি হইতে একজন প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতি হইতে লওয়া হয়েছে, কিন্তু আগরতলায় যে স্বর্ণশিল্পী আছে সেই স্বর্ণ শিল্পীদের কোন প্রতিনিধি গ্রহণ না করার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতি থেকে একজন প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই বোর্ড যাতে ঋণ অতি সত্বর দেওয়া যেতে পারে, এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বোর্ড গঠিত হয়েছে, তারা তাদের ফাষ্ট সিটিং করেছেন বলে আমি জানি, এখন বোর্ড যে ভাবে যাকে রিকম্যাণ্ড করবে সেই বেসিসে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—প্রথম যে সিটিং হয়েছিল তাতে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেটার রিকম্যাণ্ডেশান সরকারের কাছে এসে এখনও পৌঁছায় নি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—ঐ বোর্ড কতজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—দশ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই দশ জনের মধ্যে কে কে আছেন এবং তারা কি ধরণের লোক ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, এম, এল, এ, শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, এম,এল,এ শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, এম, এল, এ, শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা এম, এল, এ, শ্রীসীতানাথ সেন, কনভেনার, নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতি, সেক্রেটারী, ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা, ডিরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্টেট এণ্ড কালেক্টার, ত্রিপুরা কালেক্টার অব সেনট্রাল এক্সসাইজ অর হিজ নমিনী, গোল্ড কনট্রোল অফিসার এণ্ড ডিপোটি সেক্রেটারী অব দি গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশ চৌধুরী, এম, এল, এ

শ্রীসুরেশ চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিলোনীয়া বিভাগের কোন কোন স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের দায়িত্ব পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে ;	ক) ১। হৃষ্যামুখ, ২। বগাফা, ৩। বাইকুরা, ৪। বেটাগা, ৫। কলসী, ৬। কলাবাড়ী, ৭। আলয়ছড়া ৮। মাতাই ৯। সরসীমা, ১০। কৃষ্ণনগর, ১১। লক্ষী ছড়া, ১২। আর্য্য কলোনী, ১৩। পশ্চিম কলোনী, ১৪। দেবত্তাবাড়ী, ১৫। নীহার নগর, ১৬। রাধানগর, ১৭। রাজনগর, ১৮। রাজামুড়া, ১৯। আনন্দপুর, ২০। বড় পাথারী।

খ] যদি করিয়া থাকে তবে কোন কোন স্কুলের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

খ) ১। বগাফা, ২। বাইকুরা, ৩। বেটাগা। ৪। কলসী, ৫। আলয়ছড়া, ৬। নীহার নগর, ৭। রাধানগর, ৮। আনন্দপুর, ৯। বড়পাথারী।

গ] যদি আরম্ভ না হইয়া থাকে কারণ কি?

গ) নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ স্কুলগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই।

১। টেণ্ডার আহ্বান করার পরও ঠিকাদারদের নিকট হইতে উপযুক্ত দরপত্র পাওয়া যায় না।

২। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া যায় না।

৩। স্কুল গৃহ নিম্মাণের অনুমোদন ও অর্থমঞ্জুর, মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দরপত্র আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায় নাই। দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কোন স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জায়গা পাওয়া যায় নাই বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত —এখানে সাধারণ ভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে, কোন পার্টিকুলার স্কুলের নাম জানাতে হলে, আমি নোটীশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—পার্টিকুলার কোন স্কুলের গৃহ নিম্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া যায় নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:— আমি নোটীশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—যে সমস্ত স্কুলের গৃহ নিম্মাণের কাজ এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই, কবে পর্য্যন্ত সেটা আরম্ভ হবে বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে যে সংবাদ আছে তার মধ্যে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হয়েছে, দরপত্র আসে নাই, তারজন্য আবার রিটেণ্ডার করা হবে এবং এই ফিন্যানশিয়্যাল ইয়ারের মধ্যে অন্যান্য কাজগুলি আরম্ভ হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী:—কৃষ্ণনগর, মতাই, কলাবাড়ী, এই সমস্ত স্কুলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ওয়ান্ট নোটীশ অব ইট।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—বিলোনীয়াতে দুইটি পি, ডব্লিউ ডি অফিস আছে। বগাফা বা শান্তির বাজার যে পি, ডব্লিউ, ডি, অফিস আছে, সেগুলির আণ্ডারে ওয়ার্ক আরম্ভ হয়েছে, কিছু কিছু কাজ শেষও হয়েছে। কিন্তু বিলোনীয়াতে এইসব স্কুলের কাজ আরম্ভ হয় নাই, এটার কোন যুক্তি বা কারণ আছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখানে যেভাবে প্রশ্নটা উত্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে আলাদা করে সেটা নেই, কাজেই এর জন্য আমাকে সেপারেট প্রশ্ন করলে পরে তার পূর্ণ উত্তর আমি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা, এম, এল, এ,।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that certain Engineering Division under the Govt. of Tripura viz. Amarpur Engineering Division, Santirbazar Engineering Division etc. ask the tenderer to deposit more earnest money after the acceptance of their tenders;	No.
2) if so, under what provision of law or rules such earnest money is demanded ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত টেণ্ডারে কাজগুলি দেওয়া হয়, তার আরনেষ্ট মানি কি ভিত্তিতে নেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আগে এষ্টিমেট কষ্টের আড়াই পার্সেণ্ট দেওয়ার বিধান ছিল. পরে নেশান্যাল বিলডিং ওয়ার্কসের রিকম্যানডেশন আছে যে সেটাকে প্রথমে এক পার্সেণ্ট নেওয়া হবে এবং যার টেণ্ডার একসেপ্টেড হবে, তার কাছ থেকে আরও দেড় পার্সেণ্ট নেওয়া হবে। একসঙ্গে আড়াই পার্সেণ্ট না নিয়ে টেণ্ডার যখন একস্পেকটেড হবে তখন তার কাছ থেকে বাকী দেড় পার্সেণ্ট নেওয়া হবে, এতে কাজের কিছুটা সুবিধা হয়। কাজেই তাদের রিকম্যানডেশনের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় অবস্থার উপর বিবেচনা করে সরকার টাকাটা ভাগ করে দিয়েছে। টেণ্ডার দেওয়ার সময় তাকে এক পার্সেণ্ট দিয়ে টেণ্ডার জমা দিতে হয় তার পর যখন টেণ্ডার একসেপ্টেড হয়, তখন বাকী দেড় পার্সেণ্ট পরিমাণ টাকা

সরকারের কাছে জমা দেন। কাজেই অতিরিক্ত কিছু নেওয়া হয় না, চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরার যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, যে সমস্ত ডিভিশনগুলি আছে, যে সমস্ত ডিভিশনগুলি থেকে ওয়ার্কগুলি ডিষ্টিবিউট করা হয়, সেই সমস্ত ডিভিশানগুলির মধ্যে একই প্রিন্সিপাল ফলো করা হয় কিনা ইন রিগার্ডস অব আরনেষ্ট মানী ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : যথাসম্ভব একই প্রিন্সিপ্যাল ফলো করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার এম, এল, এ

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
মেট্রিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ গ্রামসেবক নেওয়া হইয়াছেন কিনা ? নেওয়া হইলে এখনও নেওয়া হয় কিনা ?	না। এখনও নেওয়া হয় না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এখন মেট্রিক অনুত্তীর্ণ ছেলেদের গ্রামসেবক হিসাবে নেওয়া হয় না কেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নন মেট্রিক নেওয়া হয়েছে প্রথম দিকে। তারপর রিক্রুটমেন্ট রুলস হয়, তারমধ্যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান হিসাবে মেট্রিকুলেট অর ইকুইভেলেন্ট ষ্টেনডার্ড, ডিপলমা অর সার্টিফিকেট ইন এ্যাগ্রিক্যালচার অব এ রিকগনাইজড ইনষ্টিটিউশানকে বেসিস ধরা হয়েছে এবং সেইভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই যারা আইদার মেট্রিকুলেট থাকবেন অর রিকগনাইজড ইনষ্টিটিউশান থেকে ডিপলমা বা সার্টিফিকেট নিয়ে আসবেন, তারাই রিক্রুটমেন্ট রুল অনুযায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্য। কাজেই যাদের মিনিয়াম কোয়ালিফিকেশান আছে, তাদের বেলায় পে-স্কেল হয়েছে ১০০-১৪০ এবং যাদের রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান আছে তাদের বেলায় পে-স্কেল হচ্ছে ১২৫-২০০।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অনুত্তীর্ণ ছেলেরা গ্রামে থেকে এক সময়ে এগ্রি এসিষ্টেন্টের কাজ করেছিল, তাদের কি ঐ কাজের যোগ্যতা ছিল না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা ঠিক যোগতার প্রশ্ন নয়. যেভাবে রিক্রুটমেন্ট রুল করা হয়েছে, তাতে যোগ্যতর লোক যদি থাকে তখন যোগ্য লোক থেকে যোগ্যতর লোককেই নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এটা কি ঠিক নহে যে তখন তাদের ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে এ্যাগ্রিকালচারের কাজে তাদের লাগান হত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাদের ট্রেনিং দিয়ে এ্যাগ্রিকালচারের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা এখনও আছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, মিনিমাম কোয়া-লিফিকেশান এবং রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান কি কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আন ট্রেণ্ড মেট্রিকুলেট হচ্ছে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান তারপর সর্ট কোর্স ট্রেনিং নিলে পরে তারা কোয়ালিফাইড বলে গ্রাহ্য হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরায় মেট্রিক পাশ নন, এই রকম গ্রাম সেবকের সংখ্যা কত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এরজন্য পৃথক নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যারা মেট্রিক ফেল করেছেন তাদের যদি কৃষি কাজে না নেওয়া হয় তারা বেকার হয়ে যাবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মনে করা একটা জিনিষ, আর যেহেতু চাকুরীর রিক্রেটমেন্ট রুল হয়েছে, তার সংগে সংগতি রাখতে হবে। এখন যারা মেট্রিক ফেল করছে তারা আরেকবার মেট্রিক দিয়ে পাশ করবে এবং উপযুক্ত হয়ে এই চাকুরীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অনুভব করেন, প্রকৃত কৃষকের ছেলে, নন-মেট্রিক হয়েও এই সব এ্যাগ্রিকালচারের কাজ এবং গ্রাম সেবকের কাজ করে এ্যাগ্রি-কালচারের উন্নতি করতে পারেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেই জন্যই কৃষকের ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ফার্ম্মার্স সানদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকে যদি কেউ কৃতিত্বের সংগে পাশ করে আসেন, তখন সরকার তাদের এইসব চাকুরীতে নেওয়ার কথা বিবেচনা করে থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—তাহলে কি এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট যারা, তাদের ছেলেদের নন-মেট্রিক হলেও এই রকম চাকু দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পূর্ব্বেই আমি এ কথার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং:—এই রকম কি দুই একজন ছেলেকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নম্বার ২০৮ স্যার।

QUESTION

i) Whether the Power Tiller Drivers under Mohanpur Block have got any pay scale ;

2) Whether it is fact that their pay is not fixed and payment is not made regularly ?

ANSWER

1) No.

2). They got their wages during 1966-67 @ Rs. 0.50 per working hour and Rs. 0.25 per non-working hour subject to a maximum of 8 hours per day. During 1967-68, it has been proposed to pay them wages @ Rs. 97.00 per month.

As the Scheme for operation of Power Tiller was a new introduction, there was some delay in according sanction to the same on obtaining requisite particulars from different Departments. As such, payment of wages to the Drivers was also delayed.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, মোহনপুরে কতজন পাওয়ার টিলার আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মোহনপুর ব্লকের জন্য চারজন পাওয়ার টিলার এ্যালট করা আছে, কতজন বর্ত্তমানে আছে জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই সব পাওয়ার টিলারদের কোন্ দিন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে সেই তারিখ নেই, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে—

1) Whether the Power Tiller Drivers under Mohanpur Block have got any pay scale;

2) Whether it is fact that their pay is not fixed and payment is not made regularly ?

এখন কোনদিন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, এটা রিলেটেড কোয়েশ্চান, যদি এটার রিপ্লাই না দিতে পারেন,—

মিঃ স্পীকার :— তিনি আনরিলেটেড বলেন নি, তিনি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—প্রশ্ন হচ্ছে কয়েক মাস তারা বেতন পাচ্ছেনা। তাদের এপয়েন্টিং ডেট যদি না জানতে পারি তাহলে তারা কবে থেকে কত বেতন পাচ্ছে, কোন ইরেগুলারিটিজ হয়েছে কিনা, আমরা কি করে বুঝব ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই রকম কিছু যদি ওনার বক্তব্য থাকে, তা যদি আমার কাছে পেশ করেন, তা হলে আমি তার বিধি ব্যবস্থা করতে পারব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তাদের এমপ্লয়মেন্ট হওয়ার কয় মাস পর থেকে তাদের এলাউন্স দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—একজাক্ট সেই ফিগার আমার কাছে নেই। সমস্ত মিলিয়ে তারা মিনিমাম ওয়েজ পাবে ৯৭ টাকা। যেটা তাদের কম দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয়ই সেইগুলি কভার করা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই এস্যুরেন্স দিতে পারেন কিনা আউট ষ্ট্যাণ্ডিং এরিয়ার্স যেটা সেটা কভার হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—পুরো জিনিষটা অনুসন্ধান করে দেখে যে ব্যবস্থা করা যায় সেটা আমি করব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি একজন ড্রাইভার যদি পাওয়ার টিলার ড্রাইভ করে থাকে, তা হলে সে বেতন পাওয়ার অধিকারী হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যদি এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সে তা করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অধিকারী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—যদি এপয়েন্টমেন্ট পেয়ে থাকে তা হলে সে এরিয়ারস পাবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি বলেছি যে তার এপয়েন্টমেন্ট যদি থাকে তারপর সে যদি কাজ করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে বেতন পাওয়ার অধিকারী হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—সে যদি কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট পায়, তাহলে ডি, এ, এবং সি, এ, পাওয়ার অধীকারী সে হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—এমন রুল আছে কিনা, যারা কনটিনজেন্সি ষ্টাফ তাদের ডি, এ, এবং সি, এ, দেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, তারা কত ঘণ্টা কাজ করে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখানে যে জিনিষটা দেখা যায়, তাতে দেখা যায় যে আধ ঘণ্টা সময় অতিরিক্ত কাজের জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় ৫০ পয়সা করে ওয়ার্কিং আওয়ার বেসিসে তারা অতিরিক্ত পাবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—৫০ পয়সা করে কোন সন থেকে তাদের দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—তারা কি এষ্টাব্লিষ্মেন্টের ষ্টাফ হিসাবে ট্রিটেড হয়, না কনটিন-জেনসী ষ্টাফ হিসাবে ট্রীটেড হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখানে যে ভাবে দেওয়া হয়েছে আমি উত্তরে তা বলেছি কি ভাবে দেওয়া হচ্ছে।

Payment of wages @ Rs. 97 p. month.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইছি, তারা এষ্টাব্লিশমেন্ট ষ্টাফ হিসাবে ট্রীটেড হচ্ছে না কনটিনজেন্সী ষ্টাফ হিসাবে ট্রীটেড হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়ান্ট নোটীশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পদ্মনগর সাব ডিভিসনে তিলথৈ হইতে রাজনগর পর্য্যন্ত পুরাণ রাস্তার পরিকল্পে কতক-জায়গায় ১৯৬২ইং সনে T. T. C. কর্ত্তৃক কাজ করান হইয়াছিল কিনা ?	ক) মেরামত কাজের জন্য বার্ষিক বরাদ্দকৃত টাকা অনুযায়ী কাজটী করা হইয়াছিল। ১৯৬২ইং সনের মার্চ্চ মাসের শেষে যথারীতি এই কাজের টাকা তদানিন্তন T. T. C. কর্ত্তৃক শেষ করিয়া দেওয়া ছিল।
খ) যদি আংশিক কাজ হইয়া থাকে তবে ইহা সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ কি ?	খ) এই প্রশ্ন উঠে না কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছিল এবং যথারীতি বর্ষের শেষে কাজের টাকা শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।
গ) কখন রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হইবে।	গ] তিলথৈ রাজনগর রাস্তার আনন্দ বাজার পর্য্যন্ত উন্নয়নের জন্য ১,২৭,৬০০ টাকা সম্প্রতি মঞ্জুর হইয়াছে। এই কাজটী ১৯৬৮ইং সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, রাজনগর হইতে তিলথই পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি মেরামত হল, সেই রাস্তাটা কি সম্পূর্ণ হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ঐ সময়ে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে যতটুকু টাকার কাজ হতে পেরেছে, সেই কাজটা ৩১শে মার্চ শেষ হয়ে যায়। সেটা ছিল মেইনটেনান্সের কাজ, সেটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কতটুকু জায়গার কাজ হয়েছিল, কত মাইল, কত ফার্লং ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই কাজটা ১৯৬২ সনে হয়েছিল, সেই ফিগার আমার কাছে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে রাস্তার টাকা মঞ্জুর হয়েছে, কবে পর্য্যন্ত তার কাজ আরম্ভ হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আগামী ১৯৬৮ সনের মার্চে কাজটা শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কাজেই এই বছর থেকে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই রাস্তার কোন এ্যালাইনমেন্ট হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হলে এষ্টিমেট স্যাংশান হতে পারে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই রাস্তার কাজের যে স্যাংশান নেওয়া হয়েছে, টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—এই বছরেই টেণ্ডার ইত্যাদি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, এম, এল, এ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ১৯৬৫-৬৬ সালে এবং ৬৬-৬৭ সালে কত মামলা দায়েব হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে ঠিকাদারেব পক্ষ হইতে কত মামলা দায়ের করা হইয়াছে ;	১। ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯টী, ৬৬-৬৭ সালে ৪৮টী। এই সমস্ত মামলা ঠিকাদারগণ দায়ের করিয়াছেন।
২। কত মামলা আরবিট্রেশনে পাঠান হইযাছে ?	২। ৫০টি।
৩। আরবিট্রেশনের কাজ শেষ হইতে যদি বিলম্ব ঘটে তবে তাহাব কারণ কি ?	৩। পূর্ত বিভাগএর তরফ হইতে সাধারণতঃ বিলম্ব ঘটানো হয় না। কিন্তু দেখা যায় যে, ঠিকাদারগণ অনেক সময় মামলার পূর্ণ বিবরণ দিতে দেরী করেন এবং শুনানীর তারিখের সাবকাশ চান। ফলে আরবিট্রেশন শেষ হইতে সময় লাগে।
৪। মামলাব সংখ্যা কমানো এবং আরবিট্রেশন এর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হইতেছে ?	৪। মামলার সংখ্যা কমানোর জন্য পূর্ত বিভাগ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিভাগীয় অফিসারগণকে বলা হইযাছে যে, তাহারা যেন মামলাব কারণ যাতে দেখা না দেয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সরকারের স্বার্থে হানি না করিয়া যতদূর সম্ভব মামলার কারণ পরিহার করেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সব মামলা দায়ের করার ফলে ঠিকাদারদের কত টাকা আটক করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সমস্ত ঠিকাদারদের বিল আটক করার জন্য কয়টা মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—এখানে মোট আমি বলেছি ১৯৬৬-৬৭ সনে ৪৮টি মামলা আর ১৯৬৫ ৬৬ সনে ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সব মামলা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চলায়, অনেক ছোট ছোট কনট্রাক্টার সর্বশান্ত হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মামলা চলার জন্য অনেকের অসুবিধা হয়েছে এটা ঠিক, তবে সর্বশান্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। কমলপুর মহকুমার সাইকার গ্রামটি বন বিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলের ভিতর পড়িয়াছে কি না ;

২। এই গ্রামের কমলালেবুর বাগানগুলির পরিচালনার দায়িত্ব বন বিভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না ;

৩। এই সকল বাগানে কমলালেবুর গাছের সংখ্যা ৬০,০০০ (ষাট হাজার) কি না ;

৪। বাগানগুলির বর্তমান অবস্থা কি ;

৫। বিগত বৎসরে বাগানগুলির উৎপাদন কত হইয়াছে ?

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। ৪। ৫। জানা নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি , লংথরাই রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করার সময় উপরোক্ত স্থানটিকে রিজার্ভ ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—The position of Sakar Village will be determined by the Forest Settlement Officer after due enquiry in pursuance of provision of the Forest Act. The recommendation of the Forest Settlement Officer has not yet been received. This is the present position.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা হল, এই গ্রামটাকে কোন সময়ে লংথরাই রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ফাইন্যাল রিকম্যাণ্ডেশান হলে পরে, তার পরে এর অবস্থা জানা যাবে। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে যে এটা সংরক্ষিত ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ১৯৬৪ইং সনে এই গ্রামের বাগানগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন বিভাগ বনরক্ষিদের ক্যাম্প করেছিলেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, এই গ্রামটাকে রিজার্ভ ঘোষণা করায়, এই গ্রামের সমস্ত কুকি আদিবাসী গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমার কাছে এই সমস্ত ফিগার নাই, তবে আমি এই সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস দিতে পারেন কি, যে সরকার এই গ্রামটাকে রিজার্ভ মুক্ত বলে ঘোষণা করতে রাজী আছেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখনও ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের রিপোর্ট আসে নাই, রিপোর্ট এলে পরে তাদের অবস্থাটা অত্যন্ত সহানুভূতির সংঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে সব অফিসার দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যের যদি স্পেসিফিক কোন অভিযোগ থাকে, তিনি যদি লিখে জানান, তাহলে তারপর ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে গ্রামে সাত বছর বা তদূর্ধ কাল লোক বাস করে, সেই পল্লীকে রিজার্ভ ঘোষণা করা বে-আইনি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— আমি আগেই বলেছি যে মাননীয় সদস্যের যদি এই সম্পর্কে স্পেসিফিক কোন অভিযোগ থাকে, লিখে যদি জানান তাহলে অনুসন্ধান করে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এ্যাসেম্বলীতে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছি, আমি তার উত্তর এ্যাসেম্বলীতে চাই, আমার লিখিত অভিযোগ করার প্রশ্ন নাই। আমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি এ্যাসেম্বলীতে সেটাই আমার অভিযোগ।

মিঃ স্পীকার—আপনি পরবর্ত্তী সময়ে প্রশ্ন করেন, তিনি তার উত্তর দেবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত- সাত বছর ধরে তারা বাস করছেন কি না, সেই তথ্য আমার কাছে নেই, যদি এইরকম কোন ঘটনা ঘটে থাকে, সরকার অনুসন্ধান করে দেখবেন, যদি এর বেশী জানতে চান, তাহলে আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই এ্যাসেম্বলীতে তাঁর প্রশ্নের উত্তর চান।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী—কোন সনের ফরেষ্ট এ্যাক্ট এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য?

মিঃ স্পীকার—This question is not relevant to the original question. Hon'ble Minister, are you prepared to reply to this question?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ঠিক কোন সনের এ্যাক্ট ফলো করা হচ্ছে আমার কাছে সেই ফিগার নেই, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট আমি জানি, কোন সনের এ্যাক্ট সেটা জানাতে হলে, আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা, এম, এল, এ.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬ স্যার।

Question	Answer
1) Whether Govt. has received any memorandum from contractors' Association, Tripura ;	A copy of the Memorandum addressed to the Minister, Work Housing & Rural Development, Government of India by Shri H. Chakraborty, General Secretary on behalf of Contractors of Tripura has been received.
2) If so, what steps have been taken in the matter ?	The question of taking any action on this Memorandum by the Govt. of Tripura does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কত তারিখে এবং কোন সনে এই মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ঐ মেমোরেণ্ডামএর মধ্যে কি কি প্রস্তাব ছিল এবং কি কি সুপারিশ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মোটামুটিভাবে কন্ট্রাক্টদের টাকা পাওয়ার বিলম্ব কাজের অসুবিধা, সেগুলি দূর করার জন্য লিখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৯৬৬-৬৭ সালে

ত্রিপুরায় বোনাফাইড কন্ট্রাকটারদের কোন লিষ্ট করা হয়েছে কি না সরকার পক্ষ থেকে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা মেমোরেণ্ডামের প্রশ্ন থেকে সরাসরি আসে না, অতএব আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কন্ট্রাকটারদের যে মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়েছে সেখানে ত্রিপুরার কন্ট্রাকটারদের আপগ্রেডিং করার জন্য কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মেমোরেণ্ডাম ওয়ার্কস, হাউসিং এণ্ড রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট মিনিষ্টার, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে আছে, লেটেষ্ট খবর আমরা যতটুকু জানি, তারা সেটা বিবেচনা করে দেখছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমার প্রশ্ন হল, কন্ট্রাকটারদের আপগ্রেডিং করার কোন স্পেসিফিক প্রস্তাব মেমোরেণ্ডামের মধ্যে ছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি তার জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— গত ১৯৬৬ সালের পয়লা ডিসেম্বর ত্রিপুরার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের মিটিং এ এই রাজ্যের বোনাফাইড কন্টাকটারদের নামের লিষ্ট করে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কাছে একটা সাজেশান দেওয়া হয়েছিল, এটা ঠিক কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত, এম, এল, এ,

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. Number of Minor irrigation works taken over by the Minor Irrigation Department under Mohanpur & Simna Tahasils.	1. No. Minor Irrigation scheme has been taken over by the Minor Irrigation Divsion from anybody in those areas.
2. The Progress made, if taken any ?	2. Does not arise.

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরার জলসেচ বিভাগ সেখানে কোন প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— একটি বিজয়নগরে প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, আর অন্যান্য নয়টি মাইনর ইরিগেশান স্কীম, মোহনপুর ব্লক এরিয়াতে আণ্ডার কনসিডারেশানে আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেই নয়টি স্কীম কি কি ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সেগুলি হচ্ছে— sluice gate at Haripachera in Mohanpur Block, minor irrigation project near Simna Tahasil Kachari in Mohanpur block, re-excavation of Laharganj near Kamalghat in Mohanpur, minor irrigation project in Mohanpur block. drainage project in Satdubia, Harinakhala and Chachuria, Barkathal Band of Sonai river in Mohanpur block, construction of Kalibari Bandh in Mohanpur block ;

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বরকাথাল আর আকালাছড়া, এই দুইটি মাইনর ইরিগেশান স্কীমের টাকা স্যাংশান হয়েছে কি না ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এর জন্য আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি. বরকাথাল এবং আকল্যাছড়া, এই দুইটি স্কীমের জন্য— একটি ১,২০,০০০ টাকা এবং বরকাথালের জন্য ৫,০০,০০০ টাকার উপর ১৯৬৫-৬৬ সালের স্যাংশান হয়েছে এবং এই বাজেট পাশ হয়েছে এই এ্যাসেম্বলীতে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তা'হলে মাননীয় সদস্যের জানা আছে দেখা যায় আমার কাছে এই মুহূর্তে এই ফিগার নেই স্যার। আমাকে কনফার্ম করতে হলে, আমি নোটিশ চাই।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের জানা আছে সত্যি, তবে বাজেট যখন পাশ হয়, তারপর বছরের পর বছর যখন ইমপ্লিমেন্ট হয় না, তখনই কোয়েশ্চান আসে। তাই ১৯৬৫-৬৬ সালে যে দুইটি স্কীমের টাকা বাজেটে স্যাংশান হয়েছে, সেটা এখন পর্যন্ত কেন কার্যকরী হচ্ছে না, সেটা সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি পার্টিকুলার কোন একটা স্কীমের কথা জানতে হয়, জেনারেলভাবে কোয়েশ্চান করলে পরে আমরা বুঝতে পারি না কোন জায়গায় ষ্ট্রেসটা পরবে, কাজেই পার্টিকুলার কেস সম্পর্কে জানতে হলে সেইভাবে যদি কোয়েশ্চান করেন তা'হলে আমরা তার ফিগার কালেক্ট করে আনতে পারব. কাজেই এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ছড়াতে স্মল ইরিগেশান স্কীমে বাঁধ দেওয়ার কথা, সেই সমস্ত ছড়াতে বাঁধ দিলে পরে কত একর জমিতে জল তোলার ব্যবস্থা হতে পারে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মোটামুটিভাবে যেটা ধরা হয়েছে তাতে দেখা যায় ৯৯৫ একর মত জায়গার মধ্যে জল দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিজয়নগর যে বাঁধ হচ্ছে সেটা কি পর্য্যন্ত প্রগ্রেস হয়েছে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কাজ চলেছে, কতটুকু প্রগ্রেস হয়েছে সেটার ফিগার আমার জানা নেই, আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত স্কীমগুলি মাইনর ইরিগেশান থেকে বাঁধ দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটা স্কীমের জন্য স্যাংশান্ড এ্যামাউন্ট কত ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই স্কীমগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, সবগুলির এষ্টিমেটই যে হয়ে গেছে তা নয়, কোনটার এষ্টিমেট হয়েছে, কোনটার ইনপ্রসেস অব এক্জামিনেশান, কত এর ফিজিবিলিটি, এগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং এর বেশী ডিটেলস জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিজয়নগরে যে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে তাতে কত একর জায়গায় জলসেচ হতে পারে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আই ওযাণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিজয়নগরে বাঁধের জন্য কত টাকা খরচ করা হবে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন নাথ এম, এল এ,

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার : ১১।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার : ১১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কৈলাসহর বিভাগের সারদা বাড়ী হইতে নটিংছড়া বাগান পর্য্যন্ত বন্যা নিরোধ কল্পে বাঁধ (মনু নদীর তীরে) দিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	হ্যাঁ।
খ) ১৯৬২ ইং সনের উক্ত বাঁধের ব্যাপারে তদন্ত হয়ে কোন এষ্টিমেট হইয়াছিল কি না ?	না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, নটিং ছড়া বাগান পর্য্যন্ত যে বাঁধ করা হবে তার জন্য এষ্টিমেট হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখনও এষ্টিমেট করার মত পর্যায়ে এটা আসে নাই, এখনও ডাটা ইত্যাদি কালেক্ট করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ডাটা কালেক্ট করতে কতদিন লাগবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— এটা ত বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার, তারা যেভাবে করেন, যদি তারা মনে করেন এই বর্ষাটা পুরো দেখা দরকার. তাহলে তারা তা করতে পারেন। এইগুলির এক একটা পর্য্যায় শেষ হওয়ার পর টেকনিক্যালী স্যাংশান হয়। কাজেই একেবারে স্পেসিফিক ডেট ইরিগেশান ব্যাপারে বলা কঠিন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই বাঁধ অবিলম্বে হওয়া দরকার এই এলাকাকে রক্ষা করার জন্য ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। কারণ ত্রিপুরায় যেভাবে বন্যা হচ্ছে সেটাকে নিরোধ করতে হলে পরে তাড়াহুড়া করে, এক পাড়ে বাঁধ দিলে পরে অন্য পাড় বিড়ম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্য আরেকটা নূতন প্রকল্প করে দেখা হচ্ছে। যদি মনু নদীর সোর্সে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থলে বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত অঞ্চলে বন্যা নিরোধ হবে এবং কৃষির ও কিছুটা উন্নতি করা যাবে। আংশিকভাবে যদি বাঁধ দেওয়া যায় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায় তখন যে ক্ষতিটা হয়, সেটা খুব বেশী হয়। কাজেই নূতন করে সবটা জিনিষ দেখা হচ্ছে যে মনু নদীর সোর্সে তে বাঁধ তৈরী করা যায় কি না এবং তার মধ্যে আগে যেটা হবে. সেই পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম, এল, এ,।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫ স্যার।

প্রশ্ন	**উত্তর**
ক) পাকিস্থানের নবনির্মিত বাঁধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আগরতলার নিকটবর্ত্তী গজারিয়া, বেলাবর, রাজনগর, জয়পুর রামপুর, রামনগর অঞ্চলকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ;	ক) এই এলাকার বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য কয়েটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।
খ) ঐ এলাকার জনসাধারণের নিকট হইতে কোন স্মারকলিপি পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?	খ) হ্যাঁ, স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে ক) হাওড়া নদীর দক্ষিণ নদীর বামতীরে) দিকে আগরতলার বাঁধের অনুরূপ একটি বাঁধ নির্ম্মাণ। খ) বক্সেশ্বরের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া উহার জল আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তার ২ নং কার্লভার্টটির মধ্য দিয়া নিষ্কাশন করা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সকল বাঁধ দেওয়ার কাজ নেওয়া হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ না করার ফলে তার আশে পাশের বাড়ীঘর জলমগ্ন হয়ে যায় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই বন্যার ফলে ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে সেইজন্য বিভিন্ন বাঁধগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং সেই বাঁধগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা চলছে এবং নূতন করে বাঁধ দেওয়া যায় কি না সেটাও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি অবগত আছেন, কিছুদিন আগে জয়নগর'এর উপর দিয়ে হাওড়া নদীর একটি গাঙ্গাইল করার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু কাজও হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— গাঙ্গাইলের সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে, কিছু কিছু কাজ হচ্ছে সেখানে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ইহা কি সত্য, ওকাজ চলছে না, পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— ঠিক এখন কি অবস্থায় আছে জানিনা, তবে একটা জায়গা নিয়ে ডিসপ্যুট ছিল, এক্‌ইজিশান নিয়ে, তার জন্য সাময়িকভাবে কিছুদিন সেখানে কাজ বন্ধ ছিল ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সরকার'এর বিবেচনাধীন কতদিন পর্য্যন্ত চলবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহনদাশগুপ্ত ঃ—বিষয়টা খুব গুরুতর। পাকিস্থানের একটা নবনির্মিত বাঁধের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এই সমস্যাটাকে সমাধান করতে হলে সমস্ত জিনিষটাকে বিবেচনা করা দরকার। শুধু বাঁধ দিলে এবং রক্ষা করলে একটা অঞ্চল রক্ষা হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন উত্তর পাড়ে বাঁধ দিলে দক্ষিণ পাড়ে যারা থাকে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কাজেই এই প্রকল্পগুলি হওয়ার পর বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়াররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কারণ এক একটা এষ্টিমেট যখন হয় তার পরিমাণ কোন কোন জায়গায় দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলে যায়। কাজেই তার থেকে যদি উপযুক্ত বেনিফিট না হয়, শুধু বাঁধ দেওয়ার জন্য বাঁধ দেওয়া হয়, তা হলে সেটা হয়তো আরও অসুবিধার কারণ হতে পারে। এই জন্য খুব ধৈর্য'এর সঙ্গে এই সব জিনিষগুলি দেখা হচ্ছে এবং সেই হাওড়া নদীর সঙ্গে যে ছয় সাতটি নদী এসেছে তার উৎপত্তি স্থলে ছোট ছোট কিছু বাঁধ দেওয়া যায় কিনা সেটা এর সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলে যেটা বটল নেকের সৃষ্টি হয়ে যায়, যতগুলি বাঁধের পরিকল্পনা আছে, সেগুলি হলে পরে শ্মশানের কাছটা খুব সরু হয়ে যায়, তার ফলে তার পেছনে জলের যে উচ্চতা সেটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাতে ফ্লাড আরও বাড়তে পারে

বা কোন কোন ক্ষেত্রে যদি জলের চাপ বেশী হয়, হয়ত বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। যেমন গতবার জয়নগরের কাছে বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা হয়েছিল। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদা পরিকল্পনা হিসাবে এটা দেখা হচ্ছে, স্থায়ী সমাধান করা যায় কিনা সেটার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই স্থায়ী সমাধানের জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সরকারের বিবেচনার অপেক্ষায় বর্ষাকালের ফ্লাড অপেক্ষা করবে কি না? কারণ পাকিস্থানে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধের ফলে আগরতলা সহরটা জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—পাকিস্থান বাঁধ দেওয়ার আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে ফ্লাড হয়েছে। কাজেই ফ্লাড কারও জন্য অপেক্ষা করে না এবং কোন কোন সময় বাঁধ দিলে, বাঁধ ভেঙ্গেও ফ্লাড হয়। কাজেই এমন বাঁধ দেওয়া উচিত নয় যে বাঁধ ভেঙ্গে আবার ফ্লাড হল। যথেষ্ট বিবেচনা করে এই বাঁধগুলি দেওয়া উচিত কারণ এই বাঁধগুলির সঙ্গে বহু সরকারী অর্থ জড়িয়ে আছে এবং সেটা অপব্যয় হতে পারে। কাজেই ইঞ্জিনীয়াররা যারা আছেন, যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তারা যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই জিনিষগুলি দেখতে চান।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, পাকিস্থান যে বাঁধ দিয়েছে সেই ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট'এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং পাকিস্থানকে প্রতিবাদ জানান হয়েছে বলে আমি জানি।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—পকিস্থান থেকে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে কোন উত্তর এসেছে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে আমি নোটীশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা সহরের জল সরানোর জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা ত কয়েকটা বাঁধের কথা, এর থেকে এই প্রশ্ন আসে না স্যার। আগরতলা সহরের জল সরানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে আমি তার জন্য আলাদা নোটীশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পাকিস্থানের এই নবনির্মিত বাঁধের ফলে আগরতলা সহর-কি রকম জল মগ্ন হতে পারে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বন্যা হলে যথেষ্ট জল হবে, তবে কতখানি জল হবে সেটা নির্ভর করবে বারিপাতের উপর। তবে এটা সত্য যে পাকিস্থানের এই বাঁধটা ত্রিপুরার বিশেষ করে আগরতলা সহরের বন্যার পক্ষে বিপদজনক। সেই বিষয়ে সরকার খুব সজাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকার'এর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে সমতা রেখে যা

করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেকটা জিনিষ আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। নদী বা নদীর জলকে চট করে আটক করা যায় না। কাজেই এই বছর মোটামুটি দেখতে হবে এবং ছোট খাট পরিকল্পনা দ্বারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা করা যায় এই বর্ষায় তা করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে কোন সময়ই বর্ষার সময় পুরো বাঁধ দেওয়া যায় না। কারণ এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত কাজ যদি সম্পূর্ণ না হয় তা হলে তার দ্বারা ক্ষতি আরও বেশী হবে। কাজেই পুরো শীত পাওয়া না গেলে পরে কোন বাঁধ বর্ষার সময় আরম্ভ করা যায় না। যে কাজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিপেয়ারিং ওয়ার্ক বা অবশিষ্ট ওয়ার্ক যেটা আছে সেটা শেষ করে দেওয়া। এই বর্ষার সময় কোন কাজ স্থায়ীভাবে করা সম্ভবপর নয় এবং সেটা যুক্তি যুক্তও নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে পাকিস্তানের বাঁধের ফলে আগরতলা টাউন এফেক্টেড হবে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি যে আগরতলা সহরের পক্ষে এই ধরণের বাঁধ বিপদ জনক, সেই জন্য বিষয়টা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই বন্যার জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই সব ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের প্রশ্ন আসে না। তবে ঘটনা এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জিনিষটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গজারিয়া, রাজনগর, জয়পুর, রামপুর, বামনগর এই সব অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যে সব বাঁধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেওয়া হবে সেই সকল বাঁধ দ্বারা এবং যে আগরতলার এই সব নদীর যে বর্ষিষ্ণু জল, সেই জলের পেসেজ রাখা হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সব নদীতে যদি বাঁধ দেওয়া হয়, তা হলে আগরতলার প্রত্যেক দিকে বিরাট জলস্ফীতি হয়ে সাগরে পরিণত হবে। কাজেই যদি জল যাওয়ার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে বাঁধ দিয়ে বন্যা ডেকে আনার অর্থ হয় না। কাজেই ইঞ্জিনীয়ররা নিশ্চয়ই বাঁধ দেওয়ার পূর্বে নদীর যে জল সেটা যাতে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে, তার পরিপূর্ণ পেসেজ রাখার দিকে দৃষ্টি রেখে এই কাজগুলি করবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— বাঁধ দেওয়া ছাড়াও এই যে বৃষ্টির জলের দরুণ এফেক্টেড হবে, সেই জল সরানোর জন্য কোন পেসেজ থাকবে কি না ঐ সব অঞ্চলে ? যদি না থাকে, তাহলে বৃষ্টির জলের দরুণও ত এফেকটেড হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তবে সেটা সবটা ইঞ্জিনীয়ারদের বিবেচ্য বিষয়। ইঞ্জিনীয়াররা যখন কাজ করবেন নিশ্চয়ই সেই দিকে দৃষ্টি দেবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে আগরতলা শহর রিলেটেড নয়। আমার যে প্রশ্ন 'আগরতলার জল সরানোর জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার চিন্তা করছেন কিনা' সেটা তিনি এভয়েড্ করার চেষ্ট করেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দক্ষিণ দিকে হাওড়া নদী, উত্তর দিকে কাটা খাল, এই দুই নদীর দুই দিকে বাঁধ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আগরতলা সহরকে রক্ষা করার জন্য, যে সমস্ত জল পশ্চিম দিকে আখাউরা রোডের কিনার দিয়ে যে খাল গেছে, সেই খালের মুখে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, এই যে জলটা সেটা সরানোর কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে কথাটা বলেছি, সেটা ঠিকই বলেছি যে আগরতলা সহরের জল নিষ্কাষণের প্রশ্ন এই সঙ্গে আসেনা, এটা সম্পূর্ণ পৃথক। অফ্ এণ্ড অন্ কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা বলা সম্ভবপর নয়। পরিপূর্ণ ভাবে সমস্ত কিছু জেনে উত্তর দেওয়া উচিত। সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। মাননীয় সদস্য সুন্দর কথা বলেছেন যে উত্তরে এবং দক্ষিনে আখাউড়া ক্যানেলের একটা বিরাট অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পরেছে। আগে মহারাজার আমলে প্রতি বৎসর পাকিস্তানের অঞ্চলটা কেটে দেওয়া হত, কিন্তু বিগত কয়েক বছর পাকিস্তান হওয়ার পর সেই অঞ্চলে যাওয়া যায় না এবং তার ফলে সীলডিং পরছে এবং প্রব্লেমটাকে আবও গুরুতব করে তুলেছে। পাড়ের যে কেচমেণ্ট এরিয়া তার পরিমাণ কমে গেছে। কাজেই ইরিগেশান বিভাগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, কতখানি করা হয়েছে, কি করা হচ্ছে সেটা যদি জানাতে হয় তাহলে তার জন্য আমি সেপারেট নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি গত কিছু দিন আগে যে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে আগরতলা সহর বিশেষ করে রামনগর, জয়নগর প্রভৃতি জায়গাতে ফ্লাড হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— শুধু এই বছরই নয়, প্রত্যেক বছরই যখন এই ধরণের বৃষ্ট হয়, আগরতলার কতকগুলি পকেটস আছে, এখানে এই রকম ভাবে জল উঠে। আমার বাড়ীর পেছনে যে জাযগাগুলি আছে সেখানেও জল উঠে আগরতলাব এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Mr Speaker :— Question hour is over. There are seven Unstarred Questions-Question Nos. 146 (postrponed), 278, 165 (postponed), 248, 262, 263, 267. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions. (Replies to the starred & unstarred questions are shown in Appendix A & B)

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Consideration & passing of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967).

Mr. Speaker :— Next item in the List of business is the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) to be taken into consideration. I shall request the HON'ble Minister in charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— Here is an amendment given notice of by Shri Bidya Ch. Deb Barma. I would call on Shri Bidya Chandra Deb Barma to move his amendment—"The West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 টি আগামী ১৯. ৬. ৬৮ ইং সনের মধ্যে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারে পাঠানো হোক।"

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলটির বিরুদ্ধে একটি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি ' দি ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এন্‌এক্‌টিং) বিল—১৯৬৭ টি আগামী ১৯ ৬. ৬৮ ইং সনের মধ্যে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারে পাঠানো হোক।' ত্রিপুরার বিধান সভার আইনের ১০৬ ধারা মতে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে ' দি ওয়েস্ট বেংগল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এন্‌এক্‌টিং) বিল ১৯৬৭ টি আগামী ১৯. ৬. ৬৮ ইং সনের মধ্যে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারে পাঠানো হোক।' কারণ এই বিল আনার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সমস্ত আইন চালু আছে তাই এখানে যথেষ্ট এবং একথা কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন রিপোর্টের ভিতর দিয়া এটা বলেছেন। এই ধরণের আইন যদি ত্রিপুরা রাজ্যে পাশ করানো হয়, তাহলে পরে পুলিশের মধ্যে এক চেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হবে। কাজেই এই ভাবে পুলিশের হাতে অনর্থক ক্ষমতা দেওয়া ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু কোন কোন কংগ্রেস সদস্য যদি মনে করে থাকেন যে এই বিলটি পাশ করতে হবে কারণ বডারের গরু চুরি, স্মাগলিং ইত্যাদি বা অন্যান্য দুষ্কৃতি বন্ধ করার জন্য এই আইনের প্রয়োজন, তা হলে আমি বলব যে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট আইন রয়ে গেছে যার দ্বারা এইগুলি বন্ধ করা যায়। গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তা হলে দেখতে পাই যে এই আইন চালু থাকা অবস্থায়ও চুরি, ডাকাতি বা অন্যান্য দুষ্কৃতি কার্য্য দমন কয়া যায় নাই। কাজেই এই আইন আবার পাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করা, কৃষক আন্দোলনকে দমন করা, শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল এখানে উত্থাপণ করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি আইন চালু সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি ভারতীয় কন্‌ষ্টিটিউশানের ১৯ নং ধারার প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে শান্তি ভঙ্গের নাম করে একজন পুলিশ অফিসারকে যদি এই রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়, তা হলে পরে আইনের ২১ নং ধারায় আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকারকে খর্ব্ব করা হবে। কাজেই মানুষ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্যই আমি এখানে আমার অনুরোধ রাখছি। আমরা দেখেছি যে এই বিলের দ্বারা বৃটিশ আমলে ও ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব্ব করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে এই ধরণের বিল পাশ করে নেওয়ার মানে হ'ল জনগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা এবং এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে

আমাদের দেশে আছে কিনা তা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। ত্রিপুরাতে যদি এই বিল পাশ করে কার্যা করী হয় তবে ত্রিপুরার জনজীবনে একটা অস্বস্থিকর অবস্থা সৃষ্টি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর সেইজন্যই আমি, এই বিল যাতে এই হাউসে গৃহীত না হয় তারজন্য সকলের কাছে আবেদন জানাই। যদি এই বিল পাশ হয় তবে এই রাজ্যে একটা সুসংবদ্ধ পুলিশ রাজত্ব কায়েম করা হবে এবং রাজ্যের সর্বত্র একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হবে। ফলে জনগণের যে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার আছে সেটা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা বীতস্পৃহা দেখা দেবে এবং গণতন্ত্রের যে কাঠামো তা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়বে। কারণ এই বিলের দ্বারা দেশের নিরাপত্তার নামে শান্তিকামী জনগণের মধ্যে একটা পুলিশী সন্ত্রাস সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেবে। কার্যাতঃ দেখা গেছে যে নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের দ্বারা কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতাদের আটক করে রাখা হয়েছিল এবং সেই সম্ভাবনা আজকে এখানেও দেখা দিতে পারে সন্দেহে সরকার পক্ষ থেকে এই বিল হাউসের সামনে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত কারণে এই বিল যাতে হাউসে গৃহীত না হয় তারজন্য আমি আমার প্রস্তাব ও যুক্তি রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটি হাউসের সামনে রাখা হয়েছে আমার মতে তা এভাবে এখানে আনা চলে না। এটা এই সভার বিধি বহির্ভূত বলেই আমার মনে হয়। ভারতীয় সংবিধানের ১২৩ পৃষ্ঠায় আছে under section 2-powers অর্থাৎ আমার বক্তব্য হ'ল আমরা যেখানে West Bengal Security Actএর re-enact করতে যাচ্ছি তা আমরা এই বিধান সভায় করতে পারি না। কারণ আজকে আসামে যে বিধান সভা আছে তাতে তারা West Bengal এর কোন আইনকে re-enact করতে পারে না। তারা শুধু মাত্র নিজস্ব আইনই তাদের বিধান সভায় enact, re-enact করতে পারে। তেমনি এই আইনটা যদি Tripura Security Act নাম দিয়ে করা যায় তবেই আমরা এই বিধান সভায় তা করতে পারি। কাজেই re-enactment যদি করতে হয় তার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হ'ল Central Govt. by notification of gazette তারা সেটা করতে পারে। কাজেই এটা বিধিবহির্ভূত, আমরা এই বিল এই সভায় আনতে পারি না এবং আনার মত কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। আর যদি রুলিং পার্টি একথা মনে করে থাকেন যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই এই বিল আনা তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে একথা আমি বলতে বাধ্য হব যে বর্তমানে এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আর যেসব আইন আছে, Criminal Law ইত্যাদি আছে তাতে চুরি, ডাকাতি, smuggling থেকে আরম্ভ করে ঐ আইনে ধারা উপধারার কোন অভাব নেই যার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে না। তদুপরি ভারতরক্ষা আইন ত ত্রিপুরাতে চালু আছেই। এই আইনের সাহায্যে যে কোন মানুষকে যে কোন সময়ে আটক করতে পারেন। কাজেই এই Security Act এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের সংবিধানে মানুষকে যে গণতান্ত্রীক ক্ষমতা, যে মৌলিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা হরণ করা। কারণ যে আইন এখানে আনা হয়েছে তার সাহায্যে যে কোন মানুষকে সে দোষ করুক বা না করুক প্রমাণ সাপেক্ষ সন্দেহ বশে যে কোন সময়ে হাজতে নিয়ে রাখতে পারে। বিচার ত পরের

কথা, আইন ত পরের কথা। অর্থাৎ grudge মিটানোর জন্য আইনের অপব্যবহার ত্রিপুরায় বহুদিন যাবৎ দেখে আসছি। কিন্তু কার্যাত একটাও বিচারে টিকে নাই। এই West Bengal Security Act বরাবর ত্রিপুরাতে ছিল। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে মানুষের যে নাগরিক অধিকার সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার এই অধিকারকে হরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে একমাত্র উদ্দেশ্য সফল হতে পারে যদি রুলিং পার্টি মনে করেন, যদি তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি এই রকম থাকে যে নিজের দলকে রক্ষা করতে হবে বা যে সমস্ত বিরোধী দল আছে তাদেরকে Sabotage করতে হবে তা হলে এই আইনের অবশ্য দরকার হবে বলে মনে করি। কাজেই এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়া যদি আইনটা করা হয়ে থাকে তা হলে আমি এই কথা বলতে বাধ্য যে মনুষের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। তা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে West Bengal Security Act আমরা এখানে করতে চলেছি, কিন্তু West Bengal এ এই আইনটা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, সম্ভবত ইতিমধ্যে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজকে আমরা এই কথা অস্বীকার করছি না যে যারা চুরি করবে, যারা ডাকাতি করবে বা যারা মানুষ মারবে তাদের শাস্তি হবে না। তাদের অবশ্যই শাস্তি হতে হবে। এদেরে শাস্তি দিয়ে দেশের আইন শৃংখলা রক্ষা করা দরকার এই কথা আমি নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু তারজন্য এই West Bengal Security Act এর কোন প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত যে সমস্ত প্রচলিত আইনগুলি আছে, Criminal procedureএ যে সমস্ত ধারা উপধারা গুলি আছে সেই আইনগুলি দিয়ে এই সমস্ত অপরাধ দমন করা যায়। চুরি ডাকাতি ও নরহত্যা ইত্যাদি যে সমস্ত অপরাধ প্রবণতা চলছে তা বন্ধ করার যথেষ্ট আইন রয়ে গেছে। তার উপর ভারতরক্ষা আইন ত আছেই। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি এই যে কালা কানুন, এটাকে আমি কালা কানুন বলব অর্থাৎ মানুষকে সংবিধানে যে অধিকার যেওয়া হয়েছে সেই অধিকারকে হরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি। এখানে amendment আনার কোন প্রয়োজনই মনে করি না। এই আইন আনার মত কোন ক্ষমতা Tripura Legislative Assemblyর মধ্যে নাই বলে মনে করি। যদি আইনটা এইভাবে হত যে Tripura Security Act অর্থাৎ ত্রিপুরার নামে আইনটা তৈয়ারি হত, সেটা হলে Central Govt. এর অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু এই ভাবে West Bengal Security Act এখানে re-enact করা এই Assembly পক্ষে সম্ভব নয়। তার ক্ষমতার বহির্ভ’ত কাজ। এটা একমাত্র Central Govt. করতে পারে। কাজেই amendment আনার কোন আবশ্যক মনে করি না। এই আইনই যেভাবে আনা হয়েছে সেভাবে আনার মত কোন ক্ষমতা Assemblyর নাই। অতএব আমি সামগ্রিকভাবে এই আইনের বিরোধীতা করিতেছি এবং এই আইন এই হাউসে আনতে পারেনা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sri Manoranjan Nath—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই House এ যে West Bengal Security (Tripura Re-enacting bill), 1967 উপস্থিত হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। বিরোধী পক্ষের সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে এই West Bengal Security Act আমাদের ত্রিপুরায় ছিল ১৯৬৪ ইং থেকে ১৯৬৫ ইং

থেকে ১৯৬৫ ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত, তারপর এটা ছিল না। এই বিলটি আবার আমরা এখানে effect দিয়েছি ১৯৬৬ ইং এর ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। অতএব এটা এখানে নূতন আইন কিছু নয়। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্য মহাশয় যে কথা এখানে বলছেন তার কোন তাৎপর্য্য আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এই আইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি কয়েকটি কথা এখানে রাখব। এই আইনের উদ্দেশ্য যে কি তা section 4এ আছে, for maintenance of public order এই ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই আইন প্রয়োজন এবং দেশবাসী যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদে বসবাস করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আইনটিকে বিধান সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। তারপর যদি কোন লোক illegally বা বে-আইনী-ভাবে possess করে তাকে প্রতিরোধ বা দোষী সাব্যস্থ করার জন্য এই আইনের প্রয়োজন আছে। আজকে যদি কোন লোক আগ্নেয়াস্ত্র বোমা বা বেআইনী একটা বন্দুক রাখে তখন তাকে প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে? সেজন্যই এই West Bengal Security Actএর প্রয়োজন আছে। তারপর যদি কোন লোক অরাজকতা করতে চায়, anti state works করতে চায় বা subversive work করতে চায়, তাদেরকে প্রতিরোধ বা ধরবার জন্যও এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর stateএর নিরাপত্তার জন্য Stateএর Sanctity বজায় রাখার জন্য ও এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তার উপর দেশের মধ্যে নানা রকম গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে তাদের দমন করার জন্য এই West Bengal Security Actএর প্রয়োজন আছে। কাজেই এই আইন যদি এই সভায় পাশ করা হয় তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। আইন পাশ করতে তারাই ভয় করে যারা অপরাধ প্রবণ বা যারা অপরাধ করতে চায়, আর যাদের মনের মধ্যে দুষ্টামি বুদ্ধি আছে, তারাই আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করবে। কারণ তাদের মনোবৃত্তি হ'ল দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা ও উৎশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করা এবং দেশের মধ্যে দুর্বৃত্তের রাজত্ব চালাতে চাওয়া। আর সে জন্যই অপরাধীকে দমন ও ধরবার জন্যই আইনের প্রয়োজন। আর যদি না থাকে তা হ'লে দেশের মধ্যে অবাধে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। সেজন্যই তারা আইন প্রবর্ত্তনে বাধা দেবে। সুতরাং তাদের কথায় আইন প্রণয়ণ বন্ধ থাকবে না। ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করে যাবই যাব। ত্রিপুরার জনগণ যাতে সুখে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের আছে সুতরাং আমরা এই বিল পাশ করব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরার বহু সম্পদ পাকিস্তানে বে-আইনীভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত যদি আমাদের রক্ষা করতে হয় তবে এই Security Actএর প্রয়োজন আছে। ১৯৬৫ ইং ২৫শে জানুয়ারীর পর থেকে যে আইন নেই, আমি বলব তার কারণ কি? সেজন্য আমি বলব যে আমাদের stateএর কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। হয়তো কিছু কিছু কেস হয়েছে, সেদিন মাননীয় চীফ মিনিষ্টার মহাশয় আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এজন্য ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি বলব যে তাদের ক্ষেত্রে Specific section দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই সমস্ত কেস যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে তা শেষ পর্য্যন্ত fail করবে। কিন্তু এই Security Act থাকলে সেগুলি fail করত না। সুতরাং এই আইন যে এতদিন হয়নি সেজন্য আমি দুঃখিত। আর আমি বলব যে এখন এই আইন পাশ হ'লে আমাদের ত্রিপুরার যে সব মূল্যবান সম্পদ তা রক্ষা

করা সম্ভব হবে, পাকিস্তানে আর পাচার হ'তে পারবে না। এখানে section 58এ আছে protected place সম্পর্কে, সরকার অনেকগুলি জায়গাকে protected করে রেখেছেন দেশের নিরাপত্তা ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য, ঐ সমস্ত এলাকায় যাতে কেউ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য section 58এ তার বিধান রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে এই আইনের কোন প্রয়োজন নেই—কোন সংরক্ষিত এলাকা রাখারও প্রয়োজন নেই, তারা তাদের প্রয়োজন মত ঐ সমস্ত এলাকায় লোক পাঠিয়ে গুপ্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করে বা মূল্যবান কোন জিনিষ বিদেশে সহজে পাচার করতে পারবে। কাজেই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই Security Actএর প্রয়োজন আছে। তাছাড়া অন্য কোন আইনে এই রকম বিধান নেই। সুতরাং এই যে West Bengal Security Act বিল এখানে আনা হয়েছে, আমি তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করছি। তারপরে Section 10 & 11এ আছে Subversive activities সম্পর্কে। আমি বলব ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গাতে Subversive activities চলছে। ত্রিপুরার জনজীবনকে যদি সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় এবং গণতান্ত্রিক সরকার যদি এখানে পরিচালিত করতে হয় তাহলে এইসব Subversive activities আমাদের প্রথমে বন্ধ করা দরকার। এই ব্যাপারে আমি ধর্মনগরের কতকগুলি ঘটনার কথা বলছি যা আমি নিজেও জানি। যেমন ধর্মনগরে পদ্মবিল নামক একটি জায়গায় Parallel Govt. তৈরী করে, Court তৈরী করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেরা বিচার আরম্ভ করল, চাঁদা তুলতে শুরু করল। এই সমস্ত Subversive activities এ জড়িত লোকদের ধরার জন্য অন্য কোন আইন ছিল না। West Bengal Security Act অনুসারে তাদের ধরা হয়। এই রকম Court নিয়ে তারা আরও অন্যান্য জায়গায় কাজ করতে আরম্ভ করল। এভাবে তারা পুত্রাকান্দি নামক জায়গায় কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের বিচার করতে আরম্ভ করল Court বসিয়ে। সেই সমস্ত subversive activities বন্ধ করার জন্য Security Act ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। তারা বলছেন যে Cr. P.C তে বিধান আছে। Cr. P.C তে এমন কোন বিধান নাই যার দ্বারা এগুলো বন্ধ করা যেতে পারে। সেটা হল procedure. সুতরাং Cr. P. C এবং I.P.C সম্বন্ধে তাদের কোন ধারনা নাই। আমি তাই বলব যে Cr. P. Cতে এমন কোন বিধান নাই। সুতরাং তাদের কথা আমি স্বীকার করতে পারছিনা। Subversive activities থেকে দেশকে নিরাপদ রাখার জন্য এই Act এর প্রয়োজন আছে।

তারপরে Section 14 to 25 পর্যন্ত Public Safety. যেমন ডাকাতি, চুরি বা আগ্নেয়াস্ত্র যদি কেউ বহন করে তাদিগকে দমন করার জন্য এমনকি এ সমস্ত কাজ যখন কোন লোক করতে ইচ্ছুক হয়, সেই অবস্থায় পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখন এক বাড়ীতে ডাকাতি হল, পুলিশ সে অবস্থায় দর্শক হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তবে কোন লোক যদি আপত্তি করে যে ডাকাতি করবে অথচ কেউ বাধা দিতে পারবে না বা খুন করবে ধরতে পারবে না। সেই রকম আপত্তি করতে পারে একমাত্র ডাকাত দলের লোকেরা।

তারপরে Section 19 & 20 তে আছে—দেশের মধ্যে নানা ধরণের লোক আছে তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নানা রকমে Publicকে exite করে,

কতগুলো লোককে লেলিয়ে দিল যে সরকারের সম্পত্তি নষ্ট কর। এসব উন্নয়নমূলক কাজ নষ্ট কর। সেই সমস্ত কাজ নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সরকারের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তারা নানা প্রকার অপপ্রচার করে লোকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং নানা প্রকার বে আইনি সভা করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে এ সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য। সেইজন্য এই আইনের seetion 19 and 20 পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ সকল movement বা procession disperse করার জন্যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে policeকে। তারপর আমরা দেখেছি section 20তে essential commodities বে আইনিভাবে পাচার বন্ধ করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা দেখছি প্রায়ই বে আইনিভাবে পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য জীবজন্তু পাকিস্থানে পাচার হচ্ছে। সেই সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা এই sectionএ রয়েছে যাতে সে সমস্ত দ্রব্যাদির movement control করা যায়। সুতরাং আমি বলব যে আমাদের দেশের সম্পদ বেআইনভাবে বিদেশে চলে যাবে আর আমরা কোন আইন করব না, অবাধে যেত দেব, তা হতে পারে না। দেশের অনিষ্ট চিন্তা যারা করেন তারাই একমাত্র এ আইনের বিরোধিতা করতে পারেন। তারপর section 21 এ আছে যদি কোন লোক কোন অপরাধ করে বা movementটা সন্দেহজনক হয় এবং বুঝা যায় যে সে subversive activity করে তা হলে সেই লোকটার movement control করার জন্য এ sectionএ বিধান রয়েছে। কোন লোক দেশের অপকার করা অথচ তার movement control করা হবে না তা হতে পারে না। সুতরাং শান্ত প্রকৃতির মানুষ বিধানকে ভয় করবে না। যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং দেশের ক্ষতি সাধন করতে চায় তারাই ভয় করবে। সুতরাং আমি বলব তাদের এই বিরোধীতার মধ্যে অন্য রকম দুরভিসন্ধি আছে। তারপর section 20তে আছে যে যদি কোন অপপ্রচার করে, সত্য কথা প্রচার না করে জেনেশুনে মিথ্যা প্রচার করে—তখন তা section 20 এর আওতায় আসবে। আমি এ ধারাগুলি সম্পর্কে মোটামোটি বললাম। আমি বলব দেশের লোক যাতে শান্তিতে বসবাস করতে না পারে সেইজনাই তারা তাদের এই সব বক্তব্য রাখছেন।

তারপর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি এ আইন নর্দমায় ফেলে দিয়েছেন। আমি বলব যে সেইজন্যই আজ আমারা পত্র পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের বেআইনি অনেক ঘটনার খবর পাচ্ছি, যেমন নকশালবাড়ির কথা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নকশাল-বাড়ীতে প্রায় অরাজকতার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই security আইন প্রযোজ্য না থাকায়। তাহলে তারা কি চান যে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল অরাজক ঘটনা ঘটছে রাণাঘাটে, মুর্শিদাবাদে যে সব ঘটনা ঘটছে, সেই সব ঘটনা কি আমরা ত্রিপুরাতে ঘটতে দেব? জনসাধারণ যে আমাদের মনোনীত করে পাঠিয়েছেন তা কি দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য? আমাদের পাঠিয়েছে কি দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য? বিরোধীপক্ষের সদস্য বলেছেন যে ইহাতে গণতন্ত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমি বলব গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এই আইনের প্রয়োজন আছে। মানুষ নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাস করার যে অধিকার তাকে দৃঢ় করার জন্য এই আইনের

প্রয়োজন আছে। তারপর মাননীয় সদস্য সংশোধনী প্রস্তাবে এক বৎসরের জন্য সাবকাশ চেয়েছেন। কিন্তু কিজন্য এই সাবকাশ চাওয়া হয়েছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কিন্তু তিনি তাতে পরবর্ত্তী ব্যবস্থার কথা না বলে, বিলটি যাতে পাশ না হয় একথা বলতেন। তাতে উনার উদ্দেশ্য মনে হয় যে এক বসরের মধ্যে যাতে বিলটা পাশ না হয় যাতে এই সময়ের মধ্যে আমরা দেশে অরজকতা সৃষ্টি করে লুটপাট করে খেতে আরম্ভ করি। তাহলে আমাদের কিছুটা কাজ হয়ে গেল, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই। নতুবা তিনি এক বৎসর কিজন্য চান,. সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। সুতরাং আমি বলব যে এই সংশোধনী প্রস্তাবের কোন আবশ্যকতা নাই, immediately এই আইন effect দেওয়া দরকার এবং আগেই এই আইন Houseএ আনা উচিত ছিল। আমি এই Security Billএর সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি এবং মাননীয় সদস্যের সংশোধনী প্রস্তাবের-বিরোধিতা করছি।

Shri Abbiram Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পশ্চিমবঙ্গ Security Act. এর পক্ষে এবং বিপক্ষে মাননীয় সদস্যরা যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, আমি এই West Bengal Security Act. এর বিরুদ্ধে এবং মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার পক্ষে দুই একটি কথা রাখছি। Rulig Party এর পক্ষ থেকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই Security Actটা ত্রিপুরায় চালু করার জন্য যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন, এই যুক্তিগুলো কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা চিন্তা করতে আমি উনাকে বলব। এই আইন ত্রিপুরাতে নুতন নয়। এই আইন গত ১৯৬২ ইংরেজী থেকে ত্রিপুরাতে চালু আছে। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষকে চিন্তা করতে বলব যে এই আইন গত পাঁচ বৎসর ত্রিপুরাতে চালু থাকা অবস্থাতেই, সীমান্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানে যে সমস্ত গরু চুরি হচ্ছে যে সমস্ত চুরি ডাকাতি হচ্ছে, এই আইনের বলে এই সম্পর্কে কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চুরি ডাকাতি অনবরতই চলছে, এবং দেশে সুদখোর, মুনাফাবাজী, চোরা কারবারী ইত্যাদি দুরাচারী লোক আছে। এই রকম লোক দেশের খাদ্য সংকট সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই সমস্ত দুষ্কার্য্য দমনের জন্য এই আইনের বলে কতজন লোককে গ্রেপ্তার করেছে। দেশের এই খাদ্য সংকট এবং অর্থ সংকট এবং দিন দিন যে দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা প্রতিরোধ করার জন্য এই আইন কতটুকু কার্য্যকরী করা হয়েছে। পাকিস্তানে গরু পাচার করে দিয়েছে, এই রকম কয়জন লোককে এই আইনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ের নজীর সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তিনি শুধু বলেছেন যে ত্রিপুরারাজ্যে এই আইন থাকা দরকার। কিন্তু কি কারণে দরকার? কেন দরকার? সমাজের যারা কল্যাণকারী নয়, তাদের বিরুদ্ধে এই আইনটিকে প্রয়োগ করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই আইনের দরকার। কিন্তু ত্রিপুরাতে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার এমন কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমানে আছে কি? নাই। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক পর্য্যায়ে আছে এবং গরু চোর, চোরা কারবারী, মুনাফাখোর যারা তাদের সায়েস্তা করার জন্য যে পুলিশ আইন আছে, তাই যথেষ্ট, এই আইনের বলে দেশের পক্ষে যারা ক্ষতিকারক, যারা অন্যায় করছে তাদের বিরুদ্ধে এই পুলিশী আইন প্রয়োগ করে শাস্তি দিতে পারে, গ্রেপ্তার করতে পারে। তা করছেও, কিন্তু আসল কথা

তা নয়। এই সিকিউরিটি আইন ত্রিপুরাতে কেন চালু করতে চাইছে, তার কারণ হলো আজকে জনসাধারণের যে বিক্ষোভ, খাদ্যের দাবি, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, এবং বিভিন্ন সংস্থার উপর যে দাবী আদায়ের জন্য জনসাধারণের যে আন্দোলন, এইগুলিকে স্তব্ধ করার জন্য এবং এই আইনের আওতায় নিজের দলকে বজায় রাখার চেষ্টা করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। গত পাঁচ বছর এই আইন বলবৎ থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা হয়েছে? একজন গরু চোর বা চোরা কারবারী, মুনাফাখোর কারও বিরোদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করে শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আর দেশের বুভুক্ষু জনসাধারণের মুখে অন্ন তুলে দিতে চায়, এবং সেই অন্নের জন্য আন্দোলন করে জনমত সৃষ্টি করতে চায় এবং দেশের জন সাধারণকে ত্রিপুরার বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তাদের হয়ে যারা কাজ করছে এবং তাদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই সমস্ত জন নেতাদের উপর এই সমস্ত আইন-গুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। গত পাঁচ বৎসর আমরা তাই দেখেছি। এই আইন পাশ করে নেওয়ার পর ভবিষ্যতে ও এই অবস্থার যে পরিবর্তন দেখব তা অন্ততঃ এই রুলিং পার্টির আমলে আমরা আশা করতে পারিনা। আমি বলব এই আইন চালাকির আইন। যারা দেশে সংকট সৃষ্টি করে, যারা অন্যায় করে, যারা অপরাধ করে তাদের বিপক্ষে যাবেনা। গত কয়েক মাস আগে, খুব সম্ভবত মাসখানেক আগে কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেলবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশের যে রাজত্ব চালিয়েছিল, যারা অপরাধী, যারা দোষী তাদের উপর পুলিশের কোন হস্তক্ষেপ নাই। যারা নিরপরাধী গ্রামবাসী তাদের উপর আইনের প্রয়োগ, হয় এবং বিনা অপরাধে তাদেরে জেল খাটানো হয়। মোটা কিছু আদায় করে তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই কথা আজকে শাসন যন্ত্রের যারা কর্ণধার তাদের কাছে উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়েছিল কি? হয়নি।

নিরাপত্তা আইন এখানে থাকলেও এমন কোন প্রতিকার হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আজকে এই আইন প্রয়োগ হবে এমন আশা করা যাবে না, কোনদিনই করা যাবে না। কাজেই এই রকম আইন তারা বলবৎ রাখতে পারে। যেমন বৃটিশরা ভারতবর্ষ যখন শাসন করতে আসছিল তখন তারা এই ধরণের আইন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কারণ বৃটিশের পক্ষে তখন ভারতবর্ষের জনমত ছিলনা। এবং জনমতটাকে যদি তার পক্ষে নিতে হয় তাহলে পরে এই ধরণের কালো কানুনের তখন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ তো আমরা স্বাধীন। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের দেশে এই রকম কালো কানুনের প্রয়োগ হবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হবে একজন পুলিশ অফিসারকে সমস্ত রকমের ক্ষমতা দিয়ে। দেশের যে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে তাদের যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, সভা সমিতি প্রভৃতি করবে সেই সমস্তকে স্তব্ধ করার জন্য সমস্ত ক্ষমতা একজন সাধারণ পুলিশ অফিসারের উপর দেওয়া হয়েছে। এই কথা চিন্তা করতে গেলে আজকে সেটা আমাদের প্রয়োজন কিনা, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক একথা সত্যিই ভাবতে গেলে কেমন যেন একটা মনে হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে এইরকম একটা কালো কানুন থাকা এবং তার বিরুদ্ধে আজকে এই বিধান সভায়

এইরূপ কালো কানুন পালন করবার জন্য রুলিং পার্টী এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন? আজ দেশের যারা চোরাকারবারী যারা আজকে গুরু চুরি করেছে, যারা সমাজের অকল্যাণকর কাজ করছে তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য, এবং তাদের হয়ে তারাও যাতে রক্ষা পায় সেই ব্যবস্থা করবার জন্যই এবং সেই দিকে রক্ষা কবজ তৈরী করবার জন্যই তারা আজ Assembly তে এই কাল কানুন এনেছেন। কাজেই আমি Bengal Security Actএর বিরুদ্ধে এবং মাননীয় সদস্যদ্বয় এর বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গ Security Act ত্রিপুরাতে enactment এর জন্য বিধান সভায় আনা হয়েছে, আমি তার সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ এটার বিরোধীতা করে যা বলেছেন বা যে যুক্তির অবতারনা করেছেন আমি তা অযৌক্তিক বলে মনে করি। কারন ত্রিপুরা রাজ্য একটি সীমান্ত অঞ্চল, এই রাজ্যের প্রায় তিনদিকেই পাকিস্তান। অহঃরহ ত্রিপুরাতে গরুচুরি, রাহাজানি, চোরা কারবার চলছে। বিরোধী সদস্যগণ গরুচুরি, চোরা কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিধান সভায় বিভিন্ন অভিযোগ করে বক্তৃতা রেখেছেন। এই সব চোরা কারবারী, গরু চুরি, ইত্যাদি বন্ধ করতে হলে এই জাতীয় আইন অবিলম্বে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আর একটি কথা হচ্ছে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন এই আইন যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক মানুষের গণতন্ত্র খর্ব্ব করা হবে। আমি সেই জায়গায় বলব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে হলে এই আইন প্রয়োগ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি, বিরোধী সদস্য বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে সেই আইন নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছেন। এই আইন নর্দ্দমায় ফেলে দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কি হয়েছে এবং কি হচ্ছে? নকসালবাড়ীর ঘটনার কথা মুর্শিদাবাদের ঘটনার কথা, পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জায়গার যে সব ঘটনা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই, তা যদি আমরা চিন্তা করি তবে আমরা বুঝতে পারি পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে। সেখানে কি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে? সেদিন মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য নকশাল বাড়ীতে গিয়েছিলেন। পত্রিকাতে দেখতে পেলাম, কেউ বলেছেন নকশাল বাড়ীর ঘটনা Land hunger এর জন্য হচ্ছে আর কেউ বলেছেন সেই Land hunger এখন Sex hunger এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মা-বোনদের উপরেও নির্য্যাতন চলছে সেই নকশাল বাড়ীতে। সেখানকার শত শত জনতা বলছে আমরা জমি চাইনা, আমাদের জমি নিয়ে যাও আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা কর। মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা কর। সেখানে যদি এভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা হয়, তাহলে যে দলের হাতে আজ ক্ষমতা পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ এই রকম হয়েছে, ত্রিপুরার মাটিতেও কি তারা এই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে চান? আজকে তার আভাস আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পাই। এই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে subversive activity র খবর আমরা পাচ্ছি। আমি বিলোনীয়ার একটি ঘটনার কথা বলব। ১৫ই তারিখ আমি একটি খবর পেলাম শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা এবং ভূতপুর্ব্ব বিধান সভার সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ কাকুলিয়ার একটা জায়গাতে অবস্থান করে সেখানে দল বেধে চেষ্টা

করছেন ফরেষ্টের মুল্যবান বৃক্ষাদি নষ্ট করবার জন্য। এখানে আসার পর খবর পেলাম সেখানে তিন বৎসরের পুরাতন একটি Rubber plantation নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমি বলব এই দশরথ দেব, এই লুড়া আং মগ শান্তিপূর্ণ মানুষকে উস্কানী দিয়ে যে ভাবে বন সম্পদ নষ্ট করবার প্রচেষ্টা নিচ্ছেন, এটা কি গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করবার জন্য হচ্ছে, না ত্রিপুরার মানুষের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য, মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমি মনে করি এই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টিকারী যারা ত্রিপুরা রাজ্যে তারা সেই নকশালবাড়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য চেষ্টা করছে। গত ১০ বৎসর ১৫ বৎসর ধরে সারা ত্রিপুরায় যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার পুনরাবৃত্তি ত্রিপুরাতে সৃষ্টি করবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। কারণ গত নির্বাচনে তাদের যে পরাজয় হয় সেই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা উৎপাত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। আমি মনে করি এই উৎপাতকে বন্ধ করতে হলে, মানুষের ধন প্রাণ রক্ষা করতে হলে, মানুষকে ঘেরাওর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, তাহলে অবিলম্বে এই আইন প্রয়োগ করা দরকার। এই আইন প্রয়োগ করার জন্য বিরোধী সদস্যগণ বিরোধিতা করছেন। তার একমাত্র কারণ, তারা মনে করছেন যদি এই আইন পাশ হয় তাহা হলে পশ্চিমবঙ্গের মত আমরা এখানে উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে পারব না, এই আইনের আওতায় এসে আমরা হয় ত আটক পড়ে যাব, জেলখানায় আমরা পচে মরব। অতএব আমবা বাহিরে উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে পারব না। সেই কারণে যাতে ত্রিপুরাতে এই আইন প্রয়োগ না হয় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক শান্তিপুর্ণ মানুষকে শান্তিতে বসবাস করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অবিলম্বে এই আইন পাশ করার আবেদন রাখছি। যে ভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন স্থানে হরতাল এবং ঘেরাও করে মানুষের ধন সম্পদ নষ্ট করছে, একটা মানুষকে ঘেরাও করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক রেখে যে ভাবে নির্য্যাতন করছে, যেমন পশ্চিম বঙ্গে করছে, এখানেও করবাব চেষ্টা করছে। আমি শুনেছি সেদিন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় রাজপ্রসাদ চৌধুরীব বাড়ীতে গিয়ে তারা একটা উৎপাত করবার চেষ্টা করেছিল। বহুলোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং সেখানে একটা উশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছিল। আস্তে আস্তে তারা সেই ভাবে করবার চেষ্টা নিচ্ছে। সেদিন শুনেছি তেলিয়ামুড়াতে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরবিরাংখল মহোদয়ের বাড়ীতে গিয়ে বহুলোক উপস্থিত হয়েছে, বলেছে আমাদের চাউল দিতে হবে, টাকা দিতে হবে চাউল টাকা না দিলে আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও বেরিয়ে যেতে হবে। উনি বাড়ীতে ছিলেন না। উনার স্ত্রীর হাত থেকে চাউল এবং টাকা নিয়ে তারা বেরিয়ে এসেছিল। কারণ তারা আবহাওয়ায় মনে করেছে যদি চাউল টাকা না দেয় তা হলে জোর করে তাদের বের করে নিয়ে আসবে। এই জাতিয় অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এই জাতীয় অবস্থার হাত থেকে যদি মানুষকে রক্ষা করতে হয়, শান্তিকামী মানুষকে, গণতন্ত্রকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাঁহলে অবিলম্বে এই আইন পাশ করতে হয়। এই হল আমার বক্তব্য। আইন পাশ করার পক্ষে আমি আমার আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Minister Shri Praiulla Kumar Das.

Shri P. K Das (Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বিলটা এখানে এসেছে West Bengal Security (Tripura re-enacting) Bill, 1967 তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যের আনিত যে Amendment তার বিপক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। Bill এর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে এই Biil এর দ্বারা যারা শান্তিকামী মানুষ তাদেরকে অযথা হয়রানি করার জন্য এই Bill আনা হয়েছে এবং এটাই বিল আনার উদ্দেশ্য। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী মহাশয় এই বিলের সমর্থনে তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে West Bengal এ যে একটা lawlessness, সেখানে যে গণতান্ত্রিক মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে তার কারণ তিনি বিশেষভাবে বলেছেন যে সেখানে West Bengal Security Act না থাকার ফলে security র পুরা ব্যবস্থা না থাকার ফলে Hooligans গণতন্ত্র বিরোধী, সমাজবিরোধী ইত্যাদি force মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে এখানেও West Bengal এর অনুরূপ সমাজবিরোধী, শান্তিবিরোধী যে একটা element মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে এবং এটা Security Act বা এই ধরণের আইনের অভাব হেতুই ওরা মাথা চারা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি আমাদেব দক্ষিণ অঞ্চলে forest এর যে destruction, যে forest ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য, বন্যা রোধ করবার জন্য errosion of soil ইত্যাদি রোধ করার জন্য, এক কথায়, ত্রিপুরাকে বাঁচাবার জন্য, আমরা forest কে রক্ষা করার জন্য যত্ন সহকারে চেষ্টা করছি। এই forest কে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ত্রিপুরাতে মানুষের মধ্যে একটা অরজকতা এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করা। মানুষের অভাব বোধকে তীব্রতর করে তোলা। ইত্যাদি করে তারা নিজেদের সমাজবিরোধী যে পথ সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছে। আজকে এই যে সমাজবিরোধী এবং আমাদের বর্ত্তমান দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে আমাদের অন্যায় ভাবে মজুতদার যারা আছে, যারা মুনাফাখোর আছে, এই সমস্ত সমাজ বিরোধী যে elements এগুলিকে যদি দমন করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার এই Security Act এর আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। এ ছাড়া আমাদের ত্রিপুরার তিনদিকে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত এবং আমরা জানি সমাজবিরোধী যারা আছে তারা Cattle lifting এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র খাদ্যদ্রব্য থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় উৎপাদিত অনেক কিছু মূল্যবান সম্পদ, যেটা আমাদের প্রয়োজন, যেটার জন্য আমরা অভাববোধ করি সেটা অত মুনাফার লোভে কালোবাজারীরা পাকিস্তান পাচার করছে। ত্রিপুরার অভাবকে তীব্রতর করে তুলছে। ত্রিপুরায় অশান্তির রাজত্ব ডেকে আনছে। এই যে সমাজবিরোধী এই সমস্ত মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোরদিগকে দমন করার জন্য এই Security Act এর প্রয়োজন আছে। আমরা জানি তেলিয়ামুড়ার reference মাননীয় সদস্য চৌধুরী মহাশয় দিয়েছেন যে সেখানেও আমরা দেখছি যে প্রতিদিন রাত্রে নয়, দিনের বেলায়ও যেখানে শান্তিকামী মানুষ যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং লুট, চুরি এই ধরণের কাজ বহু হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝি যে

এই Security Act আমাদের অবিলম্বে পাশ করে এই সমস্ত সমাজবিরোধীদের দমনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়, যদি সমাজতান্ত্রিক মানুষকে আমাদের শান্তিতে রাখতে হয় এবং তাদের উন্নতির বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য যদি আমরা ঐ সমস্ত anti-social element দের দমন করতে হয় তাহলে আমাদের এই Act পাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বলেই আমি Act এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তঃ— মাননীয় Speaker Sir, আজকে এই Houseএ যে বিলটি আনা হয়েছে West Bengal Security (Tripura re-enactment) Bill তার সমর্থনে ও যে amendment আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ একটি প্রশ্ন উঠেছে আজকে যে, যে বিলটি আনা হয়েছে সেই বিলটি আইন সিদ্ধ নয় এবং সেই জন্য আমার মনে হয় যে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যদি আমাদের Union Territory Act এর ১৮ ধারাটা লক্ষ্য করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে "The Assembly of a Union Territory may make Law for the whole or any Part of the Union Territory with respect to any of the matters enumerated in the State list or the Concurrent list in the Seventh Schedule to the Constitution in so far as any Such matter is applicable in relation to Union Territories," তারপরে আমরা দেখেছি যে আমাদের Constitution এর যে কথা উনি উল্লেখ করেছেন সেখানেও আমরা দেখেছি যে Seventh Scheduleএ hoardingএর উপর আমরা আইন প্রণয়ন করতে পারি, Concurrent list এও আমরা দেখেছি যে আইন প্রণয়নের অধিকার সেখানে আমাদের দেওয়া আছে। অতএব আমার মনে হয় যে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু সেই listটা, Scheduleটা এবং Concurrent listটা দেখেননি। তাই তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন যে এটা আইন সিদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই হাউসে যে বিল আনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ আইন সিদ্ধ এবং আইন ভিত্তিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যে আইন আমাদের ত্রিপুরায় চালু আছে,, অর্থাৎ বর্ত্তমানে Cr. P. C. কিম্বা I.P.C সেটা যথেষ্ট কিনা আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধান করতে। এখন এই West Bengal Security Act যখন আনা হয়েছে, যে Act পাঁচ বৎসর যাবৎ এখানে আছে এবং সেই Act আবার কেন এখানে আনা হলো, সে Actএ কোন কাজই হয় নি। সে Act আবার কেন আনা হলো সে রকম বক্তব্য অনেকে রেখেছেন। আবার বক্তব্য রেখেছেন যে সে Act যারা মুনাফাখোর, যারা মূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যের দাবীর জন্য আন্দোলন করবেন তাদের প্রতি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। একদিকে বলেছেন যে পাঁচ বৎসর এই Act এর কোন কাজ হয়নি। আর একদিকে বলেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু প্রয়োগ করা হবে তাদেরই বিরুদ্ধে যারা সমাজের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করবে। কারণ এই আইনের ধারাগুলিতে দেখা যায় Public Safety and Order সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি Punishment for carrying or commiting any Political Suspence. তারপর হচ্ছে control of essential commodities and other

things এই সব Power যে দেওয়া হয়েছে তার কারণ কি ? এবং সেখানে Judge Court, Advisory Board সবই আছে যাতে কারো প্রতি কোন অন্যায় অবিচার না করা হয় সেটা দেখবার জন্য। এখন ত্রিপুরার অবস্থা, সারা ভারতবর্ষের অবস্থা—সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি দেখতে হবে। মাননীয় Speaker মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত বড় বড় জোতদাররা চাউল দিচ্ছেনা, চাউল মজুত করে রাখছে অথবা যারা গুণ্ডাশ্রেণীর লোক তাদেরে কিভাবে সায়েস্তা করবে সেজন্য P.D. Act প্রয়োগ করা হবে কিনা হবে সেই চিন্তা সেই সরকারেরও এসেছে. যে সরকারের একজন অংশীদার হচ্ছেন C.P.I. right এবং C.P.I. Leftist এখন তারাই চিন্তা করেছেন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে। আজকে তাদেরই চিন্তা করতে হচ্ছে যে এই P.D. Act প্রয়োগ না করলে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ এই যে আইনের Cr.P.C. & I.P.C. এতে আর চলছে না। তাহলে দেখতে হবে যে একদিন যারা এই Act এর বিরোধিতা করেছিল যে C.P.I Seriously সমালোচনা করেছিল আজকে তাদেরই চিন্তা করতে হচ্ছে P. D. Act প্রয়োগ করার জন্য। কেন ? কারণ হচ্ছে এই সমাজ বিরোধী কাজ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। আজকে যদি কেউ Amritabazar এবং Hindustan Standard পড়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে নকশাল বাড়ীর ঘটনার পিছনে চীনের উস্কানী আছে এই রকম একটা মন্তব্য করা হয়েছে। আজকে এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখি চীনের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক কত তিক্ততার মধ্যে গিয়েছে। চীনে আমাদের Embassyর 2nd & 3rd Secretary শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীবিজয়ের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তাহার দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে চীনের সঙ্গে ভারতের কি সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক চীনের প্রতিটি কার্য্যকে বাহবা দিয়ে আসছে। প্রতিটি কার্যো তারা মনে করে সমাজ তন্ত্র এগিয়ে যাবে। সেই যে দল সে দল আজকে চীনের কার্যকলাপকে এবং আমাদের Embassyর এই যে অপমান তার প্রকাশ্যে কোন নিন্দা করছে না। আজকে এই দল ত্রিপুরাতেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আজকে চিন্তা করতে হবে আমাদের যে আইন সেই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে। যদি কোন দল Democracyর গলাটিপে ধরে, শান্তির গলা টিপে ধরে তাহলে একটা প্রশ্ন আমার এখানে যে দলের আদর্শ হচ্ছে Absolute Law & Violate evolution অর্থাৎ সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী যে দল, যে দল মনে করে Political Powerগুলো এবং রাজত্ব দখল করবে বন্দুকের নালের মাধ্যমে। সে দল যদি আবার বলে শান্তি এবং Democracyর দোহাই দিয়ে এই আইন যেন প্রয়োগ না করা হয়। তাহলে বলতে হবে যে ভূতের মুখে রাম নাম।

Mr. Speaker. The House stands adjourned till 2 P. M to-day. Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—You may continue your speech.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Mr. Speaker, Sir, আজকে এই যে West Bengal Security Act সে সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম যে একটি দল বিশেষের কথা এবং তাদের কার্য্য-কলাপ সত্যিই ভাল. তাদের যে ত্রাণ কর্ত্তা যারা West Bengal আছেন তারাও দেখেছে যে তাদের দলের কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রকে—এই মাত্র আমরা খবরের কাগজে দেখেছি—

তারা বের করে দিয়েছে। এমন কি নকশালবাড়ীর ঘটনায় আজকে যারা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় আছেন তাদের নেতৃত্ব সেইখানকার লোকেরা মানছে না। আজকে সেখানে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের ত্রিপুরার কথা চিন্তা করতে হবে। কেন ত্রিপুরার কথা চিন্তা করতে হবে? এমনও হতে পারে যে আজকে যারা নেতৃত্বে আছেন, তাদের নেতৃত্ব সেখানে থাকবে না, হবে সেখানে রাহাজানি, অরাজকতা। আজকে যদি আমরা জিরানীয়ার দিকে তাকাই, আজকে যদি আমরা বরপাথরির দিকে তাকাই তাহলে দেখব তিন তিনটি খুন হয়ে গেছে এবং তাদের একমাত্র অপরাধ তারা তাদের মতবাদকে বিশ্বাস করেনি। এই জন্য তিন তিনটি খুন হয়ে গেছে, তার কোন হদিশ নেই। আজকে একটা অরাজকতা জিরানীয়া, বরপাথরি অঞ্চলে চলেছে। একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে সেই সব অঞ্চলে—জানি না সরকারের আইনের বলে ঐ সব অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে কি না? তাই আজকে প্রয়োজন Security Act এর। যারা শান্তিপ্রিয়, যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই সরকারের নীতিকে পরিবর্ত্তিত করতে চায়, যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সরকারের যে নীতি, যে আদর্শ তাকে বিশ্বাস না করে পাল্টাতে চায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের বিরুদ্ধে এই আইন নয়। এ আইন হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যারা এই সরকারকে, এই রাষ্ট্রকে পাল্টাতে চায়, বন্দুকের দ্বারা, হত্যার দ্বারা, খুনের দ্বারা এবং যারা ত্রিপুরায় একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে। আজকে তাই এ আইনের প্রয়োজন। আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে—এবং আমরা জানি ফরেষ্টের সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে, অনেক কিছু বলা হয়। কিন্তু আজকে এই জিনিষ কখনও কেউ সহ্য করতে পারে না যে plantation আছে বা যেখানে plantation করা হয়েছে সেই সব ফরেষ্টকে জোর করে, জবরদস্তি করে কোন অবস্থায়ই এইখানে ফরেষ্ট করতে দেওয়া হবে না এই বলে গাছটাকে কেটে দেওয়া, plantationকে কেটে দেওয়া—এই যে একটা সমাজবিরোধী কাজ, সেই যে একটা উশৃঙ্খলতা, সেই উশৃঙ্খলতা কোন শান্তিপ্রিয় লোক সহ্য করতে পারে না। আজকে তাই ত্রিপুরায় Security Act এর প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কয়েকটি মহালে গিয়ে দেখেছি যে সেই সব মহালে forestকে নিয়ে কি ধরণের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অরাজকতার একটা সীমা আছে। যেখানে কতগুলি forest কর্ম্মচারী তাদের কাজ করছিল, সেখানে কতগুলি লোক তাদের মাথায় করে বস্তা বয়ে নিয়ে আসিতেছিল তাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দলবদ্ধভাবে এবং সবচেয়ে আমার দুঃখ হয়েছে যে মেয়েদের সামনে রেখে তারা তা করেছে। তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এখানে নকশালবাড়ীর অবস্থা সৃষ্টি হয় কিনা। কারণ নকশালবাড়ীতে মেয়েদের সামনে রেখে তারা অভিযান চালিয়েছিল। সেই অরাজকতাকে কেউ স্বীকার করে নিতে পারে না। যেমন করেই হউক তা বন্ধ করতে হবে। ঘুড়ি যদি লাটাই থেকে সুতা ছিড়ে চলে যায় তাকে যেমন আর ধরে রাখা যায় না, ঠিক সেইরূপ তাদের নেতৃত্বও আর তাদিগকে ধরে রাখতে পারে না। কারণ তারা ত্রিপুরায় খুন, রাহাজানি ইত্যাদি বন্ধ করে, জনসাধারণের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে যতদিন পর্য্যন্ত না পারবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকবে না। শুধু তাই নয়, আজকে আমাদের ত্রিপুরার

মিজো বর্ডারের কথা চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে এই কারণে যে তারা আমাদের লোকদের আক্রমণ ইত্যাদি করেছে। এ ধরণের নানা ঘটনা ঘটেছে এবং যে কোন সময়ে কৈলাসহরের সীমান্তে মিজোদের সঙ্গে গোলমাল লাগতে পারে। সেই আশঙ্কা, সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় নি তা নয়—পত্র-পত্রিকায় report বেরিয়েছে যে সেখানে মিজোদের দ্বারা অনেক প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছে। আজকে আমাদের সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে West Bengal Security Actএর কথা উপলব্ধি করতে হবে। কে ভেবেছিল, এই মিজো অঞ্চল সেটাও ভারতের একটি অঙ্গ কিন্তু সেখানে মিজো বিদ্রোহীদের হাতে আজ পাকিস্তান ও চীন মার্কা রাইফেল, কার্তুজ এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে এবং তারা আজকে ঐ দুটি দেশের উস্কানীতে পড়ে ঐ অঞ্চলে একটা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে চলেছে। আর সেই অরাজকতার বাতাস বয়ে চলেছে আসামে ও আমাদের ত্রিপুরায়। তাই আজকে ত্রিপুরা সরকারকে এই অরাজকতা দমন করার জন্য এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই Security Act প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকে পাকিস্তান ও চীনের মদৎ পেয়ে কিছু সংখ্যক লোক যেভাবে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, তা যে, শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই, ঐদিকেও আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনারা সবাই পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এই Security Actকে শিথিল করায় যেভাবে ঐখানে জিনিষপত্রের hoarding ও দাম ইত্যাদি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় লুটতরাজ ও নানাবিধ অসামাজিক কার্য্যকলাপ চলেছে, যার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে আইনের দ্বারা শক্ত হাতে এগুলিকে দমন করতে হবে। এই অরাজকতা আর বরদাস্ত করা যায় না। তাই আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে বাক্যের বা সরকার পরিচালনায় নেতৃত্বে না থেকে অনেক কিছুই বলা যায় অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু শাসন পরিচালনার ভার যখন নিজের হাতে আসে, নিজের দায়িত্বে পড়ে, তখন চক্ষু তাদের খুলে যায়। তাই West Bengalএ তাদের চক্ষু খোলেছে যে গুণ্ডা ও সমাজবিদ্রোহীদের দমন করতে হ'লে শক্ত আইনের দরকার আছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার ও ঐ সব সমাজদ্রোহীদের হাতের পুতুল হবেন না। কোন অবস্থায় ত্রিপুরায় বে-আইনী কার্য্যকলাপ সহ্য করা হবে না। শুধু তাই নয় আমাদের ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যাও রয়ে গেছে। এই খাদ্য সমস্যার একটা প্রধান কারণও আছে। যেমন ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলের উৎপাদিত অনেক পরিমাণ খাদ্যশস্য পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায় যার ফলে ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যাটা অনেক সময় তীব্রতর হয়ে উঠে। কিন্তু সাধারণ আইন যা আছে তা দিয়ে এটাকে বন্ধ করা যায় না। আইনের ফাঁকে তারা পার পেয়ে যায়। শুধু তাই নয় সমাজদ্রোহীরা আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তারা নিজ দেশের লোকদের না খাওয়াইয়ে মারতেও দ্বিধা করে না। তাদের কাছে দেশও দেশের লোকদের চাইতে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপই শ্রেয় বলে মনে হয়। আর এই সমস্ত সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্যই ত্রিপুরাতে Security Act প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কারণ এ আইন যদি না থাকে তাহলে সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল দিয়ে হাজার হাজার মণ চাউল পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাবে। এই সমস্ত চাউল পাকিস্তানে পাচারের পথ যদি বন্ধ করতে হয়,

এই সমাজবিরোধীদের যদি সায়েস্তা করতে হয় তাহলে এই আইনের প্রয়োগ আমাদের করতে হবে। নতুবা খাদ্যের যে এই সমস্যা ৮০ | ১০০ টাকা মণ যে চাউলের দর হয়েছে তাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। কারণ আমাদের ত্রিপুরার ৫৬০ মাইল ধরে যে সীমানা, সেই সীমানার ৪ মাইলের মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে ভাল জমি এবং তার উৎপাদন হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। সেই সমস্ত ধান-চাউল যদি আমরা নিজেদের আয়ত্বে না রাখতে পারি এবং সেই সমস্ত ধান যদি পাকিস্থানে চলে যায় তাহলে আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব হবে, খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেবে এবং চাউলের দাম ৮০টাকা এবং ৯০টাকা হবে এবং তারা যারা এই সুযোগে আন্দোলন করতে চায়, ঘেরাও এর মধ্য দিয়ে যারা আন্দোলন করতে চায়—সেখানে তারা আন্দোলন করবে। ঘেরাওয়ের 'শ্লোগান' দিতে পারে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধান হবে সেইখানে যদি আমরা সেইসব ধান আমাদের দেশে রাখতে পারি। এবং সেই জন্যই আমাদের West Bengal Security Act দরকার।

তারপর দুই একটা ঘটনা উদয়পুরও অন্যান্য অঞ্চলে ঘটেছে। এইগুলো ভবিষ্যতে যে কিরূপ আকার ধারণ করবে তা সঠিক বলা যায় না। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত সমাজ বিরোধী লোক যে কোন সময় বাজার লুট, অফিস লুট, বাড়ী লুট, করতে পারে। এই ধরনের কার্য্যকলাপকে সমূলে উৎখাত করতে হলে প্রাথমিক অবস্থায়ই এই আইন প্রয়োগ করতে হবে। উদয়পুরের ঘটনা আমাদের চক্ষু খুলে দিয়েছে এবং আমরা বুঝতে পারি এখনই যদি এই আইন শক্ত হাতে প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এই ঘটনা আরো বিরাট আকার ধারণ করবে এবং আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। শুধু তাই নয়, আজকে আমরা যে অবস্থা দেখছি, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন এলাকায় হত্যাকাণ্ড চলার সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় তারা কতকগুলি লুটতরাজ ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছে এবং কোন দিন যে দেখব চীন ও পাকিস্থানের মিলিত মদতে বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া। অতএব এই মদতকে দমন করার জন্যই এই আইনের প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। আজকে ত্রিপুরা তথা ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এবং চীনও পাকিস্তানের সংগে ভারতের সম্বন্ধের যে ক্রমাবনতি এবং ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যে অবস্থা, যা নিজেদের চোখের উপর দেখছি যে ৩টি অমূল্য জীবন নিঃশেষ হয়ে গেল, তার কোন হদিস হল না। তারপর উদয়পুরে forest এর বাগানের পর বাগান কেটে তার সাথে লুটতরাজ ও ঘেরাওর শ্লোগান দিয়ে যে মহড়া,তার দ্বারা আমরা এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছি। তাছাড়া আজকে আমাদের খাদ্যের যে পরিস্থিতি,জোতদার, মজুতদার,ও বড় বড় hoarderআজকে খাদ্য আটকে রেখে আজকে আমাদের ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের মধ্যে যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করছে এবং তাদের অর্দ্ধাহারে অনাহারে মরতে যারা বাধ্য করছে, তাদেরকে যদি শায়েস্তা করতে হয় তাহলে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই মজুতদার hoarder দের বিরুদ্ধে যদি এই আইন প্রয়োগ করা হয় তবে এই রাজ্যের জনমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক তা সমর্থন করবেন। আর hoarding যদি বন্ধ করতে হয় তবে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব দিক দিয়ে চিন্তা করেই আমার আবেদন হল এই আইনকে সবাই সমর্থন করা। সমর্থন করতে হবে এজন্য যে আজকে ত্রিপুরার আইন ও শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সক্রিয়

ভাবে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তদুপরি একথা সত্য যে অনেক সময়ে অনেকে এর সমালোচনা করে থাকেন কিন্তু এর মধ্যে আইনের নির্দ্দিষ্ট ধারা যদি কোথাও কার্যকরী না হয় তার জন্য আইনের দোষ হতে পারে না, সেদিকে এই আইন যাতে সব্বত্র কার্য্যকরী হয় তারজন্য সরকার দৃষ্টি রাখবেন। যাতে কারও উপর অন্যায় অবিচার না হয় সেদিকে সরকার যে দৃষ্টি রাখবেন তাতে আমাদের বিশ্বাস আছে। আর আমাদের সরকারের ইহা মনে রাখা দরকার যে ত্রিপুরাতে যেন পশ্চিবঙ্গের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং তার পুর্ব্বেই আমরা যেন সমুলে এই পাপচক্রকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে পারি। এই জন্যই আমি এই আইনটিকে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister in charge Shri T. M. Dasgupta.

Shri T. M. Dasgupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে West Bengal Security Act 1967 ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তনের জন্য রেখেছি এবং এর উপর বিভিন্ন বক্তা তাদের মতামত রেখেছেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে আমি তার উত্তর দেব। আমার আগেও এদিকের কয়েকজন বক্তা এই বিলের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আমার কাজকে কিছুটা লাঘব করেছেন। সেজন্য তাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতার মধ্যে এবং এই সভার বিধি বহির্ভুত। তার যে conception তা ঠিক নয়।প্রথম যখন ত্রিপরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল তখন এখানে কোন Legislature ছিল না। তখন সেই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইন করে তা যাতে পাশ করানো হয় তার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেটাই প্রস্তাবের সঙ্গে তখন সে আইন ছিল সেটাকে জোড়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাতে Legislature হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে আইন পাশ হয়েছিল, তার পরে পশ্চিমবঙ্গে সে আইন আর পাশ হয়নি। কিন্তু ত্রিপুরাতে যে অবস্থা তাতে এই আইন ত্রিপুরার জন্য প্রয়োজন। আজ পশ্চিমবঙ্গ কি করেছে, না করেছে তা আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য নয়, আমাদের বিষয় বস্তু হচ্ছে ত্রিপুরার শান্তিপুর্ণ যে নাগরিক আছে, তাদের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, ত্রিপুরার জনজীবন যেটা চলছে৴ সেটা যেন বিঘ্নিত না হয় এবং যেভাবে ত্রিপুরা চারিদিক পাকিস্তান দ্বারা পারিবেষ্টিত এবং যেভাবে সীমান্ত অঞ্চলগুলি আছে তার সবদিকে বিবেচনা করে এখানে Security Act এর প্রয়োজন রয়েছে। ত্রিপুরায় Assembly গঠিত হয়েছে, Competency রয়েছে এবং সেজন্য এ আইন আনা হয়েছে। তারা এ আইনের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এরাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য এ আইন আনা হয়েছে। এর আগেও ত্রিপুরাতে এ আইন ছিল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে কোন ন্যায় সঙ্গত কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা তার বিরুদ্ধে যে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে এ ধরণের কোন অভিযোগ মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরাও করতে পারেন নি। যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য বা তার কণ্ঠরোধ করার জন্য West Bengal Security Act কোন ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে প্রযোয্য হয়েছে বা কাউকে এ আইনের বলে যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেছে তাদেরকে এ আইনের সুযোগ নিয়ে

তাদেরকে কোন জায়গায় আটক করা হয়েছে, এই আইনের সমালোচনা করতে গিয়ে কোন সমালোচক এ অভিযোগ দিতে পারেন নি। কাজেই সেই দিক দিয়ে দেখা যায় যে যদিও তার বিধান আছে আসলে হচ্ছে যারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যেভাবে ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র সীমান্ত অঞ্চল তা প্রায় ১০০ মাইল অঞ্চল জোড়ে পাকিস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, যেখানে আমরা অনবরত দেখছি কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্থান থেকে হামলা করার চেষ্টা চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জায়গা দখলের চেষ্টা চলছে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ত্রিপুরার অভ্যন্তর থেকে চাউল ধান পাচার করার ব্যবস্থা হয়—এবং গরু পাচার করার অভিযোগ হামেশাই পওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এ আইন প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ, আইন কখন করা হয়? একটা অবস্থা যখন সৃষ্টি হয় তখনই আইনকে কার্য্যে প্রয়োগ করা হয়। আইন পাশ করার অর্থ এই নয় যে যেনতেন প্রকারে তখন তখন তাকে রূপ দেওয়া। যখনই তাকে বাস্তবে রূপদান করার অবস্থার সৃষ্টি হয় তখনই তাকে কার্য্যে পরিণত করা হয়। যেমন আইনে আছে Communal Harmony যদি নষ্ট হয় তাহলে তখন কি অবস্থায়, কি ভাবে কাজ করে। কিন্তু ত্রিপুরায় সে অবস্থা না হওয়ার জন্য তার প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু আজকে সেই গণতান্ত্রিক জগতে যদি কখনও কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, হতে পারে যেহেতু আমারা সীমান্ত অঞ্চলে আছি তার জন্য Communal Harmony, সামাজিক সমতা রক্ষা করার জন্য পূর্বে থেকে এ আইন তৈরী করে রাখা প্রয়োজন। এবং তারই জন্যে এ আইন করা হয়েছে। আমার আগেও মাননীয় বন্ধুরা এর পক্ষে যুক্তি রেখে বলেছেন। কাজেই যেখানে এটা করা হয়েছে তার কোন জায়গায়ই তার কোন mis-use করা হয়নি কোন জায়গায়ই শান্তিপূর্ণ কোন কৃষকদের আন্দোলনে, কৃষকদের ন্যায্য দাবী বন্ধ করার জন্য এ আইনকে প্রয়োগ করা হয়নি। আজকে যেমন বলেছেন যে অন্যায়ের বিধান লাগতে পারে। ত্রিপুরা একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল, যে কোন সময় পাকিস্থান থেকে firing করার জন্যই হউক, সংবাদ নেওয়ার জন্যই হউক লোক আসবে। অথচ সেই অবস্থায় যথেষ্ট প্রমান তার কাছে থাকবে না। অল্প কিছুদিন আগে আপনারা সংবাদে দেখেছেন, পত্র পত্রিকায় দেখেছেন যে এখান থেকে কয়েক জন লোক যাচ্ছিল, যাদেরকে হিন্দুর ছদ্ম বেশে দেখা গিয়েছিল অথচ তাদের কাছে যে Pasoport পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে মুসলমানের নাম। সে রকম ক্ষেত্রেও, তাহলেও সন্দেহের অবকাশে কাউকে ত্রিপুরার মত অঞ্চলে গ্রেপ্তার করার সুযোগ আসবেনা, তাকে কোন সাজা দেওয়ার সুযোগ আসবেনা। এ ক্ষেত্রে এই যে security আইন সেটার দ্বারা তাকে অন্ততঃ সাজা দেওয়া যায় যদি তার মধ্যে সেই ধরণের প্রমান পাওয়া যায়। কাজেই আজকে যারা ছদ্মবেশে, গুপ্তচরের বেশে আমাদের ত্রিপুরায় ঘুরে-বেড়াচ্ছে এই আইনের দ্বারা তাদের ধরা যাবে। বিশেষ করে আজকে ত্রিপুরায় বেশী করে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেটা হলো গরু পাচার। সীমান্ত অঞ্চলের জন্য যে আইন আছে সেই আইন-বলে যদি কোন লোককে ধরতে হয় তাহলে তাকে ধরতে হবে ঠিক সীমানার মাঝখানে। অর্থাৎ যখন এক পা পাকিস্থানে এবং আর এক পা ভারতের মাটিতে আছে তখনই বলা যাবে, সে গরুটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সীমানা পার হয়ে। তা না হলে পরে কোন আইনের

বলে তাকে সাজা দেওয়ার কোন উপায় নেই। কিন্তু আজকে বহু ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যখন থাকে, তখন কেউ সন্দেহ করে না যে, লোকটা গরু নিয়ে যাচ্ছে, সে পাকিস্তান যাবে। যেখানে যায় একসঙ্গে সেটা যায় না। হয়ত সীমানায় কারোও বাড়ীতে গরুগুলোকে নিয়ে রাখা হয়। ৪।৫ দিন পর সেগুলোকে সীমানা পার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে সেই সব গরু পাচারকারীদের সাধারণ আইন বলে সাজা দেওয়া যায় না। কাজেই এই বেআইনি পাচার বন্ধ করার জন্যেই এই আইনের প্রয়োজন। কেউ কেউ অভিযোগ করছে যে, এই আইন যে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে কতটা case হয়েছে। Case করাটা বড় কথা নয়। কথাটা হচ্ছে এসব বেআইনি কাজ বন্ধ করা নিয়ে। আজকে তার সুযোগ হয়েছে কেউ যদি সীমানা থেকে ২।৩ মাইল দূরেও গরু নিয়ে যায় তাহলে এই আইন দিয়ে তাকে আটক করা যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক যুগ। সে যদি কোর্টের সামনে এসে সাক্ষী সাবুদ নিয়ে দাড়ায় এবং বলে যে, গরুটাকে পাকিস্তানে নেওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না এটা যদি সে প্রমাণ করতে পারে যে সে তার ওমুখ আত্মীয়ের বাড়ীতে গরু নিয়ে যাচ্ছে তাহলে স্বভাবতঃই সে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু আসল লক্ষটা হল এই যে case দ্বারা আটকের ফলে সেইসময় সেই গরুকে সে নিয়ে যেতে পারেনি এবং সেই গরু অভ্যন্তরেই আছে, কাজেই Preventive যে action যদি সমস্ত লোককে কোর্টে এই আইনের বলে সাজা না দিয়ে থাকা যেতেও পারে তাহলে এটা ঠিক যে, যারা এ ধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজটা করছে তাদেরকে রোধ করা যাবে। কাজেই আজকে এই আইনের দিক থেকেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আছে এবং অন্যান্য বিধান আমার অন্য বন্ধুরা বলেছেন যে, কিভাবে হয়েছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বলতে চাইনা। যদি একটি আইন সৃষ্টি হয় তাহলে দেশে চুরি হবেনা এবং সমস্ত চুরি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ চুরি বন্ধ করার আইন আছে। চুরি বন্ধ করার আইন থাকলেই যে দেশে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে এমনটা কোথাও হয়না। সমাজের কিছু লোক চুরি করে তাকে বন্ধ করার জন্যই আইনের সৃষ্টি হয়। যখন কোনটাই ঘটবেনা তখন আইনেরও প্রয়োজন হবেনা। আজকের দিনে, গরু পাচার হচ্ছে, কাজেই এই আইনের যৌক্তিকতা আছে। এই সভার মধ্যেই ইতি পূর্বে অনেক সদস্য বলেছেন যে পাকিস্তানে গরু পাচার হচ্ছে এবং সেই জন্যেই এই আইনের প্রয়োজন। বিশেষকরে এই ধরণের গরু পাচার বন্ধ করতে হলে পরে West Bengal Security Actএর প্রয়োজন। কাজেই সীমান্তবর্ত্তী এলাকার জন্যে এই Security Act এর যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। তারা বলেছেন, একে replace করার জন্যে। তারা আইনের অভ্যন্তরে গেলে পরে দেখতে পেতেন যে আমরা যে আইন পাশ করেছি, তার মধ্যে সে আইনকে মাত্র ১৯৭১ সন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ১৯৭১ সনে জানুয়ারীর পরে যদি এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আবার দেখা দেয় তখন এসেম্বলী আবার তা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। কাজেই এই যে আইনটি ক্ষমতা নিয়ে যদি সীমানার যে অবস্থা আছে, ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে অবস্থা আছে তার যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহলে এই আইন যাতে স্থায়ী ভাবে না থাকে সেই জন্যে এই আইনকে ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই তখন আবার এই এসেম্বলী বিবেচনা

করতে পারবেন যে, এই আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? কংগ্রেস দল যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার পক্ষে, তা এই আইনের মেয়াদ দেখলেই বুঝা যাবে। কাজেই সেক্ষেত্রে যদি তখন তার অবস্থার পরিবর্তন হয় তবে সেটা Statute bookএ না থাকলেও চলবে। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন যারা পড়বেন—তারা দেখবেন যে, সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আজকে সীমানার মধ্যে একজন লোক যাবে, সীমান্তের যে অফিসার সে অফিসার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাবে এবং ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবে তারপর এসে দেখবে যে সেই চোর বা স্মাগলার ইতিমধ্যে পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে গেছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে বিনা ওয়ারেন্টে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশ অফিসারকে এই আইনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তা যদি না হয় অনেক সময় পুলিশ অফিসার সেই সব ক্ষেত্রে cognigence নিতে পারবেনা। কিন্তু যারা বলেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া হবে, আমি সেই যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারিনা। স্বাধীনতার অর্থ কি? কোথাও যদি লুঠতরাজ হয়, কোথাও যদি Sabotage হয়, কোথাও যদি সম্পত্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাহ'লে তাকে বন্ধ করা হবে। যারা বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেবে যারা লুটপাট করবে এটা কি স্বাধীনতা? না মানুষের যে ন্যায় সঙ্গত অধিকার সেটাকে রক্ষা করা এবং লুঠপাটের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের বাঁচানো সেটা স্বাধীনতা? আজকে আমাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে এবং স্পষ্ট করে জানতে হবে। আজকে স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে সমাজের এক ধরণের লোক কিছু লোককে হত্যা করবে। তারা জোর করে তাদের সে অভিমত, তাদের সে ইচ্ছা, তাদের সে জীবন ধারা, তাকে তারা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার জন্যে তাকে সমস্ত সুযোগ করে দিতে হবে, স্বাধীনতার অর্থ তা নয়। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, দেশের মধ্যে শান্তি থাকবে এবং তার মধ্যে থেকে দেশের জনসাধারণ তার অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে পৌছবে। কাজেই যেখানে এই ধরণের হৃন্দ্বদ্বন্দ্ব, মানুষের অধিকারকে খর্বকরার জন্যে তাকে হত্যা করা বা তাকে নিজের দলে না আসার জন্যে হত্যা করা, নিশ্চয়ই সেগুলো আইনের আওতার মধ্যে আনা উচিত। এবং সেই ধরণের যদি কারো কাজ হয় তখন সরকার Security Act বা অন্য কোন Act সেখানে লাগাতে কার্পণ্য করবে না। কারণ কোন ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে উদ্দেশ্য কিছু নেই, শুধু প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্যে বা নিজেদের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা বা যেন তেন প্রকারে অর্থ পাওয়ার জন্যে, মানুষের, শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের জীবনকে বিপন্ন করছে, তাদের অধিকারকে খর্ব করছে, দেশের মধ্যে সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি আছে তাকে ভাঙ্গার দিন সরকার সেই আইন প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। তার কারণ হচ্ছে এই কোন অবস্থায়ই কোন আইনকে জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া যায়না এবং তার ফল, তার পরিণতি কি হয় তার কিছুটা উদাহরণ ইতিপূর্বে আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় দিয়েছেন। আজকে কোন জায়গায় লিকেইজের জন্যে তার অবস্থা কি হচ্ছে, নকসালবাড়ীর যে ঘটনা এবং পত্রপত্রিকায় তা নিয়ে যা উঠেছে সেটা তার একটা যথেষ্ট নিদর্শন। আজকে এটা সারার জন্য এখন বলতে হচ্ছে যে আরো কঠোর হস্তে আইন অমানাকে দমন করা হবে। কাজেই কোন সমাজ, সেটা যে দলেরই হউক, যে নীতিরই হউক তারা যদি সমাজের শান্তিও সম্প্রীতি রাখতে না চায় তাহলে তাদের উপর কঠোর হস্তে

আইনের প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে এক ধরণের লোক আইনের যে নির্দ্দেশ, বা সমাজের যে নির্দ্দেশ তাকে যদি তারা অমান্য করতে চায়। কাজেই এই আইন কোন স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রকামী লোকদের স্বাধীণতাকে খর্ব্ব করার জন্য নয়। বরঞ্চ তাদের যে অধিকার শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার যে অধিকার সেই অধিকারের রক্ষক হিসাবে সরকারকে এই কাজ করতে হবে এবং তারই জন্যে সরকার দেশের মধ্যে যাতে শান্তি সমপ্রীতি থাকে এবং সেই সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল, ত্রিপুরা যার কথা বলেছেন যে একদিকে পাকিস্তানের এখন তখন যুদ্ধং দেহি মনোভাব এবং অন্যদিক দিয়ে মিজোপাহাড় অঞ্চলেও যে ধরণের ঘটনাদি চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে আরো বিশেষ করে এই আইনের প্রয়োজনীযতা এসে পরেছে এবং সেইজন্য আজকে এই যে আইন তা আরো, বিশেষ করে আজকে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রয়োজন। তারজন্যই আজকে বিধান সভার সামনে ত্রিপুরার শান্তিকামী জনসাধারণের যে অধিকার তা রক্ষা করার জন্য, ত্রিপুরার নিরাপত্তাকে রক্ষা করার জন্য এই আইনকে House এর সামনে আনা হয়েছে এবং সেইজন্যই আজকে আমি মাননীয় Speaker মহোদয়ের মাধ্যমে House এর কাছে আবেদন করব, যে বিল বা আইনটি আনা হয়েছে তা গ্রহণ করে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ জীবনধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য যে সুযোগ, সে সুযোগ করে দেবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলব যে কোন অবস্থায় যদি কেউ আইন ভঙ্গ করার চেষ্টা করে বা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন অবস্থায় কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে সরকার সেটাকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করবে।

Mr. Speaker :—The discussion is over. First I am Put ing the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that দি ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এনাক্টিং) বিল ১৯৬৭টি আগামী ১৯।১।৬৮ইংএর মধ্যে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারে পাঠানো হোক।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

voices :— 'Noes'

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it 'Noes' have it,

The amen ment is lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) be taken into Consideration at once.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

voices –'Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

voice—'Noes'.

I think, Ayes have it ; Ayes have it, Ayes have it.

The Motion is Carried.

Now I am puting the clauses of the Bill to vote. cl 2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will pleas: say 'Ayes'

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices – 'Noes'

I think, Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

Cl 3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices—'Noes'

I think, Ayes have it, Ayes have it. Ayes have it.

Cl, I do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices 'Noes'

I think, Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices—'Noes'

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes have it, 'Ayes' have it.

Next business is Passing of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967). I shall now request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing of the Bill.

Shri T. M. Das Gupta (Minister-in-charge)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No.4 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker:—The question before the House is that the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Bill, 1967 (Bill No. 4 of 1967) as settled in the Assembly be passed,

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'
voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'
voices—'Noes'

I think, 'Ayes' have it 'Ayes have it, 'Ayes' have it.
The Bill is passed

Next item in the List of Business is private Members Resolution. I would Call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution that "Due to heavy devastation in the last cyclone, this Assembly directs the Govt. to expedite the construction of all the affected Schools and Dispensaries.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিলিউশনটা হচ্ছে— Due to heavy devastation in the last cyclone, this Assembly directs the Govt. to expedite the construction of all the affected Schools and Dispensaries.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বৈশাখ মাসের ১লা এবং ৩রা তারিখের প্রচণ্ড ঝড়ে বিশেষ করে ঈশানচন্দ্রনগর তহশীল, কমলাসাগর তহশীল, বিশালগড় তহশীল, চড়িলাম তহশীল, সোনামুড়ার উত্তরাংশের বহুলোকের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। শুধু ঘরবাড়ীই নয়—বহু স্কুলঘর ও ডিস্পেন্সারী ঘর পড়ে গেছে। কাজেই এখন যদিও আমরা খয়রাতী সাহায্য জনতার মধ্যে কিছু কিছু দিতে দেখেছি, কিন্তু তা জনসাধারণ পেয়েছে, কম হউক, বেশী হউক। তা পাওয়ার পর বা না পেলেও তারা তাদের নিজেদের থাকবার ঘর মেরামত করে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে যে সমস্ত স্কুলঘর বা ডিস্পেনসারী ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে সেগুলো আর রিপেয়ার করা হচ্ছে না। যেমন বিশালগড় এলাকার পূর্ব্বদিকে একটা মাটীর গোদামের উপর টিনের চাল ছিল, সেই ঘরটি একদম চুরমার হয়ে যায়। তারপর সিপাহিজলা স্কুলও ধ্বসে পড়ে যায়, টাকারজলায়ও স্কুলঘরটি নষ্ট হয়ে যায়। শুধু সেখানেই নয়, চড়িলামেও যখন আমরা রাস্তা দিয়ে যাই তখন দেখতে পাই যে চড়িলাম স্কুলঘরটিও বিধ্বস্ত হয়েছে। শুধু স্কুলঘরই নয়, সেখানকার ডিস্পেন্সারী ঘরটিও দেখলে মনে হয় যেন উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে—বেড়া ছাড়া ঘরের আর কিছুই নাই। যেদিন সাইক্লোন হয় সেদিন আমি চড়িলাম ছিলাম। সেই সাইকোনে ডাক্তারবাবুর কোয়াটারটি কোন প্রকারে রক্ষা পেয়েছে। অনেক কষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে কোন প্রকারে চালটাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু ডিস্পেন্সারী ঘরটিকে রক্ষা করা যায়নি। সেখানে ঔষধপত্র এবং অফিসিয়েল কাগজপত্র ছিল। সে ঘরের তর্জ্জার বেড়া ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং সব কাগজপত্র ও ঔষধপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই ডিস্পেন্সারী ঘরটিকে রি-কনস্ট্রাকশন করার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। তদুপরি চড়িলাম স্কুলে যে ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে, সেই বোর্ডিংটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে, অনেক কষ্টে ট্রাইবেল ছাত্ররা প্রায় ১৬।১৭ জন কোন প্রকারে রক্ষা পেয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত এতবড় একটা বন্ধের মধ্যেও বোর্ডিংটা রি-কনস্ট্রাকসন করা হয়নি। এখন স্কুল খুলেছে ট্রাইবেল ছাত্রদের বোর্ডিংয়ে থাকারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই বোর্ডিং না

থাকার ফলে আজ যারা দূরের ছাত্র তাদের অশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। তাদের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই সেদিকে দৃষ্টি রেখে আজকে এসব অবস্থা দেখার পরেও কেন যে সরকার ঘরগুলো পুনরায় তৈরী করছেন না, তা আমি বুঝতে পারি না। স্কুল খুললেই বোর্ডিংয়ের ছাত্ররা বোর্ডিংয়ে ফিরে আসবে এবং ছাত্ররা স্কুলে আসবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে অবস্থা, তা আর কতদিন চলবে?—বৈশাখ মাস শেষ হয়ে জৈষ্ঠ মাসের বন্ধও শেষ হয়েছে। আষাঢ় মাস চলেছে, আজ আষাঢ়ের ৬।৭ তারিখ, অথচ কোনরকম কাজ এখন পর্য্যন্ত হচ্ছে না—এই হল অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার যে সমস্ত কনট্রাকশন করেন, যেমন ছড়িলামে যে ডিসপেন্সারী আছে, ডাক্তারবাবুর যে কোয়াটার বা আদার ষ্টাফের যে কোয়াটারগুলো আছে—অনেকদিন আগে সম্ভবতঃ টি, টি, সি'র আমলে সেগুলো করান হয়েছিল বা তারও আগে রিলিফের আমলে। কিন্তু এসব ঘর করার পরে আর সেগুলো রিপেয়ার করা হয় না। ডাক্তারবাবু নিজেই আমাকে বলেছেন বার বার বছরের পর বছর রিমাইণ্ডার দেওয়ার পরেও এই ঘরগুলি রিপেয়ার করা হয় নি। ঐ সমস্ত ঘরে যেসব খুঁটি দেওয়া হয়েছে হয়ত বা এমনভাবে কনট্রাক্টার সেই কাজ করেছে বা যে সমস্ত দরজা জানালা করা হয়েছে অনেক সময় সেই ঘরগুলো মনে হয় যেন ঝড়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—একটু ঝড় হলেই পড়ে যাবে। কাজেই এইসব কন্‌স্ট্রাকশন সবই টেম্পোরারী, পারম্যানেন্ট নয়। যদিও সরকার হয়ত বলবেন যে সেমী পারম্যানেন্ট আমরা করেছি। কিন্তু কার্য্যতঃ এগুলো টেম্পোরারী। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে ফ্রম টাইম টু টাইম যে সমস্ত কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে, যদি সেগুলো repair করার ব্যবস্থা না হয় তাহলে আজকাল যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী বা other staff বা স্কুলের ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা বাস্তবিক বিপর্য্যয়ের মুখে বলতে হবে। কারণ ঐদিন যে সাইক্লোনটা হয়েছিল, অতি কষ্টে সেইদিন বোর্ডিংয়ের ছাত্ররা রক্ষা পেয়েছে। আর ডাক্তারবাবুর ও কম্পাউণ্ডারবাবুর ঘরগুলোও প্রায় যাওয়ারই মত। অনেক কষ্ট করে ওগুলোকে রক্ষা করেছেন তারা। যদি ভেঙ্গে পড়ত তাহলে শিশু সন্তান সহ ঐ দুই ভদ্রলোক মারা পড়তেন। অনেক সময় মফঃস্বল স্কুলগুলোর মধ্যে, স্কুলই হউক আর ডিস্‌পেন্সারীই হউক বা যে সমস্ত সরকারী কন্‌স্ট্রাকশন হয় সেগুলো একবার করার পর আর তাদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় না। যারা থাকবেন তারা reminder বার বার দেওয়ার পরও সে ঘরগুলো repair করা হচ্ছে না। এইভাবে মানুষের জীবনকে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রাখা হয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব যাতে অতি সত্বর এই গুলি Construct করা হয় এবং স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা যাতে যথারীতি ভাবে করা হয় এবং যেসমস্ত dispensary ও স্কুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে যার উদাহরন বহু দেওয়া যায় সেগুলি মেরামত যাতে করা হয়। আমি শুনেছি যে সে সমস্ত স্কুলের construction এর sanction হয়ে গিয়েছে এবং tender ও accept করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও কিছুই হচ্ছে না। কেন যে কাজ করা হচ্ছে না এবং কেন যে এইভাবে বিলম্ব করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। যাতে তাড়াতাড়ি এই সমস্ত construction এর কাজ করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলেই আমি এই প্রস্তাবটি House এর সামনে রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কয়েকটি এলাকার ঘটনার সম্পর্কে আমি এখানে

উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু আমি জানি ঈশানচন্দ্রনগর তহশীল, কমলাসাগর তহশীল, বিশালগড় তহশীল এবং চড়িলাম, সোনামুড়া বিভাগের উত্তরাংশে এইভাবে বহু স্কুল ঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত স্কুল ঘর reconstruction এর কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছেনা। যার জন্য আজকে সামগ্রিক ভাবে এলাকার ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যহত হচ্ছে। এই সম্পর্কে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি প্রয়োজন বলে মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ১নং প্রস্তাব সম্পর্কে আমি এই পর্য্যন্ত বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Any one of this side ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই জন্য যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি শুনতে পেয়েছেন এবং জানতে পেরেছেন যে অনেক বিদ্যালয়ের জন্য tender পর্য্যন্ত করা হয়ে গিয়েছে তবু কাজ কেন আরম্ভ হচ্ছে না। তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন। কাজেই যে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঝড়ের পরে সময়টা খুব বেশী নয় এবং একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ঝড়ে অনেক বিদ্যালয় ও দুই একটা অফিস ঘর ও ভেঙ্গেছে। কাজেই এই বিরাট কাজের জন্য সঙ্গে—সঙ্গেই Engineering Depttকে নির্দ্দেশ দেওয়া এবং তারাও তাদের প্রযোজন অনুযায়ী বিদ্যালয় ও dispensary গুলিকে দেখতে আরম্ভ করেন। যেহেতু এটা বিভিন্ন ধরণের কাজ—কাজেই তারজন্য বিভিন্ন ধরণের estimate এর প্রয়োজন রয়েছে। স্কুল ঘরের যতখানি ভেঙ্গেছে তাকে সেই অংশটুকুই repair করতে হবে। কাজেই কাজের পূর্ব্বাহ্নেই একজন লোক দিয়ে তার estimate করা প্রয়োজন। Estimate এ যদি কোন ভুল ত্রুটি থাকে তবে যে Asstt. Engineer আছেন তাকে সেই জায়গায় গিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাতেও যদি কিছু না হয় তবে Executive Engineerকে সেখানে গিয়ে দেখতে হয়। কাজেই স্বভাবতই সেই সমস্ত কাজের জন্যেই এবং কাজকে ভাল করার জন্যে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেরী হয়ে যায়। তিনি নিজেও বলেছেন যে tender ইত্যাদি হচ্ছে। Department গুলি রয়েছে normal. যে কাজ আছে সেগুলি করার জন্য এবং একসঙ্গে অনেকগুলি কাজের চাপ পড়াতে সবগুলি একসঙ্গে করা সম্ভব নয়। কতকগুলি কাজকে তারা হাতে নেয়, ঘুরে এসে estimate তারা submit করে এবং সেই estimate আরেকদিকে চলতে আরম্ভ করে sanction এর জন্য এইভাবে সরকারী কাজ চলে। সেইদিক দিয়ে যে সমস্ত বিদ্যালয় ভেঙ্গেছে এবং যে সমস্ত information তাদের কাছে পৌছেচে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে না পৌছলেও ঘুরে ঘুরে Engineering staffরা তা দেখছেন এবং তার মধ্যে যে সমস্ত বিদ্যালয় P.W.D.এর বইয়েতে আছে সেইগুলির কাজ করা হচ্ছে এবং যেগুলি এর মধ্যে ধরা হয় নি বা tender হয়নি, তাদের estimate ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক যা আছে সেগুলি complete হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্ভব সেইভাবে কাজ করা হবে। কাজেই এর উপর নুতন প্রস্তাব নেওযার প্রয়োজনীয়তা নাই। মাননীয় সদস্য যেহেতু নিজেও বলেছেন এবং আমিও ঘুরে ঘুরে দেখেছি যে কোন কোন জায়গায়, সদর অঞ্চলে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। কেন estimate নেওয়ার পর

কিছুটা দেরী হয়, হয়ত এমনও হতে পারে যে lowest tenderer হিসাবে একজন contractor কিছু বেশী কাজ পেয়ে থাকবেন। এবং একজন contractor এর পক্ষে হয়ত একসঙ্গে সবগুলি কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি হয়ত একটা কাজ শেষ করে অন্য একটা কাজ করছেন, এই কারণে হয়ত কিছুটা দেরী হতে পারে। কাজেই এই সমস্ত বাস্তব অবস্থা দেখলে দেখা যাবে যে খুব ইচ্ছে করেই দেরী করা হচ্ছে এবং সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে যতখানি সজাগ থাকা উচিত তারা ততটুকু সজাগ আছেন এবং estimate ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে গেছে এবং যে কয়টা হয়নি সেগুলি করা হবে। কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে প্রস্তাব এসেছে তার কোন যৌক্তিকতা। সেই কারণেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছি আমি জানি Ruling party সেই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করবেন, যেহেতু উনারা দলে ভারী, সংখ্যায় আরো বেশী, সেইহেতু যুক্তিসঙ্গত, এবং constructive প্রস্তাব যদি এনেও থাকি, তাহলেও উনারা তা আজকে অগ্রাহ্য করবেনই এ হচ্ছে কথা। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই, যদি টাকা Sanction হয়ে থাকে, আজকে যদি বাস্তবের দিক দিয়ে ছাত্রদের তাদের স্কুল খোলার সাথে সাথে পড়াশুনার প্রয়োজন সেটা যদি আজকে Ruling party উপলব্ধি করে থাকেন, তাহলে যে কোন প্রকারেই হোক সরকারীভাবে যে সমস্ত কাজ কর্মের দেরী হওয়া বা সেইগুলো সম্পাদনে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা হতে পারে সেই সমস্ত দূরীকরণের জন্য সেই সমস্ত construction এর কাজ দরকার অন্ততঃ সেইগুলো হওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছেন যে সরকারী কাজ এভাবে অগ্রসর হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা চিরদিন দেখে আসছি সরকারী কাজ এভাবেই চলে থাকে, অর্থাৎ এক Deptt. থেকে আরেক Deptt. এ, এখান থেকে আরেক খানে, কারণ কর্তা ব্যক্তির কোন অভাব নেই, তারা scheme এর উপর ভিত্তি করে scrutiny করবেন। তারপর আরেকজনের কাছে proper sanction এর জন্য পাঠাতে হবে, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আজকে যদি সমস্ত সরকারী proper channel এর ভিতর দিয়ে আসতে হয় তাহলে পরে, আজকে ছাত্রদের পড়াশুনার যে ক্ষতি হচ্ছে তার আমরা কোন প্রতিকার করতে পারছিনা, প্রতিবাদ ছাড়া। সুতরাং আজ আমি একথা বলতে বাধ্য হব যে সরকারী proper channel এর দোহাই দিয়ে যদি এভাবে দেরী করা হয় construction গুলোকে তাতে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের লেখাপড়া যে ব্যহত হচ্ছে, তা অন্তত স্বীকার করেন যাতে তাড়াতাড়ি এ constrction গুলো করা যায়। সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কিন্তু আজকে Ruling party র যে দৃষ্টিভঙ্গি সরকারী কাজ যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে সরকার তার নিজস্ব পদ্ধতিতে চলবে, কারো দরকার আছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। সরকার তার Deptt. এর একটা formality আছে তার formality র মধ্যেই থাকতে হবে। অতএব দেরী হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কথায় reply টা যদি ভালভাবে বলতে হয়, তাহলে এ কথাটা বলতে হয়, অর্থাৎ সরকারের যা করতে হয়, তাহা proper channel এ

করা, যখন সুবিধা হয় তখন সেইভাবে করা হবে। তাহলে একথা বলতে হয় যে সরকারী যতগুলি স্কুল এবং ডিসপেনসারী ভেঙ্গে গেছে সেইগুলো construction করতে কোন ঘরের জন্য কতটাকা লাগবে তার একটি estimate এখন পর্যন্ত হলো না। এটি হলো সরকারী অপদার্থতারই পরিচয়। আজকে এত জরুরী অবস্থা জানা সত্তেও রাস্তার ধারে যে সমস্ত ঘর বাড়ী স্কুল ও Dispensary সেগুলো পর্য্যন্ত estimate এর জন্য পড়ে আছে, এগুলো যদি এমন এলাকায় হতো সেখানে বড় বড় বাবুরা সচরাচর যায় না, সুতরাং পড়ে না সেগুলো neglected area তে কিন্তু সাধারণ রাস্তার পারে ঘরগুলো এমন ভাবে পড়ে আছে তার construction এর জন্য নজর দেওয়া হয় না। সুতরাং এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে আমি বলব এগুলো সরকারী অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। Ruling partyতে যে সব Minister এ সব দায়িত্বে আছেন সেই দায়িত্ব সমূহ পালনে তারা চেষ্টা চরিত্র করছেন না। যদি চেষ্টা করতেন তা হলে এ ঘরগুলোর আরো তাড়াতাড়ি অর্থাৎ স্কুল খোলার আগেই construction হয়ে যেত অথবা কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। কিন্তু কাজ আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণও নেই। আমাদের office staff সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে যে, office staff কম, কাজ কর্মের ভীড় খুব বেশী আরো লোকের দরকার এ কথা বলেই তিনি যুক্তি এড়াতে চান অর্থাৎ তাদের যদি এই বক্তব্য হয় তাহলে আমি বলতে বাধ্য হবো যে ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য তার তুলনায় এখানে Engineering staff কম এ কথা আমি স্বীকার করতে রাজী নয়। Specially এটার জন্য যে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য একজন বা দুই জন Engineer depute করা দরকার ছিল যাতে কাজগুলো তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু সে ভাবে করা হচ্ছে না, আজকে স্কুল ঘরগুলো ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছেই, কবে যে repair হবে তার কোন স্থিরতা নেই তার ফলে অসংখ্য ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাঘাত হচ্ছে, কিন্তু এই ঘরগুলো কখন যে করা হবে সে বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি পর্যান্ত নেই, শুধ formalityর দোহাই দিয়ে তিনি পার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, formality র মাধ্যমে channel এর মাধ্যমে সরকারী কাজগুলো যে ভাবে হয় এবং হচ্ছে, এই যদি আজকে বুঝানো হয় তাহা হলে এইটি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই থাকছে যে স্কুল ঘর এবং dispensary গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে সে গুলো কখন যে re-construction করা হবে তার কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব যে ইহা সরকারী অপদার্থতা এবং মন্ত্রীদের অবহেলা, এছাড়া আর কিছুই নয়। না হলে ঝড় যদিও বেশী হয়ে থাকে মিনিষ্টার নিজেরাতো করবেনই না, ইঞ্জিনীয়ার বাবুরা ও মেরামত করবেন না। করবে কনট্রাকটার। যদি একটা কনট্রাকটারকে খাতির করে সমস্ত কাজ দেওয়া হয় তাহলে সুষ্ঠ ভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। তাকে দেওয়া হয় কারণ সে খাতিরের লোক, মন্ত্রীর একান্ত ভক্ত তাহাকে টাকা পয়সা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কাজ করানো হয় তাহলে এই বৎসরে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে না। একজন কনট্রাকটার এর পক্ষে এত গুলো construction work এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। যদি আন্তরিকতা থাকত তা হলে by negotiation ওনারা অন্যান্য কনট্রাকটারদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। কাজেই আমি

বলতে বাধ্য যে মন্ত্রী মহোদয ও ডিপার্টমেন্ট এর লোকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব আছে। আমরা অনেক সময় দেখেছি রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন ধরনের P. W. D. work গুলি by negotiation তাদেরে দেওয়া হয়। ওনারাই বলেছেন যে একজন কনট্রাকটারের পক্ষে এই সমস্ত কাজ এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি টেণ্ডার এর মাধ্যমে কাজ ভাগ করে দেওয়া হত তাহলে কাজ আরও তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হত। কাজেই আমি বলতে আজকে বাধ্য যে constructionর মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়রা চেষ্টা করছেন যে এই ঝড়ের সুযোগে কংগ্রেসের সাঙ্গ পাঙ্গদের কিছু পাইয়ে দিতে হবে। কারণ election শেষ হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ করে বহুলোক বেকার হয়ে গেছে। কাজেই তাদের পকেটে যাতে কিছু টাকা পয়সা পড়ে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। Cyclone হয়ে গেছে তখন তাদের পোয়া বারো। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কাজ করানো হয় যে তাদের বন্ধু বান্ধবদেব কিছু পাইয়ে দিতে হবে, ঐ সমস্ত কাজ কেবল পার্টি'র লোকদের দিতে হবে আর কাউকে দেওয়া হবে না। তাহলে এবৎসরে যে হাজার হাজার ছাত্র দের কি অবস্থা হবে তা অবর্ণনীয়। আমার মনে হয় মন্ত্রী মহোদযেব ঐদিক দিয়ে কোন চিন্তাধারা নেই, কেবল একটা চিন্তা নিয়েই আছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকার ফলেই আজকে কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে না। মুখে ওনারা অনেক কথাই বলেন যেমন দেশের উন্নতি, অগ্রগতি, শিক্ষা ইত্যাদি; কিন্তু কার্যাত শিক্ষাব দিক দিয়ে যে কতটুকু দরদ তাদের আছে তা এই কাজের মাধ্যমেই আজকে বুঝা যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্বন্ধে আমি আব বেশী বলতে চাই না। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে গত cyclone এ যতগুলি school ঘর, dispensary ঘর নষ্ট হয়ে গেছে এই সবগুলি অতি তাড়াতাড়ি re-construction হওয়া দরকার। নতুবা স্কুলের শত শত ছাত্রদেব পড়াশুনাব ভীষণ ব্যাঘাত হচ্ছে। তাছাড়া বোর্ডিং যেখানে আছে সেখানেত ঘবই নাই, ছাত্রদেব থাকাব কোন ব্যবস্থাই নাই। চড়িলাম বোর্ডিংএ থেকে যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়া করত বোর্ডিং ঘব না থাকায় দূব গ্রাম থেকে এসে লেখাপড়া করা ওদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। কাজেই এ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি এ কথা বলতে চাই যে যাতে অতি সত্বর reconstruction এর কাজ করানো হয়। যাতে ছাত্রগণ লেখাপড়া করার সুযোগ সুবিধা পায়। এই জন্য আমি আমাব এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখছি আশা করি হাউস তা সমর্থন করবে। এই বলে প্রস্তাবের পক্ষে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Tarit Mohan Das Gupta (Minister) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এসম্বন্ধে আমি clarification করতে চাই। তিনি specifically কোন স্কুলের কথা বলেননি। এপর্য্যন্ত কতগুলি কাজ Progress হয়েছে কতগুলি complete হয়েছে তার বিবরণ আমি দিচ্ছি। সোনামুড়ায় কি হয়েছে তার list আমার কাছে আসেনি। ওনার কথায় মনে হলো department কোন কিছু করেনি বা আমি কিছু বলিনি—আমি সেকথা বলেছি যে কোথায় কোথায় progress হচ্ছে, কোথায় কোথায় complete হচ্ছে। কাজেই উনি যখন শুনতে চাচ্ছেন তখন আমি list টা পড়ে শুনাচ্ছি।

Mr. Speaker :—তিনি চড়িলাম অঞ্চলের কথাই বলতে চান।

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—সেই জন্যই আমি আর অন্যগুলোর কথা বলিনি কিন্তু এর মধ্যে কতগুলো complete হয়েছে যা list আছে তা পড়ে শুনাচ্ছি। Bisramganj Higher Secondary School যেটা আছে repair is dropped, চড়িলাম এ যেটা হয়েছে সেটাকে reconstruction করতে হবে। কাজেই একটু সময় লাগছে অন্যান্যগুলির তুলনায়, Nabagram Higher Secondary School—repair is completed, Sukhamoy Higher Secondary School—repair is completed, Lakshmanram Primary School সেখানে nearing completion, তারপরে আর একটা হচ্ছে Paschim Bhubanban School—completed, Gandhigram Senior Basic School—repair is completed, Mohanpur Senior Basic School-repair is nearing completion, Charipara Senior Basic School—repair is completed, Kathaltali Senior Basic School—repair is completed, Amtali Senior Basic School—repair is nearing completion Sekerkot Junior High School—repair in progress, Jogendra Nagar Senior Basic School—repair completed, Taltala Higher Secondary School—repair in progress Bamutia Higher Secondary School—repair in progress, Champamura Dispensary—repair complete, Amtali Dispensary—repair complete, Jogendranagar Dispensary—repair complete, Old Agartala Dispensary—repair complete, Durjaynagar Dispensary—repair complete, Mantala Dispensary—repair nearing completion, Mohanpur Primary Health Centre—repair in Progress, Ishanpur Dispensary—repair in progress, Purbalaxmibil Dispensary—will be repaired within short time Nehalchandranagar Dispensary—Tender has been called for কাজেই কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা একটুখানি দেখালাম।

Mr. Speaker :—Discussion is over. I am now putting the resolution moved by Shri Aghore Deb Barma to vote. The question before the House is that due to heavy devastation in the last cyclone, This Assembly directs the Govt. to expedite the construction of all the effected schools and dispensaries''.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

voices—'Noes'

I think, 'Noes have it ; Noes have it, Noes have it.

The resolution is lost.

There is another resolution by Shri Aghore Deb Barma, I would now call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that "as the price of rice is Rs. 100/-per md. at certain places, this House directs the Govt. to open Ration Shops at all village areas"

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার resolution হচ্ছে as the price of rice is Rs. 100/- per md. at certain places, this House directs the Govt. to open Ration Shop at all village areas."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার খাদ্য সংকটের কথা সবাই জানেন, এমন কি কোন কোন মহকুমায় ১১৫ টাকা পর্য্যন্ত চালের দর মন প্রতি উঠছে, শুধু যে দর উঠছে তা নয়, কোন কোন বাজারে চাউল পাওয়া যায় না, এমন ঘটনাও হয়েছে, যেমন অমরপুর বিভাগের সহরে চালের crisis দেখা দিয়েছে, কর্মচারীরা চাল জোগাড় করতে পারছে না, এমন কি পয়সা দিয়েও চাউল পাওয়া যায় না, এমন অবস্থা চলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অনশনে মৃত্যুর ঘটনার খবর ও আমরা জানতে পারছি। যেমন যদু কুমার ত্রিপুরা বয়স ৪২, সাউথ ধুমাছড়া, মারা গেছে গত ২৯।৫।৬৭ ইংরেজীতে, আর একজন হলো সনৎ সিং ত্রিপুরা, মাকরুম্ তৈয়ং রায়, রোয়াজা পাড়া, সাব্রুম মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মারা যায়, তারপর একজন হলো, চন্দ্র দেবনাথ on 7th April 1967। এইভাবে একটা দুইটা করে বহু লোক মারা গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অনশনের জন্য এক পরিবারের ১০ জনের মধ্যে ৬ জন মারা গেছে এই খবর দৈনিক গণরাজ থেকে বলছি। এইভাবে বহুলোক অনশনে মৃত্যু বরণ করছে। অথচ এখন পর্যান্ত গ্রামাঞ্চলে কোন রেশন সপ খোলা হচ্ছে না। যদি ও কোন কোন এলাকায় খোলা হয়েছে—যেমন সেদিন গোলাঘাটি অঞ্চলের গ্রাম প্রধান আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আমি তাকে নিয়ে চীফ্ মিনিষ্টারের কাছে গিয়েছিলাম। সে চেয়েছিল যে রেশন সপের মাধ্যমে ঐখানে চাউল বিলি করা হউক। ত্রিপুরার প্রায় সবত্রই ৮০ থেকে ১১৫ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের দাম উঠেছে। সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। তারপর বলা হল যে রেশন সপ্ তো আমরা খুলেছি। কিন্তু ঐগুলিতে কি কি দেওয়া হচ্ছে? চাউল আটা দেওয়া হচ্ছে না, কেবল চিনি দেওয়া হচ্ছে। চিনি খেয়ে কি মানুষ আজকে বাঁচতে পারে? ধরে নিলাম আজকে চিনিরও দরকার। অন্যান্য বছরের তুলনায় আজকে যে ভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, সরকারী নীতিটা যে এই বিষয়ে কি তাও আমরা জানি না। জনসাধারণ তো দূরের কথা, আমরা যারা জনসাধারণের পক্ষে দেশের কাজকর্ম্ম করি, আমরাও তা জানি না। কাজেই আজকে আমাদের একটা অনিশ্চিয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। আর একটা জিনিষ দেখছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কয়েক দিন পরে বারবার দিল্লীতে যান, হয়তো তিনি সেখানে চেষ্টা করে থাকবেন যাতে করে চাউল বাহির থেকে আনা যায়। ধুতী পড়ে এক কুলিয়ে তিনি দিল্লীতে গিয়েছিলেন আর সে সাথে ভেবেছিলেন যে সারা ভারতে যখন কংগ্রেসের হাবু-ডুবু অবস্থায় তখন ত্রিপুরায় ২৭টি আসন কংগ্রেসের দখলে এসেছে এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছেন; কাজেই উনি বললেই হয়তো কেন্দ্রীয় রিজার্ভ থেকে চাউল দিয়ে দেবে এই ছিল ওনার ধারনা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাউল দেওয়া হল না। আর দিল্লী থেকে ফিরে এসে শুধু আশ্বাস আর অভয় বাণী শুনাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নটা হল মন্ত্রীরা যদি এই রকম আশ্বাস ও অভয় বাণী দেন, তাতে তো ত্রিপুরার মানুষের পেট ভরবে না, অনশন জনিত মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হবেনা। কার্য্যতঃ ওনারা এই বিষয়ে যে কি করবেন, বা করছেন এই সম্বন্ধে জনতা আজকে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আছে। এই অবস্থায় ত্রিপুরার সর্ব্বত্র মানুষ আজকে নিজেকে অসহায় মনে করছে। কোন কোন ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারী যারা গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বল সহরে আছেন তারা কর্তৃপক্ষের কাছে

এই বিষয়ে লিখেছেন যে ঐ সমস্ত এলাকায় টাকা দিয়েও চাউল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া অমরপুর থেকে এই সম্পর্কে একটা representation দেওয়া হয়েছে। আমার মূল প্রশ্ন হল এই অবস্থা দিনের পর দিন চলতে দেওয়া যায় না। এটা যদি সাময়িক হত, কোন রকমে কয়েকটা মাস চলে গেলেই যদি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তাহলেও বা কথা ছিল ভাতো নেই। কারণ ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় সময়ে বন্যাও খরা লেগেই আছে। যেমন অনেকে আশা করেছিল যে আউস ফসল বেরিয়ে গেলে হয়তো চাউলের দর বা অভাব কিছুটা কমবে। কিন্তু তা হবার কোন লক্ষণ নেই। কারণ কৃষকেরা কষ্ট স্বীকার করে যে ফসল করেছিল তা প্রচণ্ড খরায় শুকিয়ে গেছে! অতএব আউস ফসল যে ভাল হবে তার লক্ষণ নাই। কাজেই এ অবস্থায় ধান বা চাউলের দাম, কমবার কোন লক্ষণ নেই। অতএব এই বিষয়ে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যখন deputation দেওয়া হয়, তখন বলা হয় যে যার ১ কাণি জমি আছে, তাকে চাউল দেওয়া হবে না. শুধু গোয়ার্তুমি। কিন্তু আজকে যাদের ৫ কাণি জমি আছে সেই জমির উপর তাদের ভরণ পোষণ থেকে বিবাহাদি শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়। কাজেই এই দুর্মূল্যের দিনে এই ৫ কাণি জমি দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের মত বাঁচতে হলে তার আনুসঙ্গিক অনেক কিছুরই প্রয়োজন, ফলে ঐ ৫ কাণি জমি থেকে তার খোরাকী হয় না। রেশনে 'A''B''C' ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। কোন কোন এলাকায় এমন ঘটনা ও আছে, যেমন পিলা এলাকায় চাউলের দর ৮০।১০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে। সেখানে রেশন কার্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হল না। রেশন সপ খোলা তো দূরের কথা অর্থাৎ anyway এটাকে avoid করা হচ্ছে। এই অবস্থার ফলে ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করছে; এবং খুব কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যে আমাদের চলছে এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যদি অনশন ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হয়, চাউলের দর যদি কমাতে হয় তাহলে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে ration shop খোলা দরকার। কিন্তু আজকে রুলিং পার্টির এদিকে কোন নজর নেই। শুধু একটা ধমক বা হয়তো কোন রকম ভাবে avoid করা। আর তারও যদি সুযোগ না থাকে তবে শুধু মাত্র আশ্বাস ও অভয় বাণী দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো। আজকে একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে কংগ্রেস এখানে ভোটের মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তারা দায়ীত্বশীল সরকার গঠন করেছেন। কাজেই আজকে জনতাকে খাওয়াবার দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করছেন? যেভাবে পালন করছেন তাতে মনে হয় যে কোন সময়ে যে কোন মুহূর্তে সেটা out-burst হয়ে যেতে পারে। কারণ মানুষ না খেয়ে থাকতে থাকতে, দিনের পর দিন তাদের অবস্থা উগ্রচণ্ডী হয়ে উঠেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অবস্থায় West Bengal Security Act এর পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে খাদ্য আন্দোলন হচ্ছে, ঘেরাও হচ্ছে সেগুলিকে সামগ্রিক ভাবে দমন করতে হবে। আজকে যদি মন্ত্রী মহোদয়রা মনে করে থাকেন যে West Bengal Security Act দিয়া খাদ্য সংকটকে দমন করা যাবে বা সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হবে। বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, দিনের পর দিন চাউলের দাম বাড়তে থাকবে, মানুষ না খেতে পেয়ে মরতে

থাকবে, এই অবস্থায় আইন সঙ্গত ভাবে কোন আন্দোলন বা দাবা দাওয়া করতে পারবে না, যারা মিছিল করতে চাইবে বা মানুষের এই অবস্থাকে গনতান্ত্রিক পথে সংবিধান সম্মতভাবে রূপ দেওয়া জন্য যারা চেষ্টা করবে, আজকে তাদের শায়েস্তা করতে হবে। অতএব এই রাজ্যে West Bengal Security Act চালু করা দরকার। এই যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে আজকে ত্রিপুরায় যে কি অবস্থা দাঁড়াবে সেটা আমি চিন্তা করতে পারি না। আমরা জানি ত্রিপুরা একটা খাদ্যে ঘাটতি এলাকা। তদুপরি যে ভাবে দিন দিন এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বভাবতঃই ঘাটতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এটাকে সমাধান করার জন্য যদি আজকে West Bengal Security Act কেই ওরা একমাত্র পথ বলে মনে করে থাকেন তবে আমি বলব যে এটা একটা সাংঘাতিক ভুল করা হবে এবং একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরাকে ঠেলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা জানি যে আমাদের খাদ্য ঘাটতি। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে মোট উৎপাদন কত, লোক সংখ্যা অনুপাতে আমাদের কতটা প্রয়োজন, কতই বা আমাদের ঘাটতি এবং কতটা আমাদের বাহির থেকে আনতে হবে। এই সব বিষয়ে চীফ মিনিষ্টার এক এক সময়ে এক এক রকম বিবৃতি দেন। কখন ও বলেন যে আমাদের ঘাটতি ৫২ হাজার টন, আবার কখনও বলেন ৫০ হাজার টন, আবার কখনও ২৭ হাজার টন। তাতে মনে হয় যে ওনার statement গুলির একটার সাথে আর একটার কোন মিল নেই। আর আমাদের এখানে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ কত, আমাদের প্রয়োজন কত বা ঘাটতি কত তাও আমাদের জানার কোন উপায় নেই। খাদ্য সমস্যাটা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সমস্ত ভারতবর্ষেই চলছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমস্যার দৃষ্টি কোণে এটাকে দেখতে হবে। অতএব আইন সঙ্গতভাবে, সংঘটিতভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে যদি আন্দোলন বা ঘেরাও করা হয় তাতে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে রুলিং পার্টির বা সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা বিকল করে দেওয়া হবে। আমাদের আন্দোলন করার দরকার আছে। কারণ আমরা জানি যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ বারবার দিল্লী যাওয়ার পরে ও সেখান থেকে তিনি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য আনতে পারছেন না। অবশ্য রুলিং পার্টি যদি মনে করেন যে আমরা নিজের পার্টির স্বার্থের জন্যই সংঘটিত হই তাহলে ভীষণ ভুল করা হবে। এটা জাতীয় সমস্যা এখানে কংগ্রেসী বা কমিউনিষ্টের কোন কথা নয়। কাজেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য আইন সঙ্গত ভাবে সংবিধানিক ভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের সংঘটিত ভাবে আন্দোলন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের একথা জানাতে হবে যে আমাদের এটা ঘাটতি এলাকা, খাদ্য পাঠাও নতুবা আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই। কেন না এখানে দিনের পর দিন মানুষ না খেয়ে মরতে চলছে। আমাদের ঘাটতি যতই হউক আমাদের উৎপাদনের পরিমান যতই হউক· কৃত্রিম উপায়ে এই অভাবটা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন আমি একথা বলতে চাইছি কারণ, কিছু দিন আগে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে Communist Party নাকি বনাঞ্চলে ট্রাইবেলদের মধ্যে circular দিয়ে বাজারে ধান চাউল উঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। একথার উত্তরে আমি challenge জানিয়ে বলেছিলাম যে আপনি বলুন আর নাই বলুন, আপনি

অন্ততঃ লোক দিন, আমি দেখিয়ে দেব যে কোথায় কোথায় ধান চাউল আছে। আমি ঐদিন এমন একটা List নিয়ে এসেছিলাম, যাতে ত্রিপুরাতে যাদের ১ কানি জমিও নেই এবং কৃষকও নয় তাদের ঘরে হাজার হাজার মণ ধান চাউল মজুত ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে সেই লিষ্ট নেই। তারা ৮০।১০০টাকা বাজারে যখন দর উঠেছিল তখন সব বিক্রী করে সাফ করে দিয়েছে। তখন যদি খাদ্য সংগ্রহ করার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতো তাহলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত। বর্ত্তমানে প্রায় সব জায়গাতে চাউলের দাম উর্দ্ধহারে চলছে বিশেষ করে অমরপুর মহকুমায়। তখন যদি সরকার সংগ্রহ করতেন তাহলে এখন এই দুর্দিনে সরকারী গুদাম থেকে জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হত। চাউলের দর নিশ্চয় কমত। তা তারা করলেন না। জনতার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য "যত দোষ নন্দ ঘোষ" নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য যত চেষ্টা। জনসাধারণ খারাপ, কমিউনিষ্ট খারাপ, তারা circular দিয়েছে, ধান চাউল আটক করেছে এই সমস্ত আষাঢ়ে গল্প ছেড়েই নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আজ শুধু অমরপুরে নয় ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই দাম বেশী দিলে চাউল পাওয়া যায়। এই সকল চাউল কোত্থেকে আসে। তারদ্বারাই বুঝা যায় যে নিশ্চয়ই এই চাউল কোথায়ও মজুত আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের খাদ্য সমস্যা আজ একটা জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। কাজেই সেইদিকে চিন্তা না করে এটাকে আজ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার হচ্ছে। অতএব আজ যারা মজুতদার তারা নিজেদের ইচ্ছামত মুনাফা লুঠছে। আমি জানি পাঁচ টাকা দরে দাদন দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান চাউল তারা মজুত করেছে। যদি সরকার থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট রেইট করে এই ধান চাউলগুলো খরিদ করা হত, তাহলে আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তা করা হয় নাই। কারণ যে লোকগুলা ধান চাল মজুত করে অতি মুনাফা করে, তারা হলো Ruling partyর মন্ত্রীদের খুব খাতিরের লোক। কাজেই এইগুলি তারা করবেন না। কারণ গত নির্ব্বাচনে তাদের দ্বারাই উনারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তার বিনিময়ে এই রাজ্যের মজুতদারদের মুনাফা লুঠবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকার থেকে খাদ্য সংগ্রহের কোন চেষ্টা হলো না। কাজেই আজ তারা ইচ্ছামত মুনাফা লুঠছে। আজ তাদের নাম সরকারের নিকট বললেই সরকার অসহায় ভাব দেখান। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে অচিরেই ত্রিপুরা সামগ্রিকভাবে রসাতলে যাবে। ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি সরকার তরফ থেকে collectionএর ব্যবস্থা করা হতো তবে আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। কাজেই আমার মনে হয় যারা Electionএ কাজ করেছে, সরকার বোধ হয় তাদের তখন কোন চুক্তিপত্র দিয়াছিলেন নতুবা সরকার Collection করলেন না কেন? আজ আমি একথা বলতে বাধ্য। যদিও ত্রিপুরা খাদ্যে ঘাটতি অঞ্চল, কিন্তু ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় সরকার যদি ঠিক মত এগুলা collection করতেন, তাহলে আজ ধান চালের দর এত বাড়ত না বা এত অভাবও হতো না। কাজেই অতিমাত্রায় যে অভাব তা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মজুতদাররা এই সুযোগ নিয়ে আরও বেশীমাত্রায় এই অভাব সৃষ্টি করেছে এবং মুনাফা লুটছে। তারজন্য Ruling Partyর Ministerরা দায়ী।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি আমাদের এই রাজ্যের যারা Ruling Party বা Minister, আজকে তাঁদের অত্যন্ত অসহায় অসহায় ভাব। কারণ খাদ্য সংকট তাঁরা নিজেরাও দেখছেন। সব জায়গা থেকে দাবী একটার পর একটা আসছে ও জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এই সব দেখে তাঁদের আজ অসহায় ভাব। বর্ত্তমানে যে অভাব আছে সেটা সামনে আরো ঘোরতর আকারে দেখা দিবে। যখন বলা হয় যে সমাধানের পথ কি তখন বলা হয় যে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াও। কিন্তু কার্যাতঃ আমরা কি দেখি, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে Minor Irrigation দ্বারা জল তুলে দেওয়ার কথা, বাঁধ দেওয়ার কথা কিন্তু সেদিকে তাকালেও একই অবস্থা। এ কথা Ruling Partyর কোন কোন সদস্য ও স্বীকার করেন। এটা হলো খাদ্য উৎপাদনের দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে ত্রিপুরায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে তারও আমরা কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। তদুপরি হাজার হাজার নূতন লোক ত্রিপুরাতে আসছে। যেমন একটা জায়গাতে (এমন বহু জায়গা আছে) উদাহরণ স্বরূপ বলছি, গর্জি রিজার্ভ এলাকায় দুইটি মুসলমান পরিবার ছিল, সেখানে আজ ৪৮টি পরিবার পাকিস্তান থেকে বিনিময় করে এসেছে। দুই পরিবার যেখানে বসবাস করছিল সেখানে ৪৮টি পরিবারের বসবাস করা সম্ভব নয়। কাজেই শাল বাগানের মধ্যে তাদের ঢুকতে হচ্ছে, এই হল অবস্থা। একটা কথা চিন্তা করা উচিত যে পূর্ব পাকিস্তানে এখনও ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু আছে। ভারতবর্ষ তো শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নিয়েই নয়, বিরাট একটা এলাকা নিয়েই হল ভারতবর্ষ। এই সমস্ত কথা যদি বলা হয় তবে উনারা বলেন আমরা কি করবো। আমরা কিভাবে চেক দেব। জয়নগর রাস্তার পশ্চিম দিকে যদি যান তবে দেখবেন যে কাতারে কাতারে লোক পাকিস্তান থেকে আসছে। এই আসা যে কবে পর্যান্ত শেষ হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কাজেই ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক বাঙ্গালী হিন্দুরা আর পাকিস্তানে থাকতে চাইছে না। তারা হিন্দুস্থান চলে আসছে। আমাদের অবস্থাটা কি ? এই ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। এখন হয়েছে ১৫ লক্ষ। স্বভাবতই খাদ্য ঘাটতি হবে। তার মধ্যে যদি আরো ২০।৩০ লক্ষ লোক আসে তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা কি হবে ? খাদ্য উৎপাদনে সরকারী যে ব্যর্থতা—খাদ্য উৎপাদন বাড়াও, খাদ্য উৎপাদন আমরা যদি বাড়াইতেও পারি—ধরে নিলাম যেখানে ৫মণ হয় সেখানে আমরা ১০ মণ উৎপাদন বাড়াইতে পারলাম তাতে কি আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে ? ত্রিপুরার এই খাদ্য সমস্যা দিনের পর দিন আরো বাড়বে। কাজেই আজকে এটা সমাধানের একটা সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করা দরকার। কারণ শুধু পাহাড়ীদের জন্যই নয় বাঙ্গালী যারা আমরা সকলে শহরে আছি আমাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে রক্ষা করব তা চিন্তা করা দরকার। খাদ্য সমস্যার সঙ্গে এটাও related. অতএব সে দিক দিয়েও চিন্তা করা উচিত। কিন্তু এসব চিন্তা Ruling Party করছেন না। লোকগুলি পাকিস্থান থেকে আসছে এবং যে যেখানে পারছে ঢুকছে। অনেকে reserve এর ভিতরেও ঢুকেছে। আমি জানি তারা পুরাণো শাল বাগানের ভিতরে পর্যান্ত বাড়ীঘর করেছে। এখানে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যদেরও ইন্ধন আছে। কারণ নূতন লোক দিয়ে ভোট পেতে হবে। ভোট হলো আসল। ভোট পাওয়াটাই বড় কথা। মানুষ খেতে পারুক, বা না খেতে পারুক বেঁচে থাকুক বা মরে যাক সেটা বড় প্রশ্ন নয়।

আজকে ভোটের দিন, ভোট পেতে হবে। নুতন লোকের ভোট পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই বলে দেওয়া হলো তোমরা শাল বাগানের ভিতরে বাড়ীঘর কর। তারপর কি হলো? তারা বাড়ীঘর করল। C F.O. গিয়ে দেখলেন। কিন্তু এখন ভোটের সময় কিছু বলা মুস্কিল। পরে বলা হলো reserve area থেকে উঠে যাও। এই রকম অবস্থা চলছে। কিন্তু এই অবস্থা যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা চিন্তা করা দরকার। কারণ খাদ্য সমস্যা, খাদ্য সমস্যা করে চীৎকার করলে হবে না। তার একটা বাস্তব সমস্যার দিক আমাদের চিন্তা করতে হবে। কাজেই আজকে শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের এমন বহু জায়গা এখনো পড়ে আছে যে সমস্ত জায়গায় নূতন নূতন লোক যারা আসছে তাদেরে পুর্ণবাসন দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া যেতে পারে। আজকে সেদিকে কোন নজর নেই। তাছাড়া খাদ্য সমস্যার relationএ আমি একথা বলতে বাধ্য যে সরকারী officerদের কি রকম যে প্রীতি নূতন মানুষদের প্রতি, যারা বড় বড় officer তাদের নাকি এ রকম circularও দেওয়া আছে যে যারা ২ বৎসর ৩বৎসর পূর্ব্বে এসেছে তাদের সম্পর্কে সব information নিয়ে 1st preference দিতে হবে। অর্থাৎ খাদ্য সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলা হচ্ছে। এই হলো একটা দিক। জমির উপর যেভাবে চাপ পরছে তাও চিন্তা করা দরকার। যারা আজকে নূতন লোক আসছে তাদেরও জমির প্রয়োজন আছে। তখন কেশ অনিবার্য্য। যে কোন গোলযোগ হলে পরেও সরকারও তাতে ইন্ধন যোগায়। জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়। তাতে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। এদিক দিয়েও নজর দেওয়া দরকার। এই অবস্থা যদি চলে তাহলে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা বলা অসম্ভব। অবস্থার বিবেচনায় আমি এই কথাই বলব যে ত্রিপুরার ruling party ত্রিপুরাকে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। বুভুক্ষু পীড়িত মানুষ কখন যে কি করে বসে তা বলা যায় না। আজ অমরপুরের যে অবস্থা তা অতি ভয়াবহ। সেখানে মানুষ দু' বেলা পেট ভরে খেতে পায়না। এ শুধু অমরপুরের চিত্র নয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একই অবস্থা। ত্রিপুরার মানুষ ভোট দিয়ে বর্ত্তমান ruling party অর্থাৎ কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করেছে। সুতরাং এই কংগ্রেস সরকারের উচিত নিরন্ন মানুষের দু'বেলা দু মুঠো অন্ন যোগান। আমি জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই দিল্লী যাচ্ছেন। তিনি যে চাউল আনার চেষ্টা করেন না, তা নয়। কিন্তু পারেন না। পারেন না বললেই তো মানুষের ক্ষুধা মেটে না। ক্ষুধা মোচনের দায়িত্ব আজ তাদেরই যারা সরকারী ক্ষমতায় আসীন। আমার কাছাকাছি নিজের গ্রামেরও এই অবস্থা। যাদের সামান্য কিছু ধান আছে তাদেরও এগুলি বিলি বন্টন করার পর আর খোরাকীর ধান পর্য্যন্ত নেই। এই হল অবস্থা। আজ যদি আউস ফসল থাকতো তবুও তারা কিছুটা রক্ষা পেত কিন্তু সেই আউস ফসল যারা অনেক চেষ্টা করে কিছু করেছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে। মাননীয় দাশগুপ্ত মহোদয় একটা কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, গর্জি এলাকায় জুমের ধান লাগানো হয়। জুম করে ধানের চাষ বাড়ানো এটাও আমাদের production এর একটি অঙ্গ। সরকার এটা চায় যে উৎপাদন বাড়ুক। বৎসর বৎসর জুমের চাষ যেভাবে করা হয়, এবারও সেভাবে করা হয়েছে। সেটা টাঙ্গিয়া systemই হউক আর অন্য যে কোন systemই হউক। কিন্তু এই

অবস্থার সৃষ্টি হল কি করে এবং কোথা থেকে? আমি মনে করি এটা Forest Deptt. এর সৃষ্টি। কারণ গর্জি এলাকা যদি আমি বাদ দিয়েও দেই, চড়িলাম reserve forestএর কাছে আমার লাটিয়াছড়া গ্রামে অনেক গরীব জুমিয়া আছে। প্রত্যেক বৎসর তারা জুম করার আগে Forest Deptt. থেকে site selection করে কাটানো হতো ও জঙ্গল পরিষ্কার করানো হতো। জুমের ধান লাগানোর আগে lining করে খুটি বসিয়া দেওয়া হয়। চার হাত পর পর এই lining করা হয়। তখন জুমিয়ারা সাধারণতঃ liningর মধ্যে ধান লাগায় না। এবার যেভাবেই হউক lining করা হয় নাই, খুঁটিও দেওয়া হয় নাই, কোদালীও করা হয় নাই। কাজেই পাইকারীভাবে তারা সমস্ত জায়গায় ধান লাগিয়ে দিয়েছে। ধান যখন গজিয়ে উঠেছে তখন, আমি গর্জি এলাকার কথা বাদ দিয়েই বলছি, আমার চড়িলাম এলাকায় lining করা হল কোদালী করা হল এবং তাতে বহু ফসল নষ্ট হয়ে গেল। এই অভাবের দিনে এত কষ্ট করে জুমিয়ারা যে ধান করলো, সেগুলি কেটে নষ্ট করে দেওয়া হল। তখন গ্রামের মধ্যে কোন কোন ঘরে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া, মারামারি। একজন আর একজনকে বলছে যে, "তোমার কথায় জুম লাগিয়ে আমার বীজ ধান নষ্ট হল ও পরিশ্রম বৃথা গেল। অবশ্য গর্জির মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। যে ভাবেই হউক তারা চুপ করে সহ্য করে গেছে। গর্জিতে যা ঘটছে তা forest Deptt. এর সৃষ্টি। টাঙ্গিয়া systemএ যারা জুম করেছে তারাও বলেছে যে, এবার এখানে lining করে নাই কোন খুঁটি দেয় নাই। ধান লাগানোর পরে চার হাত পর পর কোদালী করে ধান নষ্ট করে দিয়েছে। একে তো মানুষ অনাহারে আছে, তার উপর এত কষ্ট করে ধান চাষ করেছে এবং এই জুমের ফসলের উপর তাদের ভবিষ্যত আশা ভরসা। কাজেই এই ফসল না পেলে মানুষ পাগলের মতো হয়ে যায়। সেইজন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি, এই হল ঘটনা। কাজেই আজকে শুধু এক তরফা চিন্তা করলেই চলবে না। একদিকে আমরা বলবো খাদ্য উৎপাদন বাড়াও, আর অন্যদিকে ধান গাছ কেটে ফসল নষ্ট করবো। এটা কোন যুক্তির কথা নয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের ruling party এই ত্রিপুরার মধ্যে কোন কোন এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা দরকার, যেমন—অমরপুরকে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করা যায়। অমরপুরের মধ্যে পয়সা দিয়েও ধান, চাল পাওয়া যায় না। একটা অংশে শুধু পাওয়া যায় বড়মুড়া, সাবরুম ঐ দিকে কিছু ধান চালের দর কম ছিল। কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ গিয়ে ধান কিনার ফলে সেখানে দাম উঠে গেছে। আমি এক সময়ে শান্তিরবাজারে ছিলাম; শত শত মানুষ শান্তিরবাজার থেকে ধান, চাল কেনার জন্য চেলাগাং থেকে আসছে, কারণ ঐদিক দিয়ে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু জনে পাঁচ সের করে নিলেও অনেকগুলি ধান চলে যায়। অর্থাৎ অমরপুর বিভাগে এখন সমস্ত ধান, চাল শেষ হয়ে গেছে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বর্ত্তমানে অনাহার চলছে। এই অবস্থায় সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে যে ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে তা অতি সামান্য মাত্র। এই ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে অনাহার থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই আজ যদি আমাদের সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষ, কি কংগ্রেস, কি কমিউনিষ্ট ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করা দরকার যাতে আমরা বর্ত্তমানে যে অনুপাতে চাউল কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়ে থাকি তার চেয়েও বেশী চাউল আমাদের ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করা হয়। অতএব

সেই ব্যবস্থা করা আজ খুবই প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি West Bengal Security Actই এখানে করা হয় এবং তার বলে যদি জনতার দাবীকে দমন করি, তাহলে আমি মনে করব এটা একটা সাংঘাতিক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে। রাজ্যের মধ্যে একটা অরাজকতা এবং অস্বাভাবিক অবস্থা হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। কারণ সমস্যা খুবই জটিল, এটা জাতীয় সমস্যা, সামগ্রিকভাবে এটা চিন্তা করা উচিত যাতে আমরা এই সমস্যাটির একটা সুরাহা করতে পারি। আমি জানি ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে খাদ্যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকলেও কোন কোন অংশে এখন পর্য্যন্ত চাউল বিক্রি হয়। যেমন, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশে এখন পর্য্যন্ত প্রতি কেঃ জিঃ ৮ আনা করে বিক্রি হয়। কাজেই central govt ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে আমাদের এখানে চাউল দিতে পারে। প্রতি বৎসর আমাদের এখানে Agriculture Deptt.এর মাধ্যমে এবং Minor Irrigationএর মাধ্যমে বহু টাকা ব্যয় করা হয়। Ministerরা যদি বাহবা পাওয়ার জন্য বলে থাকেন—"আগের তুলনায় আমাদের এখানে খাদ্যের production অনেক বাড়ছে—একথা যদি বলা হয় তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। আবাদি জমি হয়ত আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ভূমির উর্ব্বরা শক্তি আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। পূর্ব্বের তুলনায় যে জমিতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হত বর্ত্তমানে সেই পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় না, তিন ভাগের ১ ভাগ হয় কিনা সন্দেহ। কাজেই সামগ্রিকভাবে আবাদি জমির সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও ত্রিপুরার খাদ্যোৎপাদন আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। কাজেই যেহেতু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট আমাদের এখানে টাকা পাঠান, সেজন্য তাদেরকে খুশী করার জন্য যদি বলে থাকে আমাদের এখানে production অনেক বেড়েছে—তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই বলবেন তোমরাই তো বলেছ তোমাদের ত্রিপুরাতে production বেড়েছে। "সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা" নামক যে পুস্তিকাটি বাহির করা হয় তাতে প্রচার করা হয়েছে, ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে। এই রকম একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব আমাদের Ruling partyর আছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝানো যে তোমরা প্রতি বৎসর যে টাকা দিচ্ছ সেই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে আমরা খরচ করছি, তার ফলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। এইভাবে যদি বুঝানো হয়, তার মানে আমাদের অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলা। কারণ তখন তারা বলবেন যেহেতু তোমাদের সেখানে production বেড়েছে, অতএব তোমাদের চাহিদা কম হওয়া উচিত। সেই অনুসারে খাদ্য পাঠানোর ব্যাপার তারা avoid করবে, তার ফলে আমাদের আরও সর্ব্বনাশ হবে। কাজেই আজকে আমাদের যারা মিনিষ্টার আছেন তারা বাহবা পাওয়ার জন্য এই সমস্ত ভুল তথ্য পরিবেশন করেন। তার ফলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চাউল ও গম মিলিয়ে যে quota পাওয়ার কথা, তা আমরা পাচ্ছিনা। তার জন্য দায়ী বর্ত্তমান সরকার। আমাদের এখানকার খাদ্য সঙ্কট কৃত্রিমভাবে ত্রিপুরা সরকার আরও চরম করে তুলেছেন। তার ফলে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এই অভিযোগ এই Houseএ আমি রাখছি। এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্যের ব্যাপারে সারা ত্রিপুরা বাসীর যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে সেইদিক থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে পরে বর্ত্তমানে

যেভাবে চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠছে বা বাস্তবে আমরা যা দেখছি তাতে তাদের রক্ষা করার মত কোন উপায় নেই। আমরা কেন্দ্র থেকে যদি প্রচুর পরিমানে চাউল না আনতে পারি তাহলে কিছুতেই তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে না। কেন্দ্র থেকে কেন আমাদের চাউল দিতেছেন না তা বোধ হয় Chief Minister জানেন। কিন্তু তিনি যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ান যে চাউলের জন্য চিন্তা করতে হবে না। সেদিনও বলেছেন যে টাকা হলে চাউল পাওয়া যাবে। কিন্তু যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাতে কেন্দ্র থেকে যদি চাউল বেশী করে আনতে না পারা যায় তাহলে এই সমস্ত মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। এটা শুধু একটা Divisionএ নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এই অবস্থা চলছে। চারিদিক থেকে শুধু মানুষ যে মারা যাচ্ছে তার খবর আমরা পাচ্ছি। সেদিন ও আমি বিধান সভায় তিনজনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছি। তাছাড়া তেলিয়ামুড়াতে সর্ব প্রথম মারা যায় দুইজন এবং সেই সংবাদ তেলিয়ামুড়ার লোক আমাকে জানান। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই সংবাদ জানালাম। তিনি অবশ্য কিছুদিন পরেই সেখানে গিয়া আসেন। সেখানে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সেই রেশন দুর্নীতি মূলক ভাবে বিলি করা হয়। কি রকমভাবে ? সেখানে কতগুলি রিয়াং সর্দার তারা করেন কি, Carrying Cost টা Govt. এর কাছ থেকে নেয় কিন্তু কোন রেশন সপ পর্য্যন্ত চাউল নেয় না। তেলিয়ামুড়া থেকে ঐ এলাকার লোক চাউল নিয়ে যায় এবং সেখানে বিক্রি হয়। এই সমস্ত দুর্নীতি চলছে। যাদের টাকা আছে তারা যত খুশি রেশন পায়। যাদের টাকা নেই তারা মোটেই রেশন পায় না। এই হল রেশন বণ্টনের দুর্নীতি। মন্ত্রীমহোদয়ের মধ্যে যারা ঘুরে এসেছেন তারা এই অবস্থা আশা করি বুঝেছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়। শুধু খাদ্য নয়, বেকার সমস্যা ও সেখানে সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে যার জন্য বাধ্য হয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়। এমন কি যে কোন লোক যে কোন ডিভিশনে যে কোন কাজে গেলেও তাকে ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা করা হয় আমাদের কি হবে ? কাজেই সেই দিক থেকে আজ West Bengal Security Act নিজেদের বাঁচানোর জন্যই পাশ করার চেষ্টা চলছে। তার জন্য আমি বিরোধীতা করেছিলাম যে আপনারা যতই পুলিশের ঘেরাওর মধ্যে থাকুন এবং আইনটা পাশ করিয়ে তাদের খাদ্যের ন্যায্য দাবা পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করতে চান তাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। আর বিশেষ করে বাঁচার দাবীতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে দিল্লীতে পুলিশ পর্য্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কাজেই আজকে মানুষ তাদের বাঁচার জন্য দাবীদাওয়া জানাবেই। সেই দাবী দাওয়া জানাতে গিয়ে যদি গুলি খেতে হয় বা কারাবরণ করতে হয় তাতে ও তারা পিছিয়ে যাবে না। আপনারা যদি সেই কালা কানুন চালু করেন তাহলে তার পরিণতি ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না। তাতে আমাদের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হবে। তবে আমি অনুরোধ করব, আপনারা এই কালা কানুন যদি মজুদদার এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন তা হলে জনসাধারণ খুবই উপকৃত হবেন। কিন্তু যদি ঠিক ভাবে এই সমস্ত আইন গুলি প্রয়োগ করা না হয়, তা হলে জন সাধারণের কোন উপকারে আসবেনা। বরঞ্চ অপকার করা হবে।

মন্ডুতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী বলে এসেছিলেন যে তিনি ফিরে এসেই রেশনের চাউল, দাদন এবং খয়রাতির জন্য কিছু টাকা পাঠাবেন। কিন্তু আজকে গনরাজ পত্রিকায় দেখলাম গত ১৫ দিনের মধ্যে অনাহার জনিত রোগে এক পরিবারে ১০ জনের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এখন ও পর্য্যন্ত সেখানে রেশনের চাউল পৌঁছে নাই। আর কয়েকদিন আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীপ্রফুল্ল বাবু প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে ৩০০ বস্তা আটা দিবেন এক কোঅপারেটিভকে। কিন্তু সেই কোঅপারেটিভ আজ পর্য্যন্ত সেই আটা পান নাই। যদি বলে আসতেন যে আটা নাই, থাকলে পরে পাঠাব। তাহলে ঠিক হতো। কিন্তু এই ভাবে ফাঁকি দিয়ে আসার কোন অর্থ হয় না। এই জন্য কোন মেম্বার কখনও গ্রামে গেলে ঘেরাও করে। আমাদের মাননীয় মেম্বার রবি রাংখল বলেছেন যে রাইমা সবমাতে তাকে ঘেরাও করে। বিভিন্ন উপায়ে টাকা পয়সা এবং চাউল সংগ্রহ করেছে। এটা ঠিক নয়। ঘটনাটা আমি জানি। প্রথম দিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোক এসে বি ডি ও অফিসে তাদের দাবীদাওয়া জানায়। সেই দিনই একজন মেয়ে লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অফিসের চার্জে যিনি ছিলেন ওনার কোন ক্ষমতা নাই। তারপর আমি যখন খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমাকে বলল আসুন, আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। আমরা ত বলছি খাবার নাই। কি করতে পারি। যে কোন একটা ব্যবস্থা না করলে পরে আমাদের আজ কোন উপায় থাকছে না। এই রকম ভাবে বলার পর আমি বি ডি ও অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি বহু লোক জমেছে। শেষ পর্য্যন্ত ওনার সাথে আলাপ করার পর তিনি এখানে ডি, এম সাহেবের কাছে রেডিওগ্রাম করলেন। রেডিওগ্রাম পেয়ে ডি, এম সাহেব পরদিনই গেলেন এবং তাদের সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে বললেন তোমাদের এখানে রেশন পাঠান হবে এবং দাদন ও খয়রাতি বাবত টাকা দেওয়া হবে। কতদিন পর অমরপুর অফিসের যিনি চার্জ অফিসার তিনি প্রধানদের নিয়ে একটা মিটিং করলেন যে প্রতিমণ চাল উনিশ জনকে দিলে তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে তো? তখন প্রধানরা বললেন যে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে এবং এ রূপে দিলে আমি সবাইকে মানাতে পারব। এই বলে স্বীকৃতি দিয়ে উনারা চলে যান। তারপর সমস্যার সমাধান করতে না পেরে একজন প্রধানকে নিয়ে আসেন এবং তাদের সমস্যার কথা বলেন। সেই দিন অবশ্য খোয়াইর এস, ডি, ও ছিলেন। তারপর দিন সেখানে আমি আবার পৌঁছি। তারপর দেখি সেখানে অনেক লোক, তার কারণ কি? তখন তারা বললে যে ডি, এম সাহেব বলেছিলেন যে আজ আমাদের খাদ্য দিবেন, টাকা দিবেন। কিন্তু টাকা তো দিচ্ছেন না। আর যা দিচ্ছেন তা অতি অল্প এবং রেশনের দরখাস্ত করা আছে আমাদের সকলের, কিন্তু রেশন ও পাচ্ছি না। কাজেই আমরা রেশন কি করে পেতে পারি তার ব্যবস্থা করুন। তারপর এস, ডি, ও এর সাথে আলাপ আলোচনা করে সেদিন তাদের কিছু টাকা ও রেশন বিলির ব্যবস্থা করে আসি।

তাছাড়া খোয়াইয়ে বহু লোক জড় হয় কাজের জন্য, খাদ্যের দাবীতে, ঋণের দাবীতে, দাদনের দাবীতে, কিন্তু এমনি নির্দ্দয় আমাদের খোয়াইয়ের এস,ডি,ও যে, একটি লোক খাদ্যের দাবী করায়

তাকে লাথি মেরে বিদায় করে দেওয়া হয় সেখান থেকে। এই হল তার চরিত্র। আজ খাদ্যের বদলে তাকে লাথি খেতে হয়। কাজেই এই থেকে আজকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে খাদ্যের দাবী করতে আসলে পরে আপনারা কি তাকে গুলি করবেন না লাঠি মারবেন? এছাড়া রোজ ব্ল্যাক তো চলছেই। এই যে Consumers' Co-operative Society এই Societyতে যতগুলো লোক আছে তার মধ্যে তিনজন লোক অন্য লোকদের দিয়ে দাদন নেওয়ায় এবং পরে Societyতে নিয়া বিলি করে। তাছাড়া সাব্রুম থেকে চাল অমরপুর ও আগরতলায় আসার কথা। সেই চালের কোন হিসাব আছে কি না আমি জানি না। উদয়পুরের একজন বলছিলেন সাবরুমের যে চাল আগরতলায় আসছিল সেই চাল সেখানকার ব্ল্যাকাররা উদয়পুর ও অমরপুরে ব্ল্যাক করে। কাজেই এই সমস্ত ব্ল্যাকার, মজুতদার এবং দুর্নীতি পরায়ণ চোরাকারবারী লোকগুলোর প্রতি যদি আইন প্রয়োগ করা হয় তবেই আমরা দেখবো যে ruling party, বর্তমান শাসক গোষ্ঠী ঠিক ঠিক মত শাসন করছেন। তাছাড়া আজ অভাবের দিনে ত্রিপুরার প্রায় কৃষকই বীজধান খেয়ে ফেলেছেন। কাজেই সরকারের পক্ষ থেকে যদি বর্তমানে তাদেরে ফসল ফলানোর জন্য বীজ ধান দেওয়া না হয় তবে তাদের অবস্থা, দেশের অবস্থা আরো ভীষণ আকার ধারণ করবে বলে আমার মনে হয়। কাজেই আমি মনে করি যে আষাঢ় মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই বীজ ধান কৃষকদের হাতে দেওয়া দরকার। কারণ আমরা জানি কৃষকদের এই সময়ের মধ্যে বীজ ধান না দিলে তারা সময় মতো হাল ফেলতে পারবে না এবং কৃষির অনেক ক্ষতি হবে।

কাজেই আমি Ruling party কে অনুরোধ করি তারা যেন অম্বুবাচীর ১৫ দিনের মধ্যে কৃষকরা যাতে বীজ ধান পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেন। যাতে কৃষকরা ঠিক ঠিকভাবে ফসল উৎপন্ন করে খাদ্যের অভাব মোচন করতে পারেন। তাছাড়া অমরপুরে ১১০ টাকা চাউলের মন। সেখানে একদল লোক দুর্নীতি পরায়ন, ব্ল্যাক করে। তারা সেখানে ৪৫।০ টাকা দরে চাল কেনে এবং মজুত করে ও পরে সেই চাল বেশী দরে বিক্রয় করে ও ব্ল্যাক করে এই হল অবস্থা। এই রকম লোক আছে। আমি যখন তেলিয়ামুড়া যাই তখন অমরপুরের তইদু থেকে একজন লোক এসেছিল। তার মুখে আমি এই কথাটা জানতে পারি। একমাস আগে আমি এখানকার C. F. O. এর কাছে একখানা petition পাঠাই। যারা টঙ্গিয়া প্রথায় জুম চাষ করত তাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। যখন তারা জুম কাটতে গেল তখন Forest Deptt. থেকে বলা হল যে "যদি তোমরা ৬০ টাকা করে না দাও তা হলে জুম কাটতে পারবে না"। তখন তারা প্রতিজনে ৬০ টাকা দিয়ে জুম কেটে নিল। এই ঘটনা ঘটছে আঠারমুড়া রেঞ্জে। তারা যখন জুম করতে যায় তখন তাদেরকে Forest কর্তৃপক্ষ তা করতে দেন না। তারফলে তারা জুম করতে পারে না। ফলে আজ তারা পথের ভিখারী হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তাদের বর্তমানে অন্য কোন কাজের সংস্থানও নেই। তাই আজ তাদের খাদ্য হল বাঁশের করুল, জঙ্গলের লতাপাতা বা এই জাতীয় খাদ্য। এইগুলি আজ তারা বেঁচে আছে। কাজেই তাদেরকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের অভাবের

হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অতি সত্তর কেন্দ্র হতে বেশী পরিমাণ খাদ্য আমদানী করা প্রয়োজন। জিনিষটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় তারজন্য আমাদের লক্ষ্য থাকা দরকার। এই সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে একটি সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা হউক। কিছুদিন পুর্ব্বে আমাদের ত্রিপুরার এম, পি, অধ্যক্ষ জে, কে, চৌধুরী এবং মহারাজ এই প্রস্তাবটি একটি মিটিং এ উত্থাপন করেছিলেন। আমিও সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যারা চোরা কারবারী, মজুতদার তাদের নিয়ে একটা খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজেই তাদের দ্বারা যে ঠিক ঠিক ভাবে খাদ্য বন্টন হবে তা আমি মনে করিনা। গ্রামবাসীদের কোন সদস্য এই কমিটিতে নেই। শুধু শহরের মধ্যে যারা মাতব্বর এবং জোতদার তাদের নিয়েই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। গ্রামের কোন প্রতিমিধি এই কমিটিতে নাই এবং গ্রামেও কোন কমিটী নাই। গ্রামের থেকে একমাত্র শুধু প্রধানদের ডেকে এবং প্রধানদের মারফতে এইগুলি করাতে চেষ্টা করে। প্রধানদের মধ্যে এমন লোক আছেন A. D. M. দাদন দেওয়ার জন্য টাকা নিয়ে যান এবং তাদের খুশীমত টাকা বিলি করে থাকেন। যারা সত্যিকারের অভাবগ্রস্ত এবং দাদন পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে টাকা দেওয়া হয় না। যারা অবস্থাপন্ন এবং দাদন পাওয়ার যোগ্য নয় দাদনের টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়। এই রকমভাবে দলগত মনোভাব নিয়ে তারা দাদনের টাকা বিলি করে থাকেন। যারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছে তাদের বলা হয় তোমরা কম্যুনিষ্টকে ভোট দিয়েছ, কাজেই দাদনের টাকা পাবে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে খাদ্যের ব্যাপারে দলগত মনোভাব পরিত্যাগ করার জন্য এবং একটি সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য। আমি আবার বলব যে অতি সত্তর যেন একটি সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শষ্য আমদানী করা হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে আমি শেষ করছি।

Mr. speaker :—Shri Abhiram Dab Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তিনি এখানে উপস্থিত করেছেন। ত্রিপুরার বর্তমান খাদ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেছেন। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রস্তাবটি তিনি উপস্থিত করে থাকলেও আজকের ত্রিপুরার যে ভাগ্য বিধাতা কংগ্রেস দল তারা ভোটের জোরে এবং নানা যুক্তির অবতারণা করে সেই বাস্তব প্রস্তাবটাকে বানচাল করতে চাইছেন।

আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে খুব বেশী কথা বলছিনা। আজকে খাদ্য নিয়েও ত্রিপুরা রাজ্যে দলীয় রাজনীতি চলছে। দলীয় রাজনীতিটা হচ্ছে, এখানে আজকে দেশের যে বুভুক্ষু মানুষ, খাদ্য সংকটে পীড়িত মানুষ তাদেরকে যে সামান্য পরিমান রেশন দেওয়া হচ্ছে বা তাদের নামে যে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে তাতেও রাজনীতি চলে। এখানে রাজনীতি চলছে এভাবে। যাদের একেবারে জমি নেই, অথচ তাদেরও "B" classএ ফেলে দেওয়া হল, আর যার জমি আছে তাকে "A' class দেওয়া হল। এই ধরণের দলীয় রাজনীতি চলছে। এটাই যদি আজকে ত্রিপুরার ruling party কংগ্রেসের যদি দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে দেশের

যে বুভুক্ষু মানুষ খেতে পারছে না তাদের খাওয়ানোর জন্য যদি এই নীতি হয়ে থাকে তা হ'লে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ যে কি হবে সেটা বলা খুবই কঠিন। কারণ এই যে খাদ্য সংকট'এর মোকাবিলা করবার জন্যে ruling party কংগ্রেসের এমন কোন সুষ্ঠু খাদ্যনীতি নেই যাকে কেন্দ্র করে আজকে তারা এই সংকট কাটিয়ে উঠবেন। আমরা দেখছি এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র-থেকে চাউল আমদানী করার কোন লক্ষণও রাজ্য সরকারের নেই। ১৯৬৩-৬৪ সালে ত্রিপুরার জন্য ৫০,০০০ টন চাউল ত্রিপুরায় এসেছিল। কিন্তু আজকে ৪র্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পর সেই খাদ্য আর আসছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিল্লী প্রায়ই যান আমরা কাগজে দেখি। তিনি সেখানে গিয়ে কি যে বলেন ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে, সেটা আমাদের জানবার কথা নয়। তবে কিছু যে না বলেন তা নয়। এভাবে হয়ত বলে বিদায় করে দেন যে ত্রিপুরাতে তো কংগ্রেস মেজরিটি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে ৮টি প্রদেশ কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাদেরকে যদি কিছু বেশী করে খাদ্য না দেই তাহলে তারা গলাটিপে ধরবে। ত্রিপরার জন্য কিছু কম নাও। যে রাজ্যগুলি কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে কিছু বেশী দিয়ে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করব। কাজেই এতেই সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিল্লী থেকে ফিরে আসেন। দিল্লীতে যখন এমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা দেখেন না তখনই হয়ত পত্রিকাতে বিবৃতি দেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ জন কৃষক, কাজেই তাদের আধা রেশনের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ কৃষকরা নিজের খাদ্য উৎপাদন করে। নিজেদের উৎপাদিত ফসলেই তাদের চলে যাবে। এই রেশন খাবে যারা সরকারী কর্ম্মচারী, শ্রমিক, যারা উৎপাদক নন। এই ভাবে তিনি দায়িত্ব খালাস করেন। কিন্তু ফসল ফলাবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ বা সাহায্য কৃষক সমাজকে দেওয়া হয়েছে কি? দেওয়া হয়নি। তাদের জমিতে বেশী ফসল ফলাবার জন্য irrigation এর ব্যবস্থা আছে কি? জমি যতই উর্বর হউক, রাসায়নিক সার দেওয়া হউক, জমিতে যদি উপযুক্ত সময় উপযুক্ত পরিমাণ জল না দেওয়া যায় সেই জমি থেকে ফসল পাওয়ার আশা থাকে কি? কখনই থাকে না। যে সমস্ত Block গুলি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে তারা কৃষকদিগকে জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে বেশী পরিমান ফসল ফলাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষা মুলক ভাবে অনেক Block অফিসের সামনে Block কর্ম্মচারীরা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে বেশী ফসল ফলাবার চেষ্টা করতে দেখেছি, কিন্তু সেখানেও দেখেছি জলের অভাবে ফসল বিশেষ কিছু হয়না। কাজেই যারা কৃষক, তাদের জমিতে যে জল ছাড়া কিভাবে বেশী ফসল হবে, যারা উপদেশ দিয়ে থাকেন তারাই জানেন। আমি দেখেছি আগরতলা থেকে চম্পকনগর পর্য্যন্ত রাস্তায় যে কয়েকটি বাজার হয়েছে সেই কয়েকটাতে কিছু কিছু রেশন দেওয়া হয়। তাও চাউল নয়, শুধু আটা, সেই আটাও উপযুক্ত পরিমানে নয়। দেড় কেজি নাকি দেয়, এই রকম শুনেছি। কিন্তু সেই দেড় কেজি যে দেন সেটাও সময়মত পাওয়া যায় না। হয়ত সপ্তাহে ২ দিন যদি রেশন সপ খোলা থাকে তো ৩ দিন থাকে বন্ধ। যার ফলে যারা গরীব, ২।৪ টাকা কোন রকমে সংগ্রহ করে আনেন, তারা রেশন সপ থেকে আটাও নিতে পারেন না। যেমন জিরানিয়াতে Marketing Cooperative society কনট্রোলের চাউলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে দেখেছি সপ্তাহে ২ দিন চাউল দিলে ৩ দিন থাকে বন্ধ। আর দূর দূরান্তর থেকে যারা আটা নিতে

আসেন তারা হতাশ হয়ে ফিরে যান। কো-অপারেটিভে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে "আমাদের আটা তো শেষ হয়ে গেছে আমরা দিব কি?" এ হল অবস্থা। আমরা সেদিন জিরানিয়ার B. D. O সাহেবের কাছে গিয়ে ছিলাম। তাকে বললাম এই জিরানিয়ায় Block এলাকায় আজকে অকালে মানুষ যেভাবে না খেয়ে মরতে বসেছে তাদের বাঁচাবার দায়িত্ব B.D.O সাহেবেরও আছে, কিন্তু তিনি বলেছেন এটাতো D. M এর অধীনে, কাজেই তার করার কিছুই নেই। তবে তিনি সুপারিশ করতে পারেন। আমরা B.D.O সাহেবকে বলেছিলাম যাতে অতি সত্বর ব্যবস্থা করেন। জানিনা তিনি কি করেছেন। চম্পকনগর থেকে বড়মুড়ার আশে পাশে পর্য্যন্ত যে সমস্ত উপজাতিরা আছে যেমন চাম্পাবাড়ী, নাইরেন বাড়ী, মধ্যম পাড়া এই সমস্ত অঞ্চলের লোকের সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের অবস্থা নিজ চক্ষে দেখে এসেছি, তারা কঙ্কাল সার। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি এই অবস্থা কেন। তারা বলল, "৪ দিনেও আমাদের ১ বেলা জুটেনা।" এই ভাবে তারা আছে। তাদেরকে চাউল দিয়ে, রেশন দিয়ে বা খয়রাতি সাহায্য দিয়ে বাঁচাবার এমন কোন সম্ভাবনা, কোন আশ্বাস আমরা এখানে পাচ্ছিনা। চাউলের দর দিনের পর দিন উর্দ্ধদিকে চলছে। এই অবস্থায় জিরানীয়া থেকে মোহনপুর, বা রাণীরবাজার থেকে আগরতলা চাউল আনার ব্যাপারে একদল যুবক বাধা দিচ্ছে। তারা হল মোহনপুরের। বিবেকানন্দ ক্লাব নামে একটা ক্লাব আছে, তারা সেখানের সদস্য। খুবই আনন্দের বিষয়। তারা যে উদ্যোগ দিয়েছেন এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তার পেছনে তাদের আরও যে একটা খারাপ উদ্দেশ্য আছে সেজন্যই দুঃখিত। জিরানিয়ার পুলিন সাহা নামক একজন ব্যবসায়ী যখন রাণীরবাজার থেকে ৬ মন চাউল নিয়ে জিরাণীয়ার পথে রওনা দেয় তখন তাহাকে আটক করা হয়। আটক করে তাকে বলা হয় "তুমি যদি প্রতিমণে ৭টাকা হারে আমাদের ক্লাবকে চাঁদা না দাও, তাহলে পরে তোমাকে ছাড়া যাবে না"। তখন বাধ্য হয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে ১৫ টাকা দিয়ে চাউল নিয়ে সে জিরানিয়া গেল। তাকে রসিদ দেওয়া হল "বিবেকানন্দ ক্লাবের সাহায্যার্থে চাঁদা। কিন্তু প্রতি মনে ৬ টাকা করে ঐ ভদ্রলোক হতে তারা চাঁদা আদায় করে। যে পুলিন সাহা ১৫ টাকা ক্লাবের নামে চাঁদা দিতে বাধ্য হল বস্তুতপক্ষে তাহার ১৫ টাকা দিবার ক্ষমতা নেই। অথচ তাকে দিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু যে পুলিন সাহা থেকে নিয়েছে তা নয়। আরও কয়েক জন থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়েছে। শুনেছি মাননীয় সদস্য মিঃ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ঐ ক্লাবের সদস্য আছেন এবং রসিদগুলিতে সই দিয়েছেন নাকি উনার ভ্রাতা। মানুষের উপকারের নামে এভাবে যদি অপকার করতে যায় তাহলে পরে আমরা তাকে কি চক্ষে দেখব। মাননীয় সদস্য মিঃ দাসগুপ্ত West Bengal Security Act এর সমর্থন করতে গিয়ে উদয়পুরের গর্জির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানকার অধিবাসী বিশেষ করে সেখানকার মহিলাদের সামনে রেখে Forest এর বিরুদ্ধে Forest এর গাছ কেটে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাবার চেষ্টা করছে। আমি ঐ সময়ে গর্জীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি Forester বা বাগান করার নাম দিয়ে সেইখানে যেভাবে আরম্ভ করেছেন, একটা বাড়ীর পাশ দিয়ে reserve forest এর লাইন কেটে নিয়ে গিয়েছেন। সেই জন্য সেখানে তারা বাধা দিয়েছেন এবং তৎক্ষনাৎ দুইদলে তর্কবিতর্ক সুরু হয়ে যায়। একদল বলল, এটা রিজার্ভ এলাকা। এখানে বসবাস করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। আমাদের উপর যা করবার

নির্দেশ আছে তাই করব। এভাবে তারা জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানকার মানুষ বাঁচতে চায়, অনাহারে মরতে চায় না, তারা forest এর নামে অনাহারে তিলে তিলে মরতে চায় না। কাজেই তারা বিদ্রোহ করবে। এটাকে উদ্দেশ্য করে কেউ যদি রাজনৈতিক প্রতি-হিংসা নিতে চায় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি আজকে security Act এর দোহাই দেন বা বলবৎ করবার প্রচেষ্টা করেন তা হলে সেটা অন্যায় হবে। আমি আর বেশী সময় নেব না। দেশে এমনিতেই খাদ্যের দুরাবস্থা তা নিয়ে আবার দর কষাকষি। এই সময়ে যারা বীজের ধান রাখেন নাই তাদেরে যদি বীজ ধান দিয়ে সাহায্য না করা হয়, তাদের জমির উপযুক্ত পরিমাণ বীজ ধান দিয়ে যদি ফসল ফলাবার সুযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে এই খাদ্য সমস্যা সমাধানের কোন সুরাহা হবে না। আগামীতে এই অবস্থা আরো চরম আকার ধারণ করবে। অনেক কৃষকের হালের বলদ নেই। তা কিনার জন্য তাদেরকে কৃষি ঋন দেওয়া দরকার। কিন্তু এই কৃষি ঋণের ব্যাপারেও দেখেছি কংগ্রেসের সেই রাজনীতি। কংগ্রেসের চার আনা দামের মেম্বার না হলে পরে তাদেরকে এই ঋন দেওয়া হয় না। যারা তাদের লোক তাদেরকেই দেওয়া হবে, অন্যদের দেওয়া হবে না। এই ধরণের রাজনীতি আজকে চলছে। কিন্তু খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত কোন পরিকল্পনা নেই। ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা সমাধান করবার জন্য আজকে রুলিং পার্টির কোন সুচিন্তিত নীতি নেই বলেই আজকে ত্রিপুরায় খাদ্যের ব্যাপারে এই দুরাবস্থা। এই চরম দুর্দশার মোকাবিলা করার জন্য আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন, আমরাও সহযোগীতা করব। আমরা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই এ কথা বলছি না। বলছি এজন্য যে ত্রিপুরার এই বুভুক্ষু জনসাধারণকে এই খাদ্য সংকট থেকে যাতে বাঁচানো যায়, সেই জন্যই আমার এই আহ্বান। যদি কোন দল রাজনীতির মধ্য দিয়ে মানুষের খাদ্যের ব্যাপারে ছিনিমিনি খেলতে চায়, যখনই এখানে খাদ্যের ব্যাপারে গুরুতর হবে তখনই তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে কাগজে বিবৃতি দিলেই ত্রিপুরার এই বুভুক্ষু জনসাধারণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না, তারা তার মোকাবিলা করবে। কারণ মানুষ বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না। আমি এ কথা বলে রুলিং পার্টিকে সতর্ক করে দিতে চাই যে আজকে যদি মানুষের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন তাদেরকে বাঁচার মত নূনতম সুযোগ সুবিধা না দেন, খাদ্যের ব্যাপারে সুষ্ঠ নীতি গ্রহণ করে তাদের এই দুর্দিনের ,দুরাবস্থার মোকাবিলার জন্য যদি এগিয়ে না আসেন তা হলে পরিণামে ত্রিপুরার অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করবে।

Mr. Speaker :— Any one from this side ?

Shri Prafulla Kumar Das :— (Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্য মাননীয় অঘোরবাবু চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি যে সব অবান্তর ও অপ্রা-সঙ্গিক কথাবার্তা বলেছেন আমি তার মধ্যে কোন সারবত্তা খোঁজে পাচ্ছি না। এটা খুবই সত্যি কথা যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী দাম দিয়ে চাউল কিনতে হয় এবং এটাও সত্যি কথা যে ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যের ব্যাপারে ঘাটতি অঞ্চলের আখ্যায় পরে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা বাইর থেকে সাহায্য পেয়ে আসছি। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে আজ

যে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কারণে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পূর্ব্বে যে ধরণের সাহায্য পেতাম বর্ত্তমানে তা পাইনি। ত্রিপুরার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদন কম, ইত্যাদি নানা দিক চিন্তা করে আমাদের সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে হবে। মাননীয় সদস্যরা এ প্রস্তাবটা এনেছেন জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য কিন্তু এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত, এটা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ দেখা যাচ্ছে এই খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য ওনারা কোন constructive suggestion দেন নি। শুধু কংগ্রেস ব্লকের বিরুদ্ধে কতকগুলি কাল্পনিক উক্তি ছাড়া আর কোন কিছুই তারা বলেন নি। এক কথায় West Bengal Security Act ছাড়া যেন ওনারা অ'র কিছুই জানেন না। আমার মনে হয় খাদ্য সমস্যার সমাধানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওনারা যেন West Bengal Security Actএর জ্বালাটা ভুলতে পারছিলেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা তেলিয়ামুড়া, খোয়াই sub-division সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে দু'একটা ঘটনার কথা বলেছেন, আমার মনে হয় আজকে এই হাউসে যে অপ্রাসঙ্গিক ও কাল্পনিক কথা বলেছেন, তা হাউসকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার। কেননা তিনি এই হাউসকে misguide করতে চেয়েছেন। তিনি অনাহারে যে মৃত্যুর কথা বলেছেন, আমার অবশ্য গ্রামের নামটা মনে নেই, উনিও ওনার বক্তব্যে গ্রামের নাম বলেন নি। আমি নিজে তেলিয়ামূড়া গিয়ে পাশের বাড়ীর লোকের কাছে এবং সেই এলাকার জনসাধারণের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি যে এটা অনাহারের মৃত্যু নয়, দীর্ঘদিন রোগ ভোগের দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কলেরা ইত্যাদি যে কোন রোগেই মৃত্যু হউক না কেন ওনারা বলে থাকেন যে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। এভাবে সস্তা বক্তৃতা দিয়ে ওনারা নাম কেনার চেষ্টায় আছেন। সত্যই যদি অনাহারে মৃত্যু হয়ে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সেটা পত্রিকায় বের করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে উনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এ সব কাল্পনিক ঘটনা দ্বারা সরকার পক্ষকে বিভ্রান্ত করা। এছাড়া সেখানে আটা পাঠানোর ব্যাপারে আমি যা বলেছি আমি তা করেছি। ওনারা বলেছেন যে আমরা সব কথা রাখতে পারিনি। কিন্তু তা সত্যি নয়। আমি বলেছি যে আমাদের খাদ্য শস্যের ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করেই আমি সেখানে খাদ্যশস্য পাঠাব। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে সেখানে খাদ্য বিলি করা হচ্ছে। আবার এ বলে ও অভিযোগ করেছেন যে বিলি করার ব্যাপারে সেখানে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দিলেও বিপদ না দিলেও বিপদ। একটা কিছু বলতেই হবে, এটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। দলগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ওনারা তা বলে থাকেন। এছাড়া আমার আরো বলা দরকার যে ওনাদের বক্তৃতার স্বরূপ কি? খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমি খোয়াইতে ৪ দিনের সফরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি বিভিন্ন দলের সমাজ কর্মীদের সেই সমস্ত সভায় আহ্বান জানিয়েছি যে আজকে এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কি করে সমাধান করা যায়, বুভুক্ষু মানুষের কষ্ট কি করে লাঘব করা যায়। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব। এভাবে আহ্বান জানিয়েছি অথচ দুঃখের বিষয় মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবুকে কোন সভায় পাইনি। শুধু তাই নয়, তার দলের কোন লোককে আমরা পাইনি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবার

বিভিন্ন পত্রিকাতে আবেদন জানিয়েছেন জনসাধারণের প্রতি, বিভিন্ন সমাজ কর্মীদের প্রতি, সকলের প্রতি খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে, মজুতদারদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে এই সমস্ত কালোবাজারি ও মজুদদারদের, সমাজ বিরোধী লোকদের আইনের আওতায় এনে আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারি। বুভুক্ষ জনতার এই দুঃখ কষ্টে আমরা যেন পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে পারি। মাননীয় অঘোর বাবু একথা বলেছেন যে আমাদের পার্টি লিডার মাননীয় শচীন্দ্র লাল সিংহের মধ্যে যে সততা আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ওনার কথা এবং বিরোধীদলের অন্যান্যদের কথার মধ্যে অনেকটা contradiction আছে। ওনারা বলেছেন যে মন্ত্রীরাই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। আর এক মেম্বার বলছেন যে আমাদের পার্টি সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য। কাজেই ওনাদের কথার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের সততা, আমাদের সৎ প্রচেষ্টা, জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সহানুভূতি আছে। আমি খোয়াই থেকে এ ধরণের report পেয়েছি যে খোয়াই কল্যাণপুরে, ওনার নিজের Constituency এবং আমার তেলিয়ামুড়াতে যে খাদ্য কমিটি করেছি; খাদ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমরা মজুতদার, জোতদার এবং কৃষকদের আহ্বান করেছিলাম। তারা সেই মিটিংয়ে তাদের উদ্বৃত্ত ১,৫০০ মণ খাদ্য শস্য স্বেচ্ছায় সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রী করতে সম্মত হয়েছিল, আমাদের Consumers' Co-operative এর নিকট। কিন্তু এই প্রতিশ্রুত ধান চাউল আদায় করতে গিয়ে আমাদের খাদ্য কমিটির বিভিন্ন সদস্য এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা বিফল হয়েছে এবং বিফল হওয়ার কারণ হচ্ছে, আজকে যারা গলাবাজি করছে এই হাউসের floorএ দাঁড়িয়ে বুভুক্ষ জনসাধারণের জন্য. এরাই ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে একটা বিরূপ ভাব সৃষ্টি করল যাতে করে তারা প্রতিশ্রুত ধানটা আমাদের কাছে কমদরে বিক্রী না করে। ওদেরে শিখিয়ে দেওয়া হল, তোমরা যদি ধান দাও, তাহলে তোমাদের ধান দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তোমাদের hoarding আছে এ কথা সরকার বুঝে যাবে। কাজেই এখন তোমরা দিওনা, নাই নাই বল। আর যেটা আছে সেটা দশ বাড়ীতে ভাগ করে রাখ যাতে কোন সময়ে charge sheet করলেও বের করতে না পারে। এ সমস্ত কথা বলে ঐ সমস্ত লোকদের যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যে একটা শুভ প্রচেষ্টা তাকে বানচাল করেছে। এছাড়াও আমরা জানি যে ঐ সমস্ত মিটিংয়ে hoardingএর বিরুদ্ধে আমরা লড়ব, জনতাকে আমরা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব— এই যে আমাদের ব্যবস্থা এর মধ্যে এদের কোন লোককে না পাওয়ার মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সঙ্গে যে তাদের একটা বিরূপ ভাব তা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। তাহলে আমরা বুঝব, এই যে West Bengal Security Act, যার সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়ে বলেছি যে এরকম খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, চাইনিজ এগ্রেশন ও পাকিস্তানের বৈরী মনোভাব, নাগাদের বিরূপ মনোভাব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে West Bengal এর যে Security Act চালু করার জন্য এখানে আমরা বিল এনেছি। আর এটা এনেছি এজন্য যে যারা মজুতদার, মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে যাতে প্রয়োগ করা যায় এবং তাতে করে,

জনসাধারণের মধ্যে শান্তি অক্ষুন্ন থাকবে। আর তাছাড়া এর দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধানের একটা সুরাহা হতে পারে। আজকে এই যে খাদ্য কমিটি, তার সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তার বিরোধিতা করা এবং West Bengal Security Act 1967 সেটা সম্পর্কে যা আমরা বলছি তার বিরোধিতা করা। সব মিলিয়ে বুঝাযায় যে মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোর প্রভৃতির সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আছে। কেননা সহযোগিতা আছে এজন্য বলছি যে যখন কোন একটা দেশের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে, তখন তারা তাদের মনে শান্তি পায়না। আর দেশের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং একটা অভাব সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ানো যায় তখন সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখোলি remarks করার মত তাদের সুবিধা হয়। কাজেই বিগত কয়েক দিনে আমরা দেখি যে তারা এই রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তার Leading Part নিয়েছিল আজকের বক্তা বিদ্যাবাবু নিজেই। এই ধরণের খবর আমাদের কাছে আছে। সেখানে আমাদের মাননীয় সদস্য রবিবাংকল বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে এবং বাজারের অন্যান্য কয়েকজনের কাছ থেকে, যারা hoarder নয়, মজুতদার নয়,—তাদের ঘরে গিয়ে অনেকটা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাদের কাছ থেকে টাকা ও চাউল আদায় করেছে। সেখানকার আর একটা চমৎকার দৃশ্য হ'ল এই যে একদল এসব টাকা পয়সা আদায় করে সিনামা দেখতে যান আর অন্যেরা শুধু প্রতিরোধ সৃষ্টি করে খালি হাতে সরে পড়ে। এই ধরণের একটা উৎশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলছে। কাজেই আজকে আমাদের এই সমস্ত ভেবে দেখতে হবে যে আজকে যারা খাদ্য সমস্যার কথা বলতে গিয়ে নিজেদের ...ক্ষ জনসাধারণের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন, আজকে তারা একটা অশান্তির আগুন জ্বালাবার জন্য, একটা বিদ্বেষ জাগিয়ে বর্তমান সরকারের খাদ্য সমস্যার সমাধানের সুরাহার যে শুভ প্রচেষ্টা, তাকে বানচাল করে দিয়ে খাদ্য সমস্যার তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া বা সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়ে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে খাদ্য সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করাই হ'ল ওনাদের আসল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওনারা বলেছেন যে ৮৭টি সীট তো পেয়েছেন, তাতে আবার ভাবনা কিসের? কিন্তু—আমি বলব যে আমাদের প্রতি জনতার আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলেই আমরা ৮৭টা সীট পেয়েছি, আর তাদের প্রতি জনতার—আস্থাও বিশ্বাস নেই বলেই তারা তা পান নি। সেজন্য এখানে যদি একটা পরশ্রীকাতরতা দেখানো হয় তাহলে পরে তাদের নিজেদেরই হীনতার পরিচয়। তার কারণ নিজে সুন্দর হন, নিজেকে সুন্দর করুন, মনকে পরিষ্কার করুন এবং দরদী হউন—বক্তৃতা না দিয়ে। তাহলে আপনারাও নিশ্চয় ৮৭টি সীট পেতে পারেন। কিন্তু আজকে যদি শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে গালাগালি দিয়ে নিন্দা করা হয় তাহ'লে পরে আমাদের প্রভাবই বাড়বে, আপনাদের কোন সুকীর্তিপ্রকাশ পাবেনা, সদিচ্ছা বা সমস্যারও সমাধান হয়না। সুতরাং আমি বলব, আপনাদের ভালর জন্য আপনারা বক্তৃতা ছেড়ে দিয়ে কিছু ভাল কাজ করুন এবং সরকারের খাদ্য সমস্যা সমাধানের যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যা জনগণ গ্রহণ করেছেন, সেই নীতির সঙ্গে আতাঁত করে আপনারাও এগিয়ে আসুন। তাছাড়া ওনারা আরও বলেন যে খাদ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাড়ানোর জন্য, কিন্তু কি করে যে আমরা খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব, এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য ওনারা হাউসের সামনে রাখতে

পারেননি। আমরা সারা জীবন ধরে বাহিরের উপর নির্ভর করে থাকব, এটা আমার মনে হয় কোন সুস্থ মানুষ বা স্বাধীনচেতা কোন মানুষ এই চিন্তা করতে পারেন না। বরং আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলা উচিত ছিল কি করে আমরা খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে পারি। এছাড়া উদ্বাস্তুদের সম্পর্কেও একটা বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অথচ মানবতার খাতিরে আমরা এই উদ্বাস্তুদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের চেস্টা করে চলেছি। আজকে পাকিস্তানে আয়ুব শাহীর বর্বর অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মধ্যে পড়ে সংখ্যালঘু ভাইরা যে ভাবে তাদের মা ও বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য দলে দলে ঐ দেশ ছেড়ে ভারতে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করে আমরা এদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারিনা, কাজেই ওদের নিয়ে আমরা কি করে বাঁচতে পারি, মানুষ হিসাবে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের চিন্তা করা উচিত। সুতরাং এই যে বাড়তি লোক যারা এখানে এসেছেন, তারাও যাতে এ দেশের মাটিতে ফসল ফলাতে পারে বা তার উৎপাদন বাড়াতে পারে তাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। কাজেই এই যে বিরূপ কটাক্ষ করা হ'ল তাতে এখানে যারা উদ্বাস্তু ও আদিবাসী আছেন, আর যারা আসবেন, তাদের মধ্যে যাতে একটা রাজনৈতিক বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি হয় তার অপচেষ্টাই ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি আশা করব যে আমাদের মাননীয় সদস্যরা, আমাদের সরকারের যে খাদ্যনীতি ও উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে নীতি এবং এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একাত্ম হয়ে কাজ করবেন। এই কথা বলে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I request the Hon'ble Minister-in-charge to complete his reply within 10 minutes.

Shri Tarit Mohan Dasgupta –মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আগে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল দাস মহাশয় বলেছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে আমার যা বলার এ সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে যে প্রত্যেক গ্রামে রেশন সপ খুলে দেওয়া হউক। এই সমস্যা সমাধানের এই ধরণের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। তারাও একথা বলেছেন যে কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা চাউল পাচ্ছিনা এবং তারজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে দোষ দিয়েছেন। কাজেই এই প্রস্তাবের সারবত্তা তারা নিজেরাও বুঝেন। যে অবস্থার মধ্যে এই প্রস্তাব এনেছেন তার কোন সারবত্তা নেই। কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে কিছু বক্তব্য রাখাই হল উদ্দেশ্য। কাজেই আজকে সমস্ত সমস্যাটা বিচার করে দেখতে হবে এবং তারাও ইহা স্বীকার করেন। আমরা ভারতবাসী মাত্রই জানি যে সমস্যাটি কোথায় ? আজকে বিগত কয়েক বৎসর ধরে সমস্ত ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য কোথায়ও খরার জন্য এবং কোথায়ও অনাবৃষ্টির জন্যে আবার কোথায়ও অতিবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ভারতকে বাইরে থেকে অধিক মূল্য দিয়ে খাদ্য শস্য আনতে হচ্ছে। বাজেট অধিবেশনেও এই আলোচনা করেছি। আজকে আমার সময় কম তাই এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবনা। কিন্তু আজকের অবস্থাও যারা জানেন তারা দেখছেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যকে তাদের কোটা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছেন। ততটুকু সাহায্যই তারা করতে পারেন, যতটুকু সাহায্যই

তারা বাইরে থেকে আনতে পারছেন। আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখছেন যে বাইরে থেকে জাহাজে চাল আসার সময় থেকেই সেই চাল বা গম বিভিন্ন রাজ্যে বিলি করার ব্যবস্থা হয়। আপনারা জানেন যে মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ হওয়ার দরুন সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাতে ভারতে খাদ্য শস্য আসার ব্যাপারে বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তারা অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তি করছে যাতে দ্রুত সেখান থেকে খাদ্যশস্য আনা যায় এবং তার জন্য উচ্চমূল্য দেওয়া হবে। কংগ্রেস জাতির কাজে যে ঘোষণাটা করেছে তা হল রাজনৈতিক যে দুর্যোগ তাতে কারো হাত নেই। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে যা পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যে available যা পাওয়া যায় তার সমস্তটা বিলিবণ্টন করে আমাদের খেতে হবে। আজকে যদি ভারতের অন্য রাজ্যের দিকে তাকাই যেমন বিহারে দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ থিয়েটার করে বা অন্যভাবে টাকা তুলে বিহারকে অর্থ সাহায্য করছে। কাজেই খাদ্য সমস্যা যেটা সর্ব ভারতায় তার যে গুরুত্ব কতটুকু তাও আমাদের দেখা দরকার। তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা ত্রিপুরাকে দেখতে চাই এবং আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাই—যেখানে তারা গর্ব করেন যে তাদের যুক্তফ্রন্টের সরকার, তারা অনেক কিছু করছেন, যারা নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার আগে জনসাধারণের নিকট অনেক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে রেশনের পরিমান তারা বাড়িয়ে দেবেন আর খাদ্যশস্যও থাকবে কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খাদ্যশস্য আছে কিন্তু কংগ্রেস সরকার মুনাফাবাজদের ধরছেন না বলেই খাদ্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আজকে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে খাদ্যশস্য বেশী পাচ্ছেন না বলেই বেশী চাল দিতে পারছেননা। ত্রিপুরার খাদ্যনীতি যদি দেখা যায় তাহলে সেখানে দেখা যাবে কি? আজকে তারা নির্বাচনের কথা অভিযোগ করেছেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার যে নীতি মেনে চলেছেন সেটা বাস্তবোপযোগী। আজকে সকলেই জানেন যে খাদ্যের ব্যাপারটা সর্বভারতীয়। যেহেতু সর্বভারতীয় সুতরাং খাদ্যের যে Procurement rate হবে সেটা কেন্দ্র থেকে বেঁধে দেওয়া হয়। এ বছরের জন্য কেন্দ্র থেকে যে procurment rate যেটা বেধে দেওয়া হয়েছে সেটা ৩৫ টাকা থেকে ৪৪ টাকা হবে per quintol of paddy এবং ৬১ টাকা থেকে ৭৪ টাকা হবে per quintol of rice. কাজেই ত্রিপুরাতে তখন মোটামুটি যে বাজার দর ছিল তা প্রত্যেক জায়গায় বেশী। যেখানে কম ছিল সেখান থেকে কেনা হয়েছে, যেমন বিলোনীয়ার কোন জায়গায় এবং সাবরুমের কোন অঞ্চলে যারা কৃষক, যারা ফসল উৎপন্ন করছে —এখানে মাননীয় সদস্যও বলেছেন যে যাদের পাঁচ কানি জমি আছে তারা অন্যান্য কাজ করার জন্য ধান বিক্রি করে। কিন্তু সেদিন যদি জোর করে ধানের দামটা কমিয়ে দেওয়া হতো বা কম দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা হতো তাহলে কি এই সরকার, কংগ্রেস সরকার জনতার উপর ন্যায় বিচার করতেন? তারা যে সুযোগ তাদের দিয়েছেন অর্থাৎ বাজারে যেখানে নির্দ্ধারিত দরের কম দর থাকে সেখান থেকেই চাল কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে pursue করা হয়েছে, কিন্তু আইন থাকা সত্বেও levy করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও সেইদিন জোর করে ত্রিপুরার প্রজা

সাধারণের কাছে থেকে চাউল কেনা হয় নাই। তার কারণ হচ্ছে ত্রিপুরার অধিকাংশ কৃষকের holding দশ একরের বেশী জমি খুব বেশী লোকের নেই, মাত্র সেখানে হাজার খানেক লোক হবে তাদের ১০ একরের বেশী জমি আছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আজকে একটা বাস্তব দিক থেকে সমস্ত ঘটনাটাকে দেখতে হবে। গতবারও ত্রিপুরার লোকদের কিছু কিছু ফসল ক্ষতি হয়েছে। কাজেই আজকে যদি জোর করে তাদের সমস্ত জিনিষটাকে কম মুল্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেহেতু নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, যদি জোর করে তাদের জিনিষটা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে, অধিক খাদ্য শস্য ফলানোর আকাঙ্খা বা ইচ্ছা যেটা ব্যাহত হবে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার যেমন নাকি procurment এর জন্য আগ্রহশীল, যেখানে নাকি নিম্ন দরে বিক্রি হচ্ছে এবং যেখানে তার নীতিটাকে কার্য্যকরী করার জন্য তারা pursue করেছেন এবং এর পরেও দেখবেন যে মন্ত্রীদের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের বুঝিয়ে চাউল সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে, বিশেষ করে উদ্বৃত্ত অঞ্চল যেখানে আছে। কাজেই এই দিক থেকে এই নীতির মধ্যে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করার জন্য অধিক ফসল ফলাবার জন্য তাদেরকে যে সুযোগ দেওয়া, ছোট ছোট কৃষকদের সেই সুযোগটা রয়েছেন। আর একদিকে যারা জোতদার আছে তাদেরকে pursue করেছে এবং যখন দাম বাড়তে আরম্ভ করেছে, তখন যারা বড় বড় harder তাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়—এবং তাতে সহযোগীতা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এর চেয়ে সুষ্ঠুতর জিনিষ হতে পারে না। এবং এই অবস্থা থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চাউল এনে ছয় লক্ষের উপর লোককে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই অন্যবারে যদিও ত্রিপুরার দোকান সংখ্যা কিছু বেশী ছিল, দোকান সংখ্যা কিছু কমানো হয়েছে কিন্তু এখনও ছয় লক্ষের উপর লোককে রেশন দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আজকে সরকার বসে নেই। যেখানে প্রয়োজন হচ্ছে, আজকে তারা নিন্দা করেছেন যে গম দেওয়া হয়। চাউল যদি ভারতবর্ষে না পাওয়া যায় এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যেখানে চাউলের অভাব যেখানে বাহির থেকে আমরা মাত্র গম পাচ্ছি, সেখানে যদি গমও দেওয়া হয় সেটাও একটা সাহায্য। কাজেই যখন গম আছে, গম পাওয়া যায় তখন আমরা গম সেখানে দিচ্ছি এবং যখন চাউল পাওয়া যায় তখন চাউল দেওয়া হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার সমতা করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে কোন কোন স্থানে ১৫০০ গ্রাম দেওয়া হচ্ছে। যেখানে একবারেও দেওয়া হচ্ছেনা সেখানে যদি ১৫০০ গ্রামও হয়, তার মানে হচ্ছে তাদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং সমালোচনা করতে গিয়ে 'A' 'B'' C' category র সমালোচনা তারা করেছেন। আজকে কাদেরকে চাউল দিতে হবে। তারা যদি বলেন সমগ্র ত্রিপুরাতেই চাউল দিতে হবে, তাহলে ত্রিপুরাতে আর চাউল করার দরকার নেই। সমগ্র ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটি গ্রামে যদি চাউল দিতে হয়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে সামান্য একটু time দিন।

Mr. Speaker :—You are allowed 2 minutes time.

Shri T. M. Das Gupta :—সমগ্র ত্রিপুরাতে যদি চাউল দিতে হয় বাহির থেকে এনে তবে দেশে আর উৎপাদন করার প্রয়োজন নেই। এবং এইভাবে যদি চলতে থাকে

যে বাহিরের থেকে চাউল আসবে আর ত্রিপুরার লোক তা খাবে। কিন্তু খাবে কোত্থেকে? তার মধ্যেও একটা নীতি আছে। আজকে যেহেতু procurement করা হয় নি। Circulation এর যে চাউল আছে সেটা যাতে সহজভাবে বিলি বন্টন করা হয় সেদিকেও লক্ষ্য করা হচ্ছে এবং যেখানে উর্দ্ধগতি হয়, সেখানে জোর করে কোন কিছু না করে, যেখানে public সহযোগিতা করেন, সরকার নিষ্ক্রীয় হয়ে বসে নেই। যেখানে public এর সঙ্গে সহযোগিতা হয়েছে, যেখানে জনসাধারণ বলেছে যে অমুকের জায়গায় খবর আছে বা যেখানে সরকারীসূত্রে খবর পাওয়া গেছে সেখানে সরকার সেগুলিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেখানে দেখা যায় তার পরিমাণ খুব একটা যথেষ্ট হচ্ছে না। যে কারণেই হউক, কিছুটা ব্যবসায়ীর জন্যও বটে, কিছুটা রাজনৈতিক ব্যাপারেও; আগেও বলেছেন যে, ব্যবসায়ীরাও যেমন করেন, আবার অনেকে এই ধরণের রাজনৈতিক উগ্রমস্তিষ্কের লোকও আছেন যারা সমস্যার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে বা তার দলের লোকের চাউল বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে তারা তখন বলেছেন যে তোমার চাউলটা দশ বাড়ীতে বিলি করে দাও এবং গরীবের বাড়ীতেও বিলি করে দাও। কাজেই কোন জায়গায় গেলে দেখা যায় যে, যা চাউল আছে তা তার খোরাকীর খুব উদ্বৃত্ত নয়। কাজেই সরকার তার জন্য নিষ্ক্রীয় হয়ে বসে নেই, সরকার এই সব দিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার যেখানে কিছু কিছু চাউলের দাম বাড়ছে সেখানেই ধীরে ধীরে stockএর অবস্থা অনুযায়ী দোকান খোলা হচ্ছে এবং বর্ত্তমানে ১১৯টি রেশন সপ দেওয়া হয়েছে এবং এটাও দেখা যাবে যে এত অসুবিধা সত্বেও অন্যান্য বছর যে পরিমাণ চাউল যাচ্ছে তার চাইতে এবারের চাউলের পরিমাণ বেশী দিয়েছে। মাসে মাসে যেটা যাচ্ছে Total দেখা গেলে দেখা যাবে যে, গতবার জানুয়ারী মাসে যে চাউল দেওয়া হয়েছিল, এ বছর জানুয়ারী মাসের Totalএ বেশী যাচ্ছে। হয়ত একটা অঞ্চলের তারতম্য হতে পারে, কাজেই চাউলটা দিতে হবে যেখানে অভাব আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। যেমন দেখা যায়, গতবার কাঞ্চনপুরে বেশী অভাব হয়েছিল বা ছামনুর দিকে অভাব হয়েছিল। সেবারে একেবারে প্রথম দিকেই তাদের অভাব ছিল কিন্তু এবারে তার তুলনায় কম। কাজেই সেই সমস্ত সমতা এর মধ্যে দেখতে হবে এবং দেখলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে চাউল দেওয়া হচ্ছে। আজকে যা বলা হচ্ছে যে শচীন সিংহ বা তারা কিছু করছেন না কিন্তু দেখা যাবে যে গতবার জানুয়ারী মাসে ১১ শত মেট্রিক টন দেওয়া হয়েছিল সেখানে.........

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, two minutes time is over already.

Shri Tarit Mohan Das Gupta, Minister :—Hon'ble Speaker, Sir, আর একটু সময় দিন।

Mr. Speaker :—The mover of the resolution must have some time.

Shri Tarit Mohan Das Gupta, Minister :—আগে তো ওদেরে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। একজন তো ৪০ মিনিটের মত বলেছেন, মাননীয় Speaker মহোদয়। কিন্তু তার উত্তর দিতে গেলে, আমি অনেক কথাই বলতে পারিনি যা তারা এই resolutionএর মধ্যে এনেছেন। যাক্, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি। কাজেই আমার কাছে

এই সমস্ত ফিগার আছে যা আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম যে আগে যা দেওয়া হয়েছে তার চাইতে এ বছরে অনেক বেশী দেওয়া হচ্ছে। এই May মাসেও দেখা যায় যেখানে গত বছর May মাসে ২,৬০৯ মেট্রিক টন দেওয়া হয়েছিল সেখানে এ বছর May মাসে ৩,০৫৬ মেট্রিক টন চাউল ও গম বিলি করা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরাতে আজকে যে কিছুই করছে না তা নয়। গতবারের সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এনে বাইরের যে চাউল সেটা দিয়ে সে সমতাকে রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে। চাউলের দাম যেমন বেড়েছে, আবার এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে বর্ত্তমানে অনেক জায়গায় চাউলের দাম কিছু কিছু কমতির দিকে। যে policyটি সরকার আজকে গ্রহণ করেছেন তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দর বেড়ে রয়েছিল সেখানে দাম কমেছে বা কমতির দিকে গেছে সেটা লক্ষ্য করা যায়। আর এই আলোচনাটি করতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। আমি এই অভিযোগটি স্বীকার করি না। আজকে ত্রিপুরাতে সরকার একটি লোকেরও যাতে অনাহারে মৃত্যু না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করেছেন এবং এই সমস্ত যে অভিযোগ করা হয়েছে তা শুধু লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে। একটি ক্ষেত্রে উদাহরণও দিয়েছেন। একটি লোকের যখন রোগ হয় এবং রোগ যখন শেষ পর্য্যায়ে আসে তখন রোগীর আর খাওয়ার অবস্থা থাকে না। তাকে যদি অনাহার জনিত রোগ বলে ব্যক্ত করা হয় তাহলে সেখানে বলার কিছু নেই। কারণ শেষ পর্য্যন্ত যখন রোগের প্রাধান্য হয় তখন আস্তে আস্তে রোগীর খাওয়ার ক্ষমতা থাকে না এবং সব রোগীরই এই পরিণতি আসে। যতক্ষণ রোগ আছে তার শেষ পরিণতি হচ্ছে যে শেষ পর্য্যন্ত যারা বেঁচে থাকে সেই দু'তিন দিন আর খাওয়া থাকে না। এখন তাকে যদি অনাহারজনিত রোগ বলে অভিহিত করা হয় তাহলে তার মধ্যে বক্তব্য কিছু নেই। কিন্তু এর মধ্যে যে অভিযোগ এনেছেন সেটা ঠিক নয় এবং গর্জির যে উদাহরণ তারা দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য ছিল। আজকে জুমিয়া টাঙ্গিয়া সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তাতে সরকারের নীতি হচ্ছে যেখানে টাঙ্গিয়া systemএ কাজ হচ্ছে সেখানে forestএর underএ যারা কাজ করবে তারা প্রতি একরে ৪৮৲ টাকা করে পাবে। অধিকন্তু তার মধ্যে তাদেরকে seedsগুলিকে নিয়ম অনুযায়ী গুনে দিতে হবে এবং এর মধ্যে যে জুম ফসল তারা করবে, এর ফাঁকে ফাঁকে যে সমস্ত জুম তারা করবে সেই জুম ফসলেরও জিনিষ তারা গ্রহণ করতে পারবে। কাজেই আজকে পরিকল্পনার মধ্যে জীবনধারণের ধারা বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যদি জুম করা হয় তাহলে বছরের মধ্যে তার ভিতর আর কোন গাছ হয় না। এভাবে Forest বা বনজ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাকে রক্ষা করার জন্যে এইদিক থেকেদৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে যে আদিবাসীরা যারা এর মধ্যে কাজ করবে, কিছুটা গাছ লাগাবার জন্যে তাদের যে কায়ীক পরিশ্রম হচ্ছে তার জন্য একর প্রতি ৪৮ টাকা করে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন কোন লোক তাদেরকে এই বলে বিভ্রান্ত করছেন যে তোমরা নিজের জমির জন্য যাও। forest এর মধ্যে টাঙ্গিয়া system এ তোমরা যেতে চাইও না। তোমরা forest এর labour হয়ে বাঁচতে চাইও না। কিন্তু আজকে সমাজের যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা তাতে আজকে

যদি আদিবাসীর মঙ্গল করতে হয়. প্রত্যেকটি পাহাড়ী লোকের মঙ্গল করতে হয়, তাহলে এই যে চলমান সমাজ তার অবস্থা ও সঙ্গতির সঙ্গে তাদেরকে যদি খাপ খাইয়ে দিতে পারা যায় তবে আদিবাসী সমাজেরই সব চাইতে মঙ্গল হবে। আমি সামান্য একটি তুলনা দিচ্ছি যে সমস্ত চা বাগানগুলি আছে, কম হউক বেশী হউক তার রেশনটি গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আজকে তাদেরও দুঃখ আছে, বেদনা আছে। কিন্তু তাদের রেশনের পরিমাণটা মালিকই দিক আর সরকারই দিক রেশনের পরিমাণটা ঠিকই আছে। কাজেই আজকে যদি কেউ organised labour system এর মধ্যে কাজ করে সেখানে তারা অন্ততঃ একটা মিনিসাইজ ওয়েজ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এই বন বিভাগগুলি হচ্ছে তাতে একদিকে কৃষকরা যেমন কৃষি করবে, কিন্তু কৃষি যারা করে তাদের অনেক অবসর সময় থাকে যে সময় তারা কাজ পায় না। কিন্তু তার পাশাপাশি যদি একটা বন গড়ে উঠে তা হলে বনের মধ্যে নানা ধরণের কাজ করে তারা একটা বিকল্প জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। এক দিকে যেমন বনজ সম্পদ হবে এবং তাতে বৃষ্টি ইত্যাদি ধরে রাখবে আর একদিক দিয়ে একটি বিকল্প জীবিকা প্রত্যেকটি কৃষকের পাশাপাশি থাকবে। অনেক গ্রামে ভূমিহীন কৃষক আছে। সেই ক্ষেত্রে দরকার যদি হয় তাহলে তারা সেখানে অতিরিক্ত শ্রম দিতে পারবে। কাজেই এই দিক থেকে এই যে বৈকল্পিক শুভ দিকটা এটা দেখে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গাছ রোপণ করা। বন সরকারের বন নয়। যারা বনে থাকবে শেষ পর্য্যন্ত এই সম্পদ তার। আজকে সমাজ কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে? সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটু যখন এগিয়ে আসবে এই সমস্ত বনগুলি হয়তো পঞ্চায়েতের মালিকানায় যাবে না হয় গ্রামীন co-operative এর মালিকানায় যাবে। কিন্তু আজকে যারা গাছগুলিকে নষ্ট করার জন্য ফরেস্টের অভ্যন্তরে বাড়ী করে গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল, গত সভায়ও আমরা বলে ছিলাম যে যদি কোন কৃষকের বা জুমিয়ার অসুবিধা হয় সেখানে সীমানা নির্দ্ধারন করার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হবে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, I am sorry. To day's business will continue till tomorrow. If you have any other point to discuss, you may go on—just one munite.

Shri Tarit Mohan Dasgupta, Minister.

কাজেই এই যে বনজ সম্পদ, দেখতে হবে এটা কাদের সম্পদ। আজকে একথা সত্যি যে আগে যে বিরাট অঞ্চলে আদিবাসীরা জুম করত সেই বিরাট অঞ্চল এখন আর জুমের জন্য নেই। কিন্তু এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেও জুম করা যায়। আমরা জানি ভারতবর্ষে যে হারে জন সংখ্যা বাড়ছে সে হারে জমির পরিমাণ বাড়ছে না। কাজেই এই নির্দিষ্ট জমিতে আগে যেখানে এক ফসল হতো এখন সেখানে দুই ফসল, যেখানে দুই ফসল হতো সেখানে তিন ফসল করার চেষ্টা হচ্ছে। ত্রিপুরা হচ্ছে বন্যা প্লাবিত অঞ্চল। কাজেই এখানে যে irrigation হবে তা বর্ষার জন্য নয়, এই irrigation হচ্ছে শীত কালের জন্য।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 23rd June, 1967.

APPENDIX A

Papers laid on the Table

Starred Question No. 104. by Shri Aghore Deb Barma. M.L.A.

QUESTION	ANSWER 1965-66	1966-67
1. Total amount of expenditure actually incurred for construction work (including Road, building, repairing etc.) in the year of 1965-66 and 1966-67 in Amarpur Engineering Division ;	Rs, 16,61,120/-	Rs, 15,23,720/-
2. Total amount of expenditure incurrred in the year of 1965-66 and 1966-67 in Amarpur Engineering Sub-Division for the maintenance of staff ;	Rs- 1,93,105	Rs. 2,03,478/-

STARRED QUESTION No. 223. by Shri Monoranjan Nath

QUESTION

ক) ধর্ম্মনগর ও কৈলাসহর সাব ডিভিসানে গত বৎসর সরকার হইতে (কৃষি বিভাগ বা ব্লক মারফত) কি পবিমান আলুবীজ প্রতি কে, জি কি দরে কৃষকদিগকে সরবরাহ করা হইয়াছে ;

খ উক্ত আলুবীজে সরকার কি কোন subsidy দিয়াছেন ?

গ) ঐ সময় ধর্ম্মনগর ও কৈলাসহর বাজারে আলুবীজ কি দরে বিক্রি হইয়াছে ?

ANSWER

ক) প্রতি কেজি টা ১.১৫ দবে ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিসনে ৮০,০৭৫ কে, জি এবং কৈলাসহর সাবডিভিশনে ৪৬,৯৭৫ কে, জি আলুবীজ ব্লক মারফত সরবরাহ কবা হইয়াছে।

খ) হাঁ, শতকরা পঞ্চাশভাগ।

গ) প্রতি কেজি টা ১.২৫ হইতে টা ১.৫০

"তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং ২৫৮'

প্রশ্ন কর্ত্তা—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই সহরটিকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য সহরের চতুর্দ্দিকে বাঁধ দেওয়ার কোন প্রকল্প সরকারের আছে কিনা ;	১) হ্যাঁ
২) থাকিলে উহা কতদিনে সম্পন্ন হইবে ?	২) বাঁধ নির্ম্মানের জন্য প্রয়োজনীয় জমির দখল এখনও পূর্ত্তবিভাগ পায় নাই বলিয়া কাজটি কোন দিন শেষ হইবে তাহা সঠিক করিয়া এখন বলা সম্ভব নয়।

APPENDIX— B

UNSTARRED QUESTION NO. 146. by Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1) What percentage do the landless Agriculturists come to, compared with the total Agriculturist in each Sub-Division ;
2) Steps taken to give them land for increasing Agricultural Production.

ANSWER,

1) The information is still under collection and will be laid on the Table of the House as soon as compiled.

Unstarred Question No. 165. by Shri Nishi Kanta Sarkar.

QUESTION

ত্রিপুরায় Water Pump Machine কতকগুলি আছে ; তাহার মধ্যে Fisheryতে কত সংখ্যক এবং অন্যান্য বিভাগে কত সংখ্যক ?

ANSWER

ত্রিপুরায় মোট ১৩১টি সরকারী পাম্প আছে। তন্মধ্যে ফিসারীতে ৮টি এবং বাকী ১২৩টি নিম্নবর্নিত বিভাগগুলিতে আছে—

পূর্ত্ত বিভাগ—	১০টি
বন বিভাগ—	১টি
শিক্ষা বিভাগ—	৪২টি
পশু পালন বিভাগ—	৪টি
জনস্বাস্থ্য বিভাগ—	১৪টি
কারা বিভাগ—	১টি
কৃষি বিভাগ (মৎস্য শাখা বাদে)—	২৫টি
সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ—	২৬টি
মোট—	১২৩টি

Unstarred Question No. 248 by Shri Monoranjan Nath,

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে (department) সর্বমোট কতগুলি মটর গাড়ী, জীপ, এম্বেসেডর ও ভ্যান আছে এবং ১৯৬৬-৬৭ ইং সনে পেট্রোল কষ্ট, মেরামত কষ্টের পরিমাণ কি ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
খ) Judicial Commissioner বা District Judge এর বা ঐ Judicial department এর কোন গাড়ী আছে কি ?	

Unstarred question No. 262 by Shri Sunil Chandra Dutta

প্রশ্ন	উত্তর
খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ পরিকল্পনায় মোট প্রকল্পের সংখ্যা কত?	১। মোট কতটি ছোট সেচ প্রকল্প কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। প্রকল্প গুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। যখনই কোন প্রকল্প কার্য্যকরী হইবে বলিয়া দেখা যায় তখনই তাহার নির্ম্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়।
মহকুমা ওয়ারী সংখ্যা,	২। এই প্রশ্ন উঠেনা।
কোন মহকুমায় কয়টি সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী আছে;	৩। (ক) বিলোনীয়া— ৩টি (খ) উদয়পুর— ৩ ,, (গ) সোনামুড়া— ৩ ,, (ঘ) সদর— ১৭ ,, (ঙ) খোয়াই— ৬ ,, (চ) কমলপুর— ৭ ,, (ছ) কৈলাসহর— ১ ,, মোট—৪০টী
॥ মোট কত পরিমিত জমিতে এই প্রকল্পদ্বারা জল সরবরাহ করা হয়?	৪। প্রায় ৪,৩০০ একর।

Unstarred Question No. 263. by Shri Sunil Ch. Dutta,

QUESTION

১। ত্রিপুরার শুধু আউশ, আমন ও বোরো জমির পরিমাণ কত? ঐ সকল জমির মহকুমা ওয়ারী হিসাব;

২। দু ফসলা আউশ, আমন, আমন বোরো, বোরো আউস জমির মহকুমাওয়ারী পরিমাণ কত;

৩। সমতল টীলা শ্রেণীর আউশ উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ কত;

৪। একর প্রতি উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ কত?

ANSWER

১। শুধু আউশ, শুধু আমন অথবা শুধু বোরো জমির পরিমাণের কোন হিসাব নাই।

২। দু ফসলী জমির কোন হিসাব নাই।

৩। 'সমতলটীলা' বলিয়া জমির কোন শ্রেণী বিভাগ নাই।

৪। ১৯৬৬-৬৭ সনে একর প্রতি ধান্যের উৎপাদনের গড় আনুমানিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

আমন ধান...	১৫.৮৩ মণ
আউশ ধান... (জুমধান সহ)	১৩.৩৮ ,,
বোরো ধান...	১৫.৫ ,,
মোট...	১৪.৬৩ ,,

Unstarred Question No. 267. by Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

a) Total paddy land (Nal and Lunga) in Tripura,

b) Total production of rice in '64' '65' and '66';

c) Population in 1966 showing Adult and Minor separately,

d) Average production of rice per acre in 1963, 1964, 1965.

e) Total manure used in 1963, 1964, 1965 ?

ANSWER

a) 2,74,112.30 Acrcs

b) Calendar year-wise information is not maintained

c) The projected population of Tripura in 1966 is 13,25,883. The number of adult and minor is not available.

d) e) Calendar year-wise information is not maintained.

Un Starred Question No. 278. by Shri Aghore Deb Barma,

QUESTION	ANSWER
1. Names of the Minor Irrigation Schemes Construction of which have been completed but failed to start functioning due to defective construction or for certain other reasons;	1. (a) Due to defective constn.— Nil. (b) Due to certain other reasons—4 Nos. i) Nagfulchara M. I. Scheme (Kamalpur) ii) Nagichara M. I. scheme (Jirania). iii) Sonainadi M. I. Scheme (Bishalgarh) iv) Kalachara M. I. Scheme (Kamalpur).
2. Steps taken to utilise the said Schemes;	2. Action is being taken for excavating the field channel.
3. Total amount of expenditure incurred for the construction of said schemes.	3. An amount of Rs. 1,49,912- was incurred for construction of these 4 Nos. of schemes.

———